বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১-৪ □ জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৬

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১-৪
জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৬

□

প্রযত্নে অভিজিৎ লাহিড়ী
পি ২৫২ লেক টাউন, ব্লক এ
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

□

মূল্য কুড়ি টাকা

□

Vigyan O Vigyankarmi
Rn. No. 34929/79

□

Vol. XXVIII No. 1-4
January-December 2006

□

Communication :
C/O Avijit Lahiri
P252 Lake Town, Block A
Kolkata 700 089

□

e-mail :
bob_swf@yahoo.co.in

সূ চি প ত্র

আমাদের কথা □ ৩
সিঙ্গুর সিঁদুরে মেঘ না রত্তি(ম সূর্যোদয় □ ৫
জমি অধিগ্রহণ কাহার শ্রীবৃদ্ধি □ ১০
সিঙ্গুর এক স্পর্ধিত চেতনা □ ১২
তিমির বিলাসী না তিমির বিনাশী □ ১৯
কেন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্‌ল্যান্ট □ ২৬
বিকল্প শত্তি(ব্যবহারে আমাদের দেশ □ ৩২
প্রস্তাবিত পরমাণু প্রকল্প ঘিরে আন্দোলিত হরিপুর □ ৩৬
পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিছু প্র্ো, কিছু প্রস্তাব □ ৩৯
আর্সেনিকমুত্ত(স্বাস্থ্যকর ভূগর্ভ জলোত্তোলন... □ ৪১
শৈশবহীন শিশুজগৎ □ ৪৪
চিকিৎসার লোকায়তিক ধারা □ ৪৮
প্র তি বে দ ন
গণ উদ্যোগ □ ৫৪
খুন হলেন রাশিয়ান সাংবাদিক □ ৫৬
চি ঠি প ত্র □ ৫৭
প রি ত্র(মা □ ৫৮

□ পত্রিকায় প্রকাশিত নামাঙ্কিত রচনার বত্ত(ব্য ও মতামত সর্ব(ে ত্রে সম্পাদকমণ্ডলীর মতামত নয়।

With best compliments from

DOLPHIN FOAM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

Manufacturer of ISI-marked Natural Foam Rubber (Latex),
Mattress, Pillow, Cushion and Rubberized Coir-Mattress,
Cushion, etc.

Regd. Office
23/P/13 A. K. Mukherjee Road
Kolkata 700 090

Telephone
Office : 2245 6803, 2216 2974, 2358 9839
Residence : 2337 3638, 2592 0872

Fax 033 91 2245 6803
e-mail : dolphinfoam@vsnl.net

আমাদের কথা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী এই সংখ্যা এমন একটি সময়ে প্রকাশিত হতে চলেছে যখন এই বাংলার কোণে কোণে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে 'জান দেব, তবু জমি দেব না' ধ্বনি! এই ধ্বনি হুগলি জেলার সিঙ্গুর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে চব্বিশ পরগণায়, মেদিনীপুরে, দিনাজপুরে। এই আওয়াজ বহুদিন শোনেনি এই রাজ্যের মানুষ। যখন শুনেছে তখন এই জেহাদ ছিল জমিদার-জোতদারদের বি(দ্ধে। আওয়াজ উঠেছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। আজ সেই দলের অবস্থান বদলেছে। এখন তারা রাজ্যের শাসন (মতায় আসীন। 'জান দেব, তবু জমি দেব না' ধ্বনি আজ তাদেরই বি(দ্ধে।

শিল্পায়নের নামে সরকারের নির্বিচারে কৃষিজমি অধিগ্রহণের বি(দ্ধে (খে দাঁড়িয়েছে মানুষ। এই প্রতিরোধ এক সময় কিছুটা দেখিয়েছে কলকাতার কাছে রাজারহাটের মানুষ, তারপর মেদিনীপুরের খড়গপুরের মানুষ। এই প্রতিরোধ সিঙ্গুরে এসে যে গতি পেয়েছে তারই ছোঁয়া লেগেছে ভাঙড়ে, হরিপুরে এবং মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রামের মানুষদের উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গিটি এতটাই দৃপ্ত যে, রীতিমতো কেঁপে উঠেছে, সরকারি গদিতে আসীন মন্ত্রী থেকে সচিব-আমলা পর্যন্ত সকলে।

পুলিশ ছুটে গিয়েছিল নন্দীগ্রামের মানুষদের উচিত শি(া দেবে বলে। কিন্তু শি(া নিজেদেরকেই পেতে হয়েছে। গ্রামে ঢুকতে পারেনি তারা। রাস্তা খুঁড়ে, ব্রিজ ভেঙে দিয়ে পুলিশের গ্রামে ঢোকা প্রতিরোধ করেছে মানুষ। দলমত নির্বিশেষে এককাট্টা স্থানীয় মানুষ। বলেছেন, পুলিশের দরকার নেই। পুলিশকে অপে(া করতে হয়েছে গ্রামের বাইরে বসে। সিঙ্গুরে ১৪৪ ধারা জারি করে গোটা এলাকায় সন্ত্রাস চারিয়ে দিয়েছিল সরকার। নন্দীগ্রামে সেটা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু শাসক পার্টির নেতা ও ক্যাডার বাহিনী চুপ করে বসে থাকার নয়। নেতাদের উশ্‌কানিমূলক বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল যথাস্থানে দুস্কৃতির দল রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল গ্রামে। নির্বিচারে গুলি ও বোমা বর্ষণ করে প্রাণ নিয়েছে সাত জন গ্রামবাসীর। এইভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে আন্দোলনকারীদের বি(দ্ধে। যেমন নিয়েছিল সিঙ্গুরে তাপসীকে ধর্ষণ করে এবং প্রমাণ লোপের জন্য তার দেহে আগুন ধরিয়ে দিয়ে। পুলিশ থেকেছে নিষ্(িয় দর্শকের ভূমিকায়। যেমন থেকেছিল কেশপুর-নানুরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নেতাদের হুমকি এবং পরে পরেই গ্রাম চড়াও হয়ে হামলার ছবি এবার ধরা পড়ে গেছে একটি টিভি চ্যানেলের ক্যামেরায়। গোটা দেশের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে দেখেছে সে ছবি।

এর পরই থেমে গেছে মুখ্যমন্ত্রীর হম্বিতম্বি। স্বীকার করেছেন, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল হয়ে গেছে তাদের। হলদিয়া উন্নয়ন পর্যদের টানানো অধিগ্রহণের তালিকা ছিঁড়ে ফেলতে বলেছেন। বলেছেন নন্দীগ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলেই কাজ করা হবে! নন্দীগ্রামের মানুষ দেখিয়ে দিল ভয়ের বাতাবরণ কাটিয়ে এখনও উঠে দাঁড়ানো যায়। সাবাস নন্দীগ্রামের মানুষ।

তিন দশক (মতায় রয়েছে এই সরকার। একে একে বন্ধ হয়ে গেছে রাজ্যের ছোট বড় বহু বহু কলকারখানা। সরকার নীরব দর্শক হয়ে থেকেছে। হঠাৎ মনে পড়েছে যে, শিল্পে পেছিয়ে পড়েছে এই রাজ্য। তারপর শিল্পায়ন শিল্পায়ন বলে রব তুলেছে। কী শিল্প কেমন শিল্প, কার উপকার, কে বিনিয়োগ করতে চায়, কী তার অতীত কার্যকলাপ বাছবিচারের দরকার নেই। দরকার নেই প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য

সত্যি কতটা জমি দরকার তার হিসেব-নিকেশের। দেশি বিদেশি যে কেউ বিনিয়োগ করতে রাজি হলেই হল। যেখানে যতটুকু জমি চাইছে, তাতেই সায় দিয়ে দিচ্ছে সরকার। সে জমি দু-ফসলি তিন-ফসলি এমনকী সেচ এলাকায় চার-ফসলি জমি হলেও সরকারের আপত্তি দেখা যাবে না। একটাই যুক্তি(তাদের বিনিয়োগকারীদের পছন্দমাফিক জমি না দিলে তারা নাকি অন্য রাজ্যে চলে যাবে! শিল্পপতিরা অন্যত্র চলে যাবে তার জন্য দুর্ভাবনা। কিন্তু জমি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া এত মানুষের কী হবে তাই নিয়ে ভাবনা নেই। ভাবনা নেই খাদ্যের ভাণ্ডারে টান পড়লে কী করবে মানুষ।

শিল্পায়নের নামে জমি লুঠের এই খেলা মানুষ বুঝে গেছে। বুঝে গেছে আরও গভীর স্বার্থ লুকিয়ে আছে এর পেছনে। তাই শিল্পায়নের নামে নির্বিচারে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে দালাল-পুঁজিপতিদের হাতে জমি তুলে দেবার চক্র(ান্তের বি(দ্ধে এককাট্টা হয়ে লড়ার শপথ নিচ্ছে মানুষ। কিন্তু এক সঙ্গে এত মানুষের ঘুম কেন ভেঙে গেল হঠাৎ? অনেক দাপাদাপিতেও যাদের ঘুম ভাঙে না বলে লোকে মনে করে, সেই মানুষেরাই কী রকম রাতারাতি জেগে উঠে (খে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রের গা-জোয়ারির বি(দ্ধে। কী সদর্প ঘোষণা নন্দীগ্রামের মানুষের! এখন তাই 'আমাদের কথা' বলার থেকে কান পেতে শোনার সময়। এ এক দুর্লভ (ণ, যখন মানুষের জীবন থেকে অর্জন করা প্রজ্ঞা থেকে শি(া নিতে পারি আমরা। কী সেই শি(া? কী বলতে চাইছে মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠ? এ কী শুধুই জমি-ভিটে-মাটি-জীবিকা হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত মানুষের অসহায় কণ্ঠস্বর? নাকি আরও গভীর সত্য কিছু আছে এই সম্মিলিত ঘোষণায়? এই কী সেই প্রকৃতির প্রতিশোধ যার কথা এত দিন বহু পণ্ডিতের বহু রাত জেগে লেখা বই-প্রবন্ধ পড়েও বুঝতে পারছিলাম না আমরা?

জানুয়ারি ৫, ২০০৭

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই সংখ্যা *বিওবি* প্রকাশের জন্য মধ্য ভারত পেপার মিল্‌স্‌-এর প্রেসিডেন্ট শ্রী বিনোদ কুমার খান্না আমাদের আন্তরিক সহায়তা করেছেন। এই সহায়তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদকমণ্ডলী, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*

সিঙ্গুর সিঁদুরে মেঘ না রক্তি(ম সূর্যোদয়

রবীন মজুমদার

এক অধিগ্রহণ না জবরদখল

কৈশোরে আমার গ্রামে এক অদ্ভুত বিতর্ক প্রত্য(করেছিলাম। গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া কাঁচা রাস্তাটি পাকা হবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠলে একদল গ্রামবাসী তার বিরোধিতা করে বলেছিলেন রাস্তা পাকা হলেই গাড়ি করে ডাকাতরা আসবে। রাস্তা পাকা হবার সম্ভাবনায় যারা খুশিতে উচ্ছল, এই যুক্তি(তে তারা প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও পাল্টা জবাব এসেছিল— পুলিশও তো চটপট আসতে পারবে।

সিঙ্গুরকে কেন্দ্র করে প্রায় চারদশক পরে কথাগুলি মনে পড়ে গেল এবং এতদিনে ওই বিতর্কের একটি তাৎপর্যের উপলব্ধি ঘটল। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে বড়ো রাস্তা—বড়ো ডাকাতরাই এল, প্রায় এক হাজার একর কৃষি জমির ডাকাতি তো ছোটোখাটো ব্যাপার নয়! পুলিশও এল, তবে ডাকাতি (খতে নয়, তার সাহায্যে। গ্রামবাসীদের উপযুক্ত(শি(া দেবার জন্য বড়ো বড়ো দলে বড়ো বড়ো পুলিশও বড়ো শি(া দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাজের গু(ত্ব ও বড়োত্বের আরও খোলতাই হল বড়ো কৃষকনেতার বাণীতে পুলিশ তো আর প্রফেসর নয়!

গোড়াতেই বোধহয় ভুল করে বসলাম। 'ডাকাতি' কেন বলছি, ও তো 'অধিগ্রহণ', রীতিমতো আইন মোতাবেক, হোক না ১৮৯৪ সালের আইন। হোক না তা ঔপনিবেশিক ইংরেজদের করা। যেখানে দেখিবে ছাই…। আমি আইনজ্ঞ নই। মুখ ফসকে বেআইনি কিছু বলে ফেললে মাফ করবেন। আচ্ছা ডাকাতির বদলে যদি বলি, জবরদখল? শুনেছি জবরদখলের আইনি সমর্থন আছে, তাকে (েত্রবিশেষে 'অধিগ্রহণ' বলা হয়, যদি তা সরকার করে জনস্বার্থের প্রয়োজনে। এ(েত্রেও সরকার জমি নিচ্ছে, তবে অন্য একজনদের প(, বলছে জনস্বার্থ, দেশের উন্নয়নের জন্য টাকা দিচ্ছে সরকারি কোষাগার থেকে। এসব আইনি না বেআইনি সে-প্র(া অবান্তর। জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত সরকার যা বলছে, সেটাই শেষ কথা। সেটা মানতে রাজি নন জমি-হারানো কৃষকদের অনেকে, রাজি নন অনেক সাধারণ মানুষ, অনেক মান্যগণ্য মানুষ। আইনি বিশেষজ্ঞতা আমার নেই, সাধারণ বুদ্ধি বলে, ন্যায় এবং মানবিকতার বিচারে অধিগ্রহণের নামে সিঙ্গুরে যা ঘটছে তা জবরদখলই। লুণ্ঠন বা ডাকাতি বললেও অত্যুক্তি(হয় না। আর তা শুধু ভূসম্পদের নয়, সামাজিক ও পরিবেশ সম্পদেরও।

দুই মূল্য, (তিপূরণ না আপদ-বিদায়

বলা হচ্ছে যে, সরকার জমি বাবদ কৃষকদের '(তিপূরণ' দিচ্ছেন। একই সঙ্গে আবার একথাও বলা হচ্ছে যে, জমির বাজার দরের ওপরেও বাহান্ন শতাংশ পর্যন্ত বেশি 'মূল্য' দেওয়া হচ্ছে, এর উপরও নাকি থাকছে 'সোলাসিয়াম' বা সান্ত্বনা মূল্য। সে যাই হোক প্র(া হল—মূল্য না (তিপূরণ? ব্যাপারটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। কেননা অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলারই বিভিন্ন স্থানে এবং ভারত জুড়ে এই সব প্র(ের অসংখ্য পুনরাবৃত্তি ঘটবে। বিভিন্ন ধরনের উর্বর, আধা-উর্বর, অনুর্বর ভূমি, জলাভূমি বা বনভূমি 'অধিগ্রহণ' করে নানা রঙের বিভিন্ন রাজ্যের সরকার শিল্প বা শিল্পাঞ্চল বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone, SEZ) গড়তে ইতিমধ্যেই উঠে পড়ে লেগেছেন, আরও জোরদার হবে সেই সব উদ্যোগ, নেমে আসবে আরও বঞ্চনা, নিপীড়ন, অত্যাচার।

জমি তথা কৃষিজমি—তার প্রকৃতি ও মূল্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কথা থাক। এ রাজ্যে মধ্যশি(া পর্ষদ ও উ. মা. শি. সংসদ প্রণীত *পরিবেশ পরিচয়* ও *পরিবেশ শি(া* শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকগুলিতে সদ্য সদ্য (২০০৫/২০০৬) যে সব কথা লেখা হয়েছে এবং সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শি(ার্থীদের শেখানো হচ্ছে তার উপর একটু চোখ বোলানো যাক। সপ্তম শ্রেণির বইতে লেখা হয়েছে, '… শিলাচূর্ণ, বিভিন্ন জীবজাত পদার্থ, জল বায়ু ও অণুজীব মাটিতে উপাদান হিসেবে থাকে। মাটি গঠিত হতে বহুবছর সময় লাগে। ভূপৃষ্ঠের মোট

আয়তনের ৫ থেকে ৭ ভাগ মাত্র কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ইচ্ছে মতো বাড়ানোর সুযোগ নেই। উর্বর মাটি, অফুরন্ত সূর্যালোকের জোগান, ভালো বৃষ্টিপাত ও অনুকুল আবহাওয়া আমাদের দেশকে একটি কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত করেছে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিত্র(ম নয়'। (পৃ. ১৫)।

অষ্টম শ্রেণির শি(ার্থীদের জ্ঞাতব্য হিসেবে লেখা হয়েছে 'আমাদের মতো দেশে লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, কাজেই কৃষি উৎপাদন বাড়াতেই হবে। অথচ কৃষিজমির পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগ আর নেই বললেই চলে।' (পৃ. ৫১) নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক জানাচ্ছে—'মূল্য কথাটা সম্পূর্ণ আপে(ক। কোনো বস্তুর সঠিক মূল্য নির্ধারণ করবার কোনো উপযুক্ত(পদ্ধতি আজও আমরা আবিষ্কার করতে সমর্থ হইনি। অনেক সময় বস্তুটির চাহিদা ও জোগান (demand & supply) অথবা তার উৎপাদনমূল্য ও উপকারিতার (cost & benifit) কথা চিন্তা করে একটা মূল্য স্থির করা হয়। কিন্তু তার মধ্যেও অনেক মারাত্মক ভুল ও গোঁজামিল থেকে যায়। বহু (ে ত্রে অনেক উপকারিতার কথা আমরা চিন্তাই করি না। প্রাকৃতিক সম্পদগুলির (ে ত্রে এটা বেশি দেখা যায়। ... যখন একটা বৃ(ের মূল্য স্থির করা হয়, তখন কেবল তার কাঠের ওজন, কাঠের মান ও ফলের পরিমাণের কথাই ভাবা হয়। ওই বৃ(ের কাছ থেকে কাঠ ও ফুলফল ছাড়া আরও যেসব সামাজিক উপকার (social service) পাওয়া যায় তার মূল্য কিন্তু আদৌ হিসাব করা হয় না। ... শুধু বৃ(নয়, এইভাবে প্রতিটি প্রাকৃতিক সম্পদের একটি আপাত বাজার মূল্য আছে এবং পরিবেশের উপর তার সুদুরপ্রসারী লাভ (তির একটি হিসাব আছে। হিসাবশাস্ত্রের ভাষায় একে বলা হয় সোশ্যাল অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রিপোর্টিং। ... EIA (Environmental Impact Assessment) করবার সময় এই সোশ্যাল অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রিপোর্টিং-এর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।' (পৃ. ২৭-২৮) একই বই-এর অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, 'দ্রুত শিল্পায়নকে বাস্তবায়িত করার জন্য সম্পদের অপচয় ও অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার অনেক (ে ত্রে সামগ্রিক বিপর্যয়ের পথকে নির্দেশিত করে। ... প্রযুক্তি(ও শিল্পোন্নয়ন সম্পদ ব্যবহারকে সুর(িত করে না, বরং প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের সংকট দিনের পর দিন বর্ধিত হয় এবং সম্পদ নিঃশেষকরণ ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।' (পৃ. ৩৮)। একই সুরে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শি(ার্থীদের জন্য লেখা হয়েছে 'পরিবেশ ধ্বংসের কয়েকটি প্রধান কারণের' অন্যতম হল 'উর্বর জমিতে নগরায়ন' (*পরিবেশ শি(া*, পৃ. ২১)। লম্বা উদ্‌ধৃতির জন্য মার্জনা করবেন। আমি নিজে এসব কথা বলতে গেলে প্র(উঠবে 'আমি কে?' কিন্তু এসব কথা লিখেছেন অভিজ্ঞ শি(ক ও বিশেষজ্ঞরাই— এমনই জানিয়েছেন মধ্যশি(া পর্যদ ও উ. মা. শি(া সংসদের শীর্ষ ব্যক্তি(রা স্বয়ং। উদ্‌ধৃত বক্ত(ব্যগুলি সিঙ্গুর সম্পর্কে যদি প্রযোজ্য হয়, তাহলে প্র(তো স্বাভাবিকভাবে ওঠে। সন্তান সন্ততিদের আমরা এসব পড়তে-শিখতে সচেতন হতে বলব, স্কুলে স্কুলে ঘটা করে 'সবুজ বাহিনী' গড়ে তুলব—আর কাজের বেলায় উল্টোটা করব, এ কেমন মনুষ্যত্ব? এ কেমন উন্নয়ন? সিঙ্গুরের জমি ও তার মূল্য ও তার (তিপূরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে নেতা মন্ত্রী-আমলারা যে সব মূল্যবান বিবৃতি দিচ্ছেন, সেগুলি যদি ঠিক হয়, পাঠ্য-পুস্তকের বক্ত(ব্য ভুল। তবে অবিলম্বে সেগুলি সংশোধনের ব্যবস্থা করা হোক, যত(ণ তা না হচ্ছে বইগুলি তুলে নেওয়া হোক।

আর যদি পাঠ্যপুস্তকের বক্ত(ব্য ঠিক হয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত তত্ত্ব ও সঠিক তথ্যাদির ভিত্তিতে যদি এসব কথা লেখা হয়, তবে একথাও মানতে হবে যে, ওই জমি বিলি-বণ্টন ব্যবহার খেয়ালখুশি মতো ঠিক করে দেবার অধিকার শুধু সরকারের নয়, শুধু জমির মালিকের নয়, ওই জমি আমাদের সকলের এবং উত্তর প্রজন্মের প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ-সম্পদ, সামাজিক সম্পদ। এর ভালো-মন্দে আমাদের সবার স্বার্থ (stake) জড়িত। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলবে তার রেশ। চলবে, কেননা কৃষি(ে ত্র এক বিশেষ ধরনের বাস্তুসংস্থান (ecosystem)। মাটি জল বাতাস কীটপতঙ্গ পাখি ও অন্যান্য প্রাণী উদ্ভিদ এবং মাটিতে কাজ করা মানুষ সবাই মিলে এর অংশীদার। চাকরিবাকরি করা, দূরে বাস করা, খেতে কাজ না করা বাবুটি জমির আইনি মালিক হতে পারেন (নজ(ল তো কবেই লিখে গেছেন, 'মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ, মাটির মালিক তাঁহারাই হন ...') কিন্তু তিনি ওই বাস্তুসংস্থানের প্রত্য(অংশীদার নন। বাস্তুসংস্থানের প্রকৃতি ও উপযোগিতার জ্ঞানের বিস্ফোরণের এই যুগে নতুন করে বোঝা যাচ্ছে 'লাঙল যার

জমি তার' স্লোগানটি কতখানি বিজ্ঞানসম্মত ছিল।

বলা যেতে পারে, সরকারকে আইনকানুনের চৌহদ্দির মধ্যে কাজ করতে হয়। সরকারি কাজকর্মে ঘোষিত নীতি পদ্ধতি মানতে হয়। এইসব নতুন জ্ঞান ও উদ্ভাবনের বিষয়গুলি আমাদের দেশের আইন-বিধিতে এখনও অন্তর্ভুক্ত(হয়নি। খানিকটা সত্যতা স্বীকার করেও বলা যায়, আইনে কিছুই অন্তর্ভুক্ত(হয়নি একথা ঠিক নয়। যেমন, পরিবেশ আইন অনুযায়ী প্রকল্পের EIA তৈরি হবার কথা, জমি-টমি নেবার আগেই। করলেই জানা যেত 'প্রকল্প রূপায়ণের সময় ও পরবর্তীকালে অঞ্চলের মৃত্তিকা জল ও বায়ুর উপর সম্ভাব্য প্রভাব, প্রকল্পের অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর প্রভাব। ওই অঞ্চলের জনসমষ্টির স্বাস্থ্য এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের গুণমান র(ার জন্য প্রকল্পের মধ্যে কী কী পদ(েপ গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।' (*পরিবেশ পরিচয়*, নবম শ্রেণি, পৃ. ২৭)। কিন্তু সরকার তো কিছুই জানাতে চান না, নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকার আইনসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও। মানবাধিকার আইন এবং সাংবিধানিক অধিকারও মান্যতা পাচ্ছে না।

পরিবেশ অর্থনীতিতে মাটি (এবং জল ও বাতাস) হল ন্যাচারাল ক্যাপিটাল, প্রাকৃতিক মূলধন। মাটির পরিচর্যায় যারা যুক্ত(, তারাই তো মাটির প্রকৃত মালিক। **মূলধনী অর্থ খাটিয়ে কারখানা স্থাপন করে শিল্পপতি যদি দীর্ঘমেয়াদি লাভ বা উপার্জন পেতে পারেন তাহলে জমি-মূলধন লগ্নি করে কৃষকই বা কারখানার শেয়ার ও উপার্জনের অংশীদার হতে পারবেন না কেন?** দেশবাসীর কাছে যদি স্পষ্ট না হয় সরকার ঠিক কোন্ নীতি আইন বা বিধির ভিত্তিতে একই সঙ্গে মূল্য এবং (তিপূরণ দিচ্ছেন, কীভাবেই বা তার পরিমাণ ঠিক হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প পেশ হয়েছে কিনা, EIA করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি ..., তাহলে প্র৶ তো উঠবেই। তাছাড়া আইন ভেঙে বা অপব্যাখ্যা করেই যদি জমি 'অধিগ্রহণ' করতে হয়, তাহলে আইন সংশোধন করে স্থানীয় কৃষকদের কারখানার অংশীদার করা তো যেতেই পারত। তাতে অন্তত বাঁদিকের বুকপকেটের একটু নীচের মনুষ্য প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেত। বনবাসীদের অধিকারের আইনি স্বীকৃতি যা এতদিন পরে মিলল, সেই নজির সামনে রেখে কৃষকের অধিকার আইনসিদ্ধ করাই যেত।

তিন টাটাদের কর্মসংস্কৃতি ও সিঙ্গুর

সরকার তো একপ(। অপরপ(টাটা মোটরস তথা টাটা গোষ্ঠী। তাঁরা সিঙ্গুরের জমিই চেয়েছেন, তা সরকার দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এরকমই বলা হচ্ছে। আরও বলা হচ্ছে, সিঙ্গুরে টাটাদের মোটর কারখানাটি হলে এলাকার তো বটেই গোটা পশ্চিমবঙ্গেরই 'চেহারা পাল্‌টে যাবে'। আমার এক আত্মীয়া কিশোরীর কথা মনে পড়ে। সে প্রায়ই বলে 'বুকা বুকা' কথা। সিঙ্গুর ও পশ্চিমবঙ্গের চেহারা তো পাল্‌টাবেই। প্র৶ হচ্ছে সেটা কী ভালোর দিকে না খারাপের দিকে? উন্নয়নের উদ্বোধন না ধ্বংসের আবাহন? আসুন, টাটারা নিজেদের সম্পর্কে কী বলেন তার নিরিখে একটু যাচাই-এর চেষ্টা করা যাক। বিশদ ও নির্দিষ্ট তথ্য যখন নেই বা 'দেওয়া যাবে না', তখন এছাড়া আর উপায়ই বা কি?

নিজেদের ওয়েবসাইটে টাটারা তাদের কর্মসংস্কৃতির প্রসঙ্গে বলছেন যে, 'শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষতার' স্বার্থেই তাঁরা সর্বদা 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' স্বীকার করেন। আর তাই গোড়া থেকেই তাঁরা 'শি(া, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, শিল্পকলা এবং আরও নানা (েত্রে' বহুবিধ উদ্যোগে সামিল হয়েছেন। তাদের এই দায়বোধ কোনোভাবেই 'আরোপিত' নয়। বরং তা 'স্বেচ্ছা প্রণোদিত অঙ্গীকার', 'ঝরনাধারর মতোই স্বতোৎসারিত'। ... বহুমুখী নানা উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় দিশা ও পন্থা নির্দেশের জন্য টাটা কাউন্সিল ফর কমিউনিটি ইননিশিয়েটিভস্ (TCCI) নামক এক প্রতিষ্ঠানও তাঁরা গড়ে তুলেছেন।

পরিবেশ সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিও ওয়েবসাইটে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁরা বলছেন, পূর্বসূরীদের কাছ থেকে আমরা আমাদের পরিবেশকে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি বলার চেয়ে বলা ভালো যে আমাদের সন্তানসন্ততি এবং তাদেরও উত্তরসূরীদের কাছ থেকে ধার করেছি আমাদের এই পরিবেশ। ...এই দূষিত ও জন-অধ্যুষিত গ্রহকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হওয়া থেকে র(া করতে শিল্প-বাণিজ্যেরও একটা বড়ো দায়িত্ব আছে। আর তাই পরিবেশ তাঁদের 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের' বিষয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের 'অপরিহার্য অঙ্গ'। জাতিপুঞ্জের (UN) নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিবেশ তথ্যাদির রিপোর্ট (Global Reporting Initiatives) তো তাঁদের কোম্পানিগুলি নিয়মিতই দিয়ে থাকে, এমনকী ইউনাইটেড নেশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP)-এর সহযোগিতায়

TCCI টেঁকসই মানবোন্নয়নের (Sustainable Human Development) টাটা সূচকেরও প্রবক্ত(া। জলবিভাজিকা (watershed) ব্যবস্থাপনা, জমি পুন(দ্ধার, বনসৃজন, বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী সংর(ণ ইত্যাদি কাজেও তাঁরা অংশ নিচ্ছেন।

পড়তে পড়তে চমকিত হতে হয়। এহেন টাটা গোষ্ঠীর তথা টাটা মোটরসের সিঙ্গুরের উর্বর কৃষিজমিতে নিছক একটি ছোটো মোটরগাড়ির কারখানা তৈরির প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসাটা কী তাঁদের ঘোষিত কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই? এলাকাটির সামগ্রিক উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা তাঁদের নজরে পড়ল না কেন তা ভেবে বিস্মিত বোধ না করে উপায় নেই। সিঙ্গুরের অদূরে এবং আশেপাশে জলাভূমি অনুর্বর নাবাল জমিও অনেকখানি বিস্তৃত। টাটারা তো অনায়াসে সমী(া-পর্যালোচনা করে কাছাকাছি জলাভূমির একাংশ তাঁদের গাড়ির কারখানা স্থাপন করার জন্য বেছে নিতে পারতেন।পাশাপাশি অবশিষ্ট জলাভূমির বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এবং সিঙ্গুর সহ সমগ্র এলাকার টেঁকসই কৃষি-ব্যবস্থাপনার (Sustainable agricultural management) কাজ হাতে নিতে পারতেন। সূচিত হতে পারত একটি সামূহিক ও সামগ্রিক টেঁকসই মানবোন্নয়ন কর্মসূচির।

জলাভূমি মাত্রই জলবিভাজিকার অঙ্গ। যথাযথ ব্যবস্থাপনায় জলাভূমি যে অত্যন্ত উর্বর ও উৎপাদনশীল হতে পারে দেশে-বিদেশে তা বহুভাবে প্রমাণিত। কৃষি, মৎস্যচাষ, জলত্রী্রড়া ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভে জলের অনুপ্রবেশ, অতিরিক্ত(জলের নিকাশি, দূষণরোধ ইত্যাদিতে ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত কার্যকর। জলের যোগান, প্রাপ্যতা, স্থিতি ও গতির ভারসাম্য—এককথায় সামগ্রিক জল-ব্যবস্থাপনাও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমেই। এতদ্দারা কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা এবং বর্জ্য জল শোধনের পথও সুগম হত। এলাকার কৃষি ও পানীয় জলের সমস্যা, নিকাশিব্যবস্থার সমস্যারও সুরাহা হতে পারত।

সিঙ্গুর ও সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকা পশ্চিমঙ্গের সবচেয়ে অগ্রণী কৃষি অঞ্চলগুলির অন্যতম হলেও, সেখানে মোটের উপর চিরাচরিত কৃষিপদ্ধতিই অনুসৃত হয়। আধুনিক টেঁকসই কৃষির ধারণা ও পদ্ধতি এখনও সেখানে পৌঁছয়নি। কিন্তু নানা ল(ণ থেকে স্পষ্ট যে, সিঙ্গুর এপথে এগোবার জন্য যথেষ্ট তৈরি। এই তৈরি জমিতে টাটারা কৃষকদের সাহায্যে এগিয়ে এলে এলাকাবাসীর সোৎসাহ আনুকুল্য এবং সহযোগিতা পেতে পারতেন। এলাকাবাসীরা সকলেই হতে পারতেন শিল্প-কৃষি-জলাভূমির সমন্বিত উন্নয়নে, এক বৃহৎ মানবোন্নয়ন যজ্ঞে, টাটাদের পরিপূরক সঙ্গী ও অংশীদার।

যুগোপযোগী এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো দেশীয় কর্পোরেট সংস্থা হবার উপাদান, (মতা ও দূরদৃষ্টি টাটাদের আছে বলেই মনে হয়। নাহলে ... নাকি এসব নিছক কথার কথা, সরকারি পাঠ্যবই-এর মতো? মুখ নয় মুখোশ, দৃষ্টিভঙ্গি নয় শুধু ভঙ্গি? কেন তাঁদের নিজেদের জন্য জমি দখল করতে গিয়ে কোথাও আদিবাসীদের গুলি খেয়ে মরতে হচ্ছে, কোথাও বা নেমে আসছে মধ্যযুগীয় অত্যাচার?

ওয়েবসাইটে টাটারা যেসব বক্ত(ব্য ও সদিচ্ছার নমুনা রেখেছেন, সিঙ্গুর থেকেই তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে শু(করতে পারতেন তার রূপদানের কাজ। আর তাহলে অদূর ভবিষ্যতে—হয়তো ২০০৮-এই আমরা দেখতে পেতাম যে, টাটা মোটরসের প্রথম গাড়িটির গর্বিত মালিক হচ্ছে সিঙ্গুরের কোনো কৃষি-কোঅপারেটিভ আর নিজেদের জমিতে চাষিরা আলু পরিচর্যায় যাচ্ছেন সেই গাড়িতে চড়ে।

একে কষ্টকল্পনা বা দিবাস্বপ্ন ভাবতেই পারেন কেউ কেউ। কিন্তু টাটারাই যখন প্র(্ন তোলেন—'এক জায়গায় পরিবেশ দূষণ ঘটিয়ে উৎপাদিত পণ্য অনেক দূরের কোনো ত্রে(তাকে বিত্রি(করা—সে কি কখনও সমর্থনযোগ্য?'—তখন [? দিবা]স্বপ্ন না দেখাটাই অন্যায়।

চার উন্নয়ন কী কার বা কিসের

সিঙ্গুর প্রসঙ্গে বার বার এসেছে গুড়গাঁও-এর কথা। বলা হয়েছে সিঙ্গুর হয়ে উঠবে পশ্চিমবঙ্গের গুড়গাঁও, আর একলাফে পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বভারতের উন্নয়ন অনেকটা এগিয়ে যাবে। কিন্তু গুড়গাঁও উন্নয়নের মডেল কেমন?

রিয়েল এস্টেটের ব্যবসার স্বর্গরাজ্য এখন গুড়গাঁও। আ(রিক অর্থেই সবুজ ধানের গমের খেতের উপর দিয়ে বিছানো রাজপথ ধরে এসে পড়েছে দেশি-বিদেশি প্রোমোটার ডেভেলপার। কিন্তু শত ঢক্কানিনাদেও চাপা থাকছে না সেখানকার জল নিয়ে হাহাকার ও নৈরাজ্য। অজানা থাকছে না যে, একদা কৃষিজীবনে অভ্যস্ত স্থানীয় মানুষগুলির এক

বিরাট অংশই আজ লুম্পেনে পরিণত। হয় হঠাৎ ধনী হয়ে পড়া উদ্দাম হুল্লোড়বাজ, নয় সব-হারানো ধ্বংসাবশেষ, স্রোতের ধারে জমে ওঠা আবর্জনা। গুড়গাঁও উন্নত হয়েছে হয়তো, কিন্তু উন্নয়ন হয় নি। স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণে জীবনের উৎকর্ষতা আসেনি। বরং উৎপাতে নত হয়েছে কৃষি ও কৃষকজীবন, আর আর্থিক লাভ হয়েছে অনাবাসীর।

সিঙ্গুরে টাটা মোটরসের কারখানা হলেও একই ব্যাপার ঘটবে। এক হাজার একর তো সূত্রপাত। বছর পাঁচেক গড়াতে না গড়াতেই আরও হাজার পাঁচেক একর উর্বর কৃষিজমি শিল্পগর্ভেই বিলীন হবে। এখন যাঁরা নির্দিষ্ট এলাকার ঠিক বাইরে অবস্থান করছেন, সেখানকার একশ্রেণির বাবু-কৃষকের জিভ দিয়ে লোভের লালা ঝরছে। কত মূল্য পাবেন তাঁদের জমির— এখনকার তুলনায় পাঁচগুণ, দশগুণ, একশোগুণ? টাটাদের কারখানার জন্য, এলাকার 'উন্নয়নের' জন্য তাঁদের অনুরাগ ও আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে অনুমোদিত মিটিংয়ে মিছিলে, আড়ালে। এই মডেলের উন্নয়নে স্থানীয় মানুষের বিশেষত দরিদ্র কৃষিজীবীর জীবনমানের কতটুকু উন্নতি ঘটবে? পরিবেশের অবনতি কিভাবে কোথায় কতটুকু রোধ করা যাবে? বলা হচ্ছে, শিল্পের লেজুড় হলেও দরিদ্র কৃষিজীবী এখনকার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবে। সেজন্য তাদের বিভিন্ন ট্রেডে ট্রেনিং দেওয়া হবে। এ যেন জলের মাছের জলটুকু কেড়ে নিয়ে বলা যে, ডাঙায় জলের চেয়ে অনেক বেশি অক্সিজেন, এসো তোমায় ডাঙায় খাবি খেতে সাহায্য করি! যদি তাদের কৃষি থাকত, সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হত কলকারখানায় কাজের সুযোগ, তাহলে তাদের বেছে নেবার ক্ষেত্র তৈরি হত। অমর্ত্য সেন তো মানুষের এই বেছে নেবার স্বাধীনতার প্রসারকেই প্রগতির উন্নয়নের অন্যতম সূচক বলে থাকেন। আরও নানাভাবে বিশেষজ্ঞরা উন্নয়ন চিনতে ও মাপতে পরামর্শ দিচ্ছেন, সিঙ্গুরের জন্য কোন্ নিরিখ?

পাঁচ তবুও মানুষ লড়াই করে, প্রকৃতিও

বলা হচ্ছে, আমরা শুনছি, পড়ছি, দেখছি—বিশ্বায়নের বাধ্যবাধকতা, বিশ্বে পুঁজির নিয়মেই সিঙ্গুরে এবং অন্যত্র পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে। শিল্প কারখানা গড়তে হবে। রাজ্যে যেহেতু প্রায় সব জমিই কৃষিজমি, তাই কৃষিজমিতে শিল্প স্থাপন ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর কৃষিতে সাফল্যের পর শিল্পই উন্নয়নের চাবিকাঠি। ...চমৎকার, সহজ-সরল এবং উলঙ্গ, অসত্য অর্ধসত্য। **শিল্প কারখানা স্থাপন আর উন্নয়ন সমার্থক একথা বছর চল্লিশ আগেও হয়তো চালানো যেত, এখন অচল।** এ নিয়ে হাজার লক্ষ পৃষ্ঠার দলিল দস্তাবেজের পাহাড় জমেছে, অসংখ্য আলোচনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংগ্রামের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, পৃথিবী জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন গবেষণার প্লাবন। সে-সব উপেক্ষা করেই, প্রয়োজনে অস্বীকার করেই কাজ করে যায় বাজার পুঁজির প্রতিযোগিতার বিশ্বায়ন, যুদ্ধ-অত্যাচার-জবরদখলের বিশ্বায়ন, আগ্রাসী হিংস্র বিশ্বায়ন। কিন্তু তাতেও বুলি কপচাতে হয় টেঁকসই উন্নয়নের, পরিবেশের সুস্থিতির, দারিদ্র্য দূরীকরণের, নারী ও অন্য দুর্বলদের ক্ষমতায়নের, বিশ্বের শান্তি, স্থিতি ও প্রগতির। এই দ্বন্দ্বের সূত্রেই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যেও কিছু কিছু সুযোগ ও ফাঁক তৈরি হয়। আর সেগুলিকে হাতিয়ার করেই **আধিপত্যবাদী প্রকট-বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে 'অন্য এক বিশ্ব' গড়ার স্বপ্নের লক্ষ্যে মানুষ লড়ছে সর্বত্র, লড়ছে দক্ষিণ আমেরিকায়, আফ্রিকায়, ভারতেও। লড়ছে,** এমনকী সরকারি অবস্থানে থেকেও কিউবায়, ভেনেজুয়েলায়, ভারতের কেরলেও। **আপনি, আপনারা কোন দিকে কমরেড?** মূককে মুখর, দুর্বলকে সবল, দরিদ্রের জীবনমানের উন্নতি, সুস্থিত ও উৎপাদনশীল পরিবেশ ইত্যাদি অর্জনের মধ্য দিয়ে সহযোগিতার সহমর্মিতার, সত্যিকারের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার অন্য বিশ্বায়নের লড়াইয়ে আপনারা তাহলে দোসর নন? আপনারা পুঁজির বাজারের বিশ্বায়নের হাতের পুতুল? নবলব্ধ পুঁজিবন্ধুত্বে আত্মহারা, ভিত্তি-বিস্মৃত?

দুঃখ হলেও বাস্তবকে মেনে নিতেই হয়। তবুও বলব, ধমকে ভয় দেখিয়ে অত্যাচার করে ধ্বংস করে সবাইকে স্তাবকে পরিণত করা যায় না। সবাইকে স্তব্ধ করা যায় না। আর মানুষ যদি-বা নতিস্বীকার করেও অজীব প্রকৃতি, মূক গাছপালা, অদৃশ্য জীবাণু, ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গরাও প্রতিবাদে প্রতিশোধে নির্মম হয়ে উঠতে পারে। বন্যা, খরা, মহামারী, দাবানল, ভূমিকম্প, সুনামি, বিষাক্ত পানীয় জল—কত রূপেই তার বহিঃপ্রকাশ। অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না, থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার...। □

জমি অধিগ্রহণ   কাহার শ্রীবৃদ্ধি

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরেজি অ্যাকুইজিশন শব্দটির অর্থ আয়ত্ত বা অধিকার করে নেওয়া। ১৮৯৪ সালে ভারতে ব্রিটিশ সরকারও জমি অধিগ্রহণের জন্য একটি অ্যাকুইজিশন আইন করেছিল। সেটা কী রকম ছিল, তার একটা উদাহরণ পাই আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে *দ্য স্টেট্‌সম্যান* (১৪ জানুয়ারি, ১৯০৭) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদসূত্র থেকে।

ক্যাম্পবেল অর্থাৎ এখনকার নীলরতন সরকার হাসপাতালের এলাকাটাকে আরও বড়ো করার জন্যে সরকার কলকাতা করপোরেশনের কাছ থেকে হাসপাতালের দ(ি ণ দিকে কিছু জমি কিনতে চাইছে। করপোরেশন তখনো সম্পূর্ণ স্বশাসিত সংস্থা হয়ে ওঠেনি। তাই সরকারের একটি বিভাগ আর-একটি বিভাগের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করছে বা কিনে নিচ্ছে ৬২ হাজার টাকা দিয়ে। উদ্দেশ্য জনস্বার্থের সঙ্গে জড়িত। বলা হচ্ছে হাসপাতালের এলাকা বিস্তৃত করে প্লেগ রোগীদের জন্য একটি আলাদা বিভাগ স্থাপন করা হবে।

জমিটি কী ধরনের? কাম্পবেল হাসপাতালের পাশে তখন করপোরেশনের একটি ছোটো রেললাইন ছিল। সেই লাইন ধরে আবর্জনাভর্তি রেলের কাম্‌রা ট্যাংরার ভেতর দিয়ে সোজা ধাপায় চলে যেত। সেই ধাপা এখন 'সায়েন্স সিটি'। আমাদের কাছে ধাপা যেমন এখনো বিস্মৃত হয়ে যায়নি, আমাদের অগ্রজরাও তেমনি মনে করতে পারেন সেই 'ময়লাগাড়ি'-র কথা(কারণ ওই রেললাইনটি বহুদিন পর্যন্ত চালু ছিল। ১৯০৭ সালে সেই জমি অধিগ্রহণের সময় সরকারের বক্ত(ব্য ছিল, একটা প্ল্যাটফর্ম ওখানে অকেজো হয়ে আছে এবং চারপাশের জমিতে জলের পাইপ আর নানা ধরনের ভাঙাচোরা জিনিসপত্র ডাঁই হয়ে পড়ে থাকে। ওই জমি অধিগ্রহণ করে হাসপাতালের এলাকাটি বিস্তৃত করা হবে এবং আবর্জনা সরিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোডকে পরিচ্ছন্ন করে তোলা সম্ভব হবে। ওই জমিতে রেলের সাফাই কর্মীদের একটি বস্তিও অবশ্য ছিল। বেলেঘাটা-ট্যাংরার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বসবাসের জন্য জায়গা দেওয়া হয়। সরকারের এই জমি অধিগ্রহণকে তাই খুব অসংগত বলা যায় না।

স্বাধীনতার পর ১৯৫৩ সালের যে আইনটিকে আমরা চলতি কথায় জমিদারি উচ্ছেদ আইন বলি, সেটিও বস্তুত একটি অধিগ্রহণ আইন। জমিদারদের মোটেই উচ্ছেদ করা হয়নি। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কৃষিজমি (২৫ একর) এবং অকৃষি জমিতে (২০ একর) তাদের স্বত্ব স্বীকার করে নিয়ে বাকি অংশটা (তি পূরণ দিয়ে সরকার বা নিয়ন্ত্রিত কোনো সংস্থা অধিগ্রহণ করে নেবে—এই ছিল আইনের নির্দেশ। মালিকানাস্বত্বের সর্বোচ্চ সীমা এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে কিছু সংশোধনের পর ১৯৫০ সালের বর্গাদার আইনের সঙ্গে তাকে সমন্বিত করে তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৫। পরের বছর ৩০ মার্চ আইনটি কার্যকর হবার পর তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় পরিষ্কার করে বলে দেন

- ☐ জমিদারি বিলোপ উদ্দেশ্য নয়, 'উপায়মাত্র'।
- ☐ এর ল(্য 'বঙ্গের মৃতপ্রায় পল্লীসমাজের' পুন(জ্জীবন এবং 'কৃষি উন্নয়ন কার্যসূচীকে ফলপ্রসূ' করে তোলা। সেই কারণেই 'রাজ্য সরকার ও প্রকৃত চাষীর মধ্যে কোনো মধ্যবর্তী স্বত্বের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নহে।'
- ☐ মধ্যস্বত্বভোগী অর্থাৎ জমিদাররা ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তাদের জীবিকার 'নূতন সমস্যা' দেখা দিতে পারে। তাই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কৃষি এবং অকৃষি জমিতে তাদের 'স্বাধিকার রাখিতে দেওয়া হইয়াছে' এবং 'তাঁহাদিগকে আমরা নির্দিষ্ট হারে (তিপূরণ দিতেছি।'

[(তিপূরণের হার নির্দিষ্ট হয়েছিল এ-রকম বার্ষিক ৫০০ টাকা নীট আয়ের (ে ত্রে ২০ গুণ, ১০০০ টাকায় ১৭ গুণ, ২০০০ টাকার (ে ত্রে ১২ গুণ, ১০,০০০ টাকায় ১০ গুণ ইত্যাদি।]

দেখা যাচ্ছে, যদিও জমিদাররা ছিলেন রীতিমতো ধনী বা

যথেষ্ট সচ্ছল, তাদের 'জীবিকার সমস্যার'-র কথাও ভাবা হয়েছিল এবং (তিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরপরও জমিদাররা কতভাবে ফাঁকি দিয়ে, মামলামোকদ্দমা করে জমি অধিগ্রহণের কাজ আটকে দিয়েছিলেন—সে আর-এক গল্প।

২০০৬ সালে এসে পশ্চিমবঙ্গে জমি অধিগ্রহণের নামে যে কাণ্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার গল্পটা কী? আমরা সকলেই জানি, এখন কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে উপনগরীস্থাপন, শিল্পস্থাপন ইত্যাদির নামে এবং কাজটা করছে সরকার বা সরকার পরিচালিত কোনো সংস্থা (যেমন প.ব. শিল্প উন্নয়ন নিগম।

☐ যারা জমি হারিয়েছেন বা হারাতে চলেছেন, তাদের (তিপূরণ দেওয়া হয়েছে বা দিতে চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এরপরও 'জীবিকার' যে-সমস্যা রয়ে যাবে, সে বিষয়ে সরকারের প(থেকে কোনো স্পষ্ট সমাধানের কথা বলা হচ্ছে না। [প্রশি(ণের আয়োজন, আনুষঙ্গিক কাজের সুযোগ ইত্যাদি বচনগুলি খুবই ঘোলাটে।]

☐ অধিগ্রহণের কবলে পড়ে যাঁরা বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন বা হতে চলেছেন—তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যাপারেও সরকারের কোনো স্পষ্ট বক্ত(ব্য নেই।
হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস বা রাজারহাট নিউ সিটি যাদের জমি গিলে খেয়েছে, তাদের অবস্থা এখন কেমন, ওইসব অঞ্চলের মানুষজনের সঙ্গে কথা বললেই জানা যাবে।

☐ (তিপূরণের হার যেভাবে ধার্য করা হয়েছে, তার ন্যায্যতা নিয়ে অনেক প্র(দেখা দিয়েছে। তার চেয়েও বড়ো কথা যারা জমির মালিক নয়, অথচ কৃষিকাজে যুক্ত(তাদের জন্য কোনো (তিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি (অর্থাৎ এইসব গরিব কৃষিজীবী মানুষের জীবিকার সমস্যা নিয়ে সরকারের কোনো ভাবনাচিন্তা নেই।

প্র(আরও অনেক আছে। শুধু অধিগ্রহণের বিষয়টি নিয়েই আমরা কয়েকটি প্র(উত্থাপন করলাম। এইবার খুব দ্রুত ইতিহাসটা একবার দেখে নিই

☐ ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার সময় কর্নওয়ালিস আশা প্রকাশ করেছিলেন, জমিদারদের হাতে জমির মালিকানা তুলে দিলে তাঁরা কৃষি এবং গ্রামোন্নয়নে আরও মনোযোগ দেবেন।

[এই বন্দোবস্ত গ্রামসমাজকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।]

☐ ১৯৫৬ সালে ভূমি সংস্কার আইন প্রবর্তনের সময় বিধানচন্দ্র রায় আশা করেছিলেন, জমিদাররা (তিপূরণের অর্থ 'শিল্পবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিবেন'।

[জমিদাররা করবেন 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি'! হায়, বঙ্কিমচন্দ্র!]

☐ ২০০৫-০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বোঝাচ্ছেন, উপনগরী শিল্পাস্থাপন ইত্যাদির ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে, গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হবে। (তিপূরণের টাকা পোস্টাপিসে জমা রাখলে এত সুদ পাওয়া যাবে যে, তা দিয়েই চাষির দিন চলে যাবে, রোদেজলে ঘেমেনেয়ে আর চাষ করতে হবে না।

[তাই বুঝি! যেসব জায়গায় এই কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়ে গেছে, সেখানকার পরিস্থিতি কী বলে!]

শেষ প্র(টার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা একটু ধার করছি।

☐ চাষির জমি কাড়িয়া লইয়া তোমরা যে আজ শিল্পপতিদের হস্তে অর্পণ করিতেছ, তাহাতে কাহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে?
বলো দেখি চশমা-নাকে মন্ত্রীবাবু?

ত থ্য সূ ত্র

১. এ এন সাহা, *দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেটস অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট* নবভারত, ১৯৭০ (পৃ. ৩২-৩৩।
২. এন কে রায়, *দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেট্‌স অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট*, ১৯৬৯ (পৃ. ৭।
৩. এস কে বসু এবং এস ভট্টাচার্য *ল্যান্ড রিফর্ম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল*, অক্সফোর্ড, ১৯৬৩ (পৃ. ১০৩।
৪. নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাংলার ভূমিব্যবস্থা*, বি(ভারতী ১৩৬৩(পৃ. ৩২।

নাগরিক মঞ্চ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন

উন্নয়নের রূপকথা সিঙ্গুর বৃত্তান্ত

দাম চল্লিশ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক, নাগরিক মঞ্চ
২৩৭বি, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, ব্লক বি, (ম নং ৭
কলকাতা ৭০০ ০৮৫

সিঙ্গুর এক স্পর্ধিত চেতনা

অ(ণ পাল

সাম্প্রতিক কালে কলকাতার অনতিদূরে হুগলি জেলার সিঙ্গুরে নিরস্ত্র কৃষকদের উপরে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শু(হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে চলছে সেটা বিগত তিরিশ বছরে 'বাম' সরকারের আমলে (আগের কংগ্রেসি আমলের মতই) নতুন বা হঠাৎ কিছু নয়।

এঁদের আমলের প্রথম পাঁচবছরের মধ্যেই সুন্দরবন অঞ্চলে মরিচঝাঁপি দ্বীপে দণ্ডকারণ্য থেকে আগত পুরোনো পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের উপর যা নেমে এসেছিল, বর্বরতা নিষ্ঠুরতার মাপকাঠিতে তা সিঙ্গুরের সঙ্গে অবশ্যই তুলনীয়। সিঙ্গুর যেমন কৃষকদের স্বার্থর(ার প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের জ্বলজ্বলে উদাহরণ, মরিচঝাঁপি তেমনই ছিল আগেকার পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের বি(দ্ধে তিনদশকব্যাপী উদ্বাস্তু আন্দোলনের একদা মুখপাত্রদের অলজ্জিত প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ।

তারও পরে গত তিরিশ বছর ধরেই ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো (যেখানে আবার এরাজ্যের বিরোধী সংসদীয় দলের অনেকেরই রাজত্ব চলছে, এবং এখানের 'বামেদের' দলভুক্ত(রা সেসব জায়গায় জনবিরোধী 'উন্নয়নে'র বি(দ্ধে সত্রি(য় ও সোচ্চার) এখানেও 'উন্নয়নে'র নামে আরও বহু অঞ্চলের কৃষকরা ছিন্নমূল হয়েই চলেছেন। মরিচঝাঁপি থেকে শু(করে বাধা ও প্রতিবাদ প্রায় সর্বত্রই এসেছে, কিন্তু ততটা সংগঠিত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নয়, যাকে সরকার উপে(া করতে পারে না।

সিঙ্গুরেই প্রথম কৃষিজীবীদের এমন সোচ্চার, দৃঢ় ও সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ শুধু নয় রীতিমতো প্রতিরোধের সামনে পড়তে হয়েছে যে, এমনটি গত তিরিশ বছরে আর দেখা যায় নি। সিঙ্গুরের নতুনত্ব ও বিশেষ গু(ত্ব এখানেই। সেখানকার বাজেমেলিয়া, গোপালনগর, খাসের ভেড়ি, সিংহের ভেড়ি ও বেড়াবেড়ি গ্রামের কৃষিজীবীরা, তাঁদের মেয়ে-বৌরা গত প্রায় ছ'মাস ধরে নিজেদের সংগঠিত করেছেন(মোটর কারখানার নামে নিজেদের বহুফসলি উর্বর জমি টাটা গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার বি(দ্ধে। ধাপে ধাপে এই প্রতিরোধ আন্দোলন ত্র(মশ আরও ব্যাপক গভীর ও দুর্বার হয়েছে। পুলিশের লাঠি, গুলি বা মিথ্যে মামলার মুখে পড়ে তার ছত্রভঙ্গ হবার বিন্দুমাত্র ল(ণ দেখা যাচ্ছে না। এই কারণেই সিঙ্গুর আর আজ একটা শুধু জায়গার নামমাত্র নয়, খানিকটা প্রতীক হয়ে উঠেছে বললে সম্ভবত বেশি বলা হবে না।

আগামী দিনে এই রাজ্যে 'উন্নয়নের' নামে সোয়া থেকে দেড় ল(একর কৃষিজমি থেকে উৎখাত হয়ে যে প্রায় পাঁচ ল(কৃষিজীবী পরিবার বাস্তুচ্যুত, জমিচ্যুত ও জীবিকাচ্যুত হতে যাচ্ছেন তাঁদের পথ দেখানোর (্ত্রে সিঙ্গুরের দৃষ্টান্তমূলক প্রভাব পড়তে বাধ্য। বোঝাই যাচ্ছে যে, শ্রমিক-কৃষকদের একচ্ছত্র মুখপাত্রের দাবিদাররা এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সিঙ্গুরের সংগ্রামরত কৃষিজীবীরা এঁদেরকে বাধ্য করেছেন ইচ্ছের বি(দ্ধে জনমতের কাছে একটা কৈফিয়ত খাড়া করার চেষ্টা করতে। আর জনবিরোধী কাজকে জনকল্যাণমূলক প্রমাণ করার ক(ণ ও হাস্যকর প্রচেষ্টা করতে গিয়ে বেসামাল হয়ে এঁরা কখনো চপল, কখনো মিথ্যে, কখনও পরস্পর বিরোধী কথা বলে চলেছেন।

যেমন 'শিল্প কি আকাশে হবে? সিঙ্গুর সহ যে চারটে অঞ্চল দেখানো হয়েছিল তার মধ্যে টাটারা এটাই পছন্দ করেছে। তাদের পছন্দমতো জমি না দিলে তারা অন্য রাজ্যে চলে যাবে। তাহলে আর এরাজ্যে অন্য শিল্পপতিরা আসবে না। ফলে শিল্পায়ন আটকে যাবে। বেকাররা চাকরি পাবে না। বিপরীতে টাটারা যদি ওই জমিতে এক লাখ টাকার মোটর তৈরির কারখানা করতে পারে তবে শিল্পায়নের জোয়ার আসবে। বেকারত্বের অবসান হবে। ...চাষির ছেলেরা কি চিরকাল কেবল চাষ করেই যাবে? ...যারা সিঙ্গুরে টাটার কারখানার বিরোধিতা করছে তারা শিল্পায়ন চায় না। বেকারত্বের অবসান চায় না। তারা চায় পশ্চিববঙ্গে চাষির সন্তানরা আধুনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে চিরকাল

হাল-লাঙল নিয়ে পড়ে থাকুক।'

মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিত্বের একচেটিয়া দাবিদার কোনো সরকার উর্বর জমি থেকে কৃষিজীবীদের উচ্ছেদ করার জন্য ব্যক্তি(গত মুনাফার ল(্যে নিবেদিত শিল্পপতিদের হয়ে এমন চপল মিথ্যাশ্রিত প্রলাপোক্তি(করতে পারে সেটা কাগজের পাতায় ও দূরদর্শনের পর্দায় দেখতে বা শুনতে না পেলে বি(্বাস করা যেত না। এইসব উক্তি(থেকে মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গে এবারই প্রথম শিল্প হতে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত শুধু চাষবাস চলত। কিংবা নতুন শিল্প গড়ার জন্য উর্বর কৃষিজমি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ৩,৩৩৩৭২ হেক্টর অনাবাদী পতিত জমি (প. ব. সরকারের স্ট্যাটিসটিকাল হ্যান্ডবুক) নেই বা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বন্ধ বা (গ্ন কারখানার জমি প্রোমোটারদের জন্য সংর(িত করে রাখতে সরকার আইনত বাধ্য। কিংবা পুঁজির মালিকরা শিল্পায়নের জন্য অর্থাৎ জনস্বার্থে অনুগ্রহ করে কারখানা করেন, মুনাফার জন্য করেন না এবং/অথবা ভারতবর্ষের সমস্ত সফল মুনাফাকারী শিল্প উর্বর জমির উপর গড়ে উঠেছে এবং/অথবা টাটারা মুখ ফিরিয়ে নিলে অন্য কোনো শিল্পপতি আর আসবে না। কিংবা সেখান থেকে জীবিকাচ্যুত ১৫০০০ কৃষিজিবিকে রাতারাতি টাটার ওই আধুনিক প্রযুক্তি(সম্পন্ন কারখানা ও তার সহায়ক শিল্পের উপযুক্ত(শিল্পশ্রমিকে রূপান্তরিত করা যাবে এবং যেখানে মূল কারখানায় দ(-অদ(মিলিয়ে ৮০০-র বেশি কর্মীর প্রয়োজনই হবে না সেখানে ১৫,০০০ জন ওখানেই কাজ পেয়ে যাবেন! পূর্ববর্তী যে কংগ্রেস সরকারের পুঁজিপতি-জমিদারগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের বি(দ্ধে শ্রমিক-কৃষকের হয়ে এঁরা নির্বাচনে লড়েছেন তাঁদের মুখপাত্রদের মুখ থেকেও অন্তত প্রকাশ্যে এমন বিচিত্র সওয়াল শোনা যায়নি। এখানে মনে হতেই পারে, একটা চালু সাম্প্রদায়িক কথা আছে যে, নতুন ধর্মান্তরিতরা নতুন ধর্মে তাদের আনুগত্য প্রমাণের জন্য সেই ধর্মের পুরোনো অনুগামীদের চেয়ে এক কাঠি ওপর দিয়ে যায়— তার মধ্যে বাস্তবের একটা ইশারা আছে।

তবে প্রকৃত কারণ নিশ্চয়ই আরও অনেক গু(তর এবং স্পষ্টতই জনস্বার্থবিরোধী। এবং সেকারণেই টাটাদের কী শর্তে জমি দেওয়া হয়েছে সেটা 'ব্যবসায়িক গোপনীয়তার' (trade secret) নামে আজ পর্যন্ত আড়াল করে রাখা হয়েছে।

ওই 'ব্যবসায়িক গোপনীয়তার' অজুহাতেই বারবার এ প্র(্ন করা সত্ত্বেও উত্তর পাওয়া যায় নি যে, হরিয়ানায় ৩৩০ একর জমিতে মা(তি কোম্পানি যদি ছোট বড় মিলিয়ে বছরে সাড়ে ছলাখ মোটর গাড়ি তৈরি করতে পারে তবে সিঙ্গুরে একলাখি ছোট গাড়ি তৈরির জন্য টাটাদের প্রায় এক হাজার একর জমির প্রয়োজন কেন। অন্য(েত্রে প্রগলভ বাক্যবর্ষণের বিপরীতে, যাকে বলে মুখর বা কানে তালা লাগিয়ে দেওয়া নৈঃশব্দ। এবং জনসাধারণের সম্পত্তি ও জীবিকা সংক্রা(ন্ত কোনো তথ্যকে জনসাধারণের কাছ থেকে আড়াল করার (েত্রে নয়, সেটা যাকে বলে কোনান ডয়েল সৃষ্ট সুপরিচিত গোয়েন্দা চরিত্র শার্লক হোমসের বহুল পরিচিত উক্তি(অনুযায়ী (তার সহকর্মী ওয়াটসনের উদ্দেশে) 'ওহে ওয়াটসন এ তো হল গিয়ে একেবারে সরল গোড়ার কথা।' এঁদের রকম দেখলে মনে হয়, এঁরা ভুলেই গেছেন ওই অর্থের তাঁরা হেফাজৎকারীমাত্র, মালিক নন। ওই জমির মালিক অন্যরা। বলাবাহুল্য যে, এরকম 'ভুল' তখনই হয় যখন তথ্যটা এমন যে তা প্রকাশ হয়ে পড়লে সরকার বেকায়দায় পড়তে পারেন। সম্পূর্ণ অনৈতিক ও বেআইনি এই গোপনীয়তা যে গন্ধ বয়ে আনছে সেটা সুগন্ধ নয়। বোঝাই যাচ্ছে টাটার ব্যবসায়িক স্বার্থে করদাতাদের টাকা ও স্বার্থের হরির লুট দেওয়া হয়েছে। সেটা কতটা কর ইত্যাদি (েত্রে ছাড় হিসেবে, কতটা সরাসরি ভর্তুকি ও কতটা অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত(জমিতে টাটাকে প্রোমোটারি করার ঢালাও অনুমতি হিসেবে সেটা হয়তো পরে জানা যাবে। আর তার বখরা কারা কতটা পেল সেটা ভবিষ্যত গোয়েন্দা তদন্তের বিষয়। যেভাবে প্রথমে 'বাম' শাসক দলের কর্ণধার এবং তার দুএক দিনের মধ্যেই টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার প্রায় একই ভাষা সুরে এই গোপন তথ্যটি পরিবেশন করলেন যে, অধিগ্রহণ বিরোধী কৃষি আন্দোলনের পেছনে আসল নাটের গু(হচ্ছে অনামা বিরোধী শিল্পপতি গোষ্ঠী সেটাও 'বাম' আন্দোলনের ইতিহাসে এক আক্কেলগুড়ুম করা মাইলফলক হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। তুলনীয় আচরণ অন্য রাজ্যের বা কেন্দ্রের সরকার করলে এঁরা সঠিকভাবেই তার তুমুল বিরোধিতা করতেন এবং করে থাকেন।

জনবিরোধী গোপন অভিসন্ধিপ্রসূত এইসব মিথ্যাশ্রয়ী প্রলাপ ও গোপনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে গোয়েবলসীয় কায়দায় এরা অসংকোচে ডাইনে-বাঁয়ে সরাসরি নির্জলা মিথ্যা প্রচারেও নেমে পড়েছেন।

এমনই এক তারস্বরে প্রচারিত সরকারি ও শাসক দলীয় মিথ্যা হল সিঙ্গুরের অধিকৃত জমি হয় অনাবাদী নয় একফসলি। আমাদের মতো যারাই ওখানে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করবেন তাঁরাই দেখতে পাবেন যে, অধিগৃহীত প্রায় হাজার একর জমির পুরোটাই বহুফসলি, যেখানে সারা বছর ধরেই চাষ হয়। জমির উর্বর চরিত্র ছাড়াও এর একটা বড় কারণ সেচের পর্যাপ্ত উপকরণ। ওই অঞ্চল দিয়েই গেছে কালাকুন্ডি ও জুলকিয়া নদী। আর রয়েছে ৩৫টি অগভীর ও ৩টি গভীর নলকূপ।

আর এক সাড়ম্বরে প্রচারিত মিথ্যে হল, এখানে দেওয়া (তিপূরণ ভূভারতে অভূতপূর্ব ও অতুলনীয়। বর্তমানে সিঙ্গুর অঞ্চলে জমির বাজারদর হচ্ছে কাঠা-প্রতি চল্লিশ (৪০) হাজার অর্থাৎ একর-প্রতি চব্বিশ (২৪) ল(টাকা। টাটাদের যদি ইচ্ছুক কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি জমি কিনতে হত তবে তাদের ওই দাম দিতে হত। বদলে তারা কার্যত বিনা মূল্যে জমি পাচ্ছে ও সরকার অন্য করদাতাদের অর্থে কৃষকদের দিচ্ছে একক-প্রতি সর্বোচ্চ বারো (১২) লাখ।

অর্থাৎ একই সঙ্গে করদাতাদের অর্থ লুট করে টাটার কোষাগার ভরা ও কৃষকদের বলপ্রয়োগে বঞ্চিত করা। অন্যদিকে বর্গাদার ও (েতমজুরদের বিনা (তিপূরণে জীবিকাহরণ। অথচ এ-ব্যাপারে সিপিআইএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে বলা হয়েছে 'উচ্ছেদ হওয়া চাষিসহ অন্যদের শুধু (তিপূরণ দেওয়া নয়, তাদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তাও দিতে হবে।...জমির বর্তমান মালিকদের (তিপূরণ দেওয়ার সময় জমির বর্তমান বাজারদর ছাড়াও ওই জমি (শিল্প-নগরায়নে) উন্নীত হলে তার যে দাম আশা করা যায় সেটিও ধরতে হবে এবং যেসব কোম্পানি ওখানে কারবার করবে সেই কোম্পানিতে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির কিছু শেয়ারও থাকা উচিত।' (সিপিআইএম-এর ওয়েবসাইট www.cpim.org)। সিঙ্গুরে কি তাই হচ্ছে?

এঁদের অলজ্জ দ্বিচারিতার (যা কার্যত মিথ্যাচারেরই আর একটু 'সভ্য' সংস্করণ) আর একটা উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

গত ১৯ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে বারোটি 'বামপন্থী' দল বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (SEZ-Special Economic Zone(নন্দীগ্রামে ইন্দোনেশিয়ার সালেমগোষ্ঠীর জন্য যার প্রস্তুতি চলছে) পর্যালোচনা ও সংশোধন চেয়ে কেন্দ্রের কাছে যে মন্তব্য দিয়েছে তাতে আছে, 'যদিও জমি হচ্ছে রাজ্য সরকারের বিষয় এবং এর মূল্য/উপযোগিতা স্থির করার দায়িত্বও রাজ্য সরকারের, কেন্দ্র বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার (েত্রে দেখবে ...অবশ্য যাতে অকৃষি জমি sez হয় এবং রাজ্য সরকারগুলিকে sez খাতে কৃষিজমি দখল করতে নি(ৎসাহিত করতে হবে। Sez আইনেই এমন ধারা যুক্ত(করতে হবে যাতে ওই উদ্দেশ্যে কৃষিজমি কেউ না নিতে পারে।' (পূর্বোল্লিখিত)। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তারা কৃষি জমিতে শিল্প করার বি(দ্ধে। কিন্তু যেখানে তারা (মতায় আছে সেখানে আপত্তি নেই!

এঁদের আরেক মিথ্যাচার হল কৃষকরা প্রায় সবাই স্বেচ্ছায় জমি দিয়ে দিয়েছে। স্বেচ্ছায় যারা জমি দেয় তাদের শায়েস্তা করার জন্য এত বিশাল পুলিশবাহিনী কেন? ৪৪৭ একর জমির মালিক কৃষকরা কোর্টে হলফনামা দিয়ে ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন যে, তাঁরা জমি দেননি। সরকার থেকে বলা হল স্বেচ্ছায় জমিদাতাদের তালিকা তারা প্রকাশ করবেন। ৩ জানুয়ারি ২০০৭ প্রকাশিত এক খবরে (*দৈনিক স্টেট্‌স্‌ম্যান*) আমরা দেখছি, রাজ্য সরকার জানিয়েছে যে জমি অধিগ্রহণের জন্য সম্মতির কোনো প্রয়োজন নেই!

এবার আমরা ফিরে তাকাই সিঙ্গুরের কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলনের কথায়। সিঙ্গুরের পাঁচটি মৌজার কৃষকরা যখন জানতে পারলেন তাদের বহুফসলি জমি সরকার জোর করে কেড়ে নিয়ে টাটাকে দিয়ে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো ছড়িয়ে পড়ল একটা সামাল সামাল রব যার বহিঃপ্রকাশ ঘটল ২৫ মে ২০০৬ যখন টাটার প্রতিনিধিদল জমি দেখতে গ্রামে ঢুকতে গেলেন কিন্তু উজ্জ্বল সংঘ ক্লাবের কাছে কৃষকরা তাদের ঘেরাও করলেন। শুধু কৃষকরাই নয়, তাদের বাড়ির মেয়ে-বৌরাও সমান (োভ ও ত্রে(াধ নিয়ে হাজির ছিলেন ওই ঘেরাওয়ে। সিঙ্গুরের আন্দোলনে মেয়ে-বৌদের একটা বড় ভূমিকা প্রথম থেকেই আমরা ল(্য করেছি। ২৫ মে-র ঘেরাও যদি কোনো সংকেত দিয়ে থাকে তাহলে সেটা এই—সিঙ্গুরের জমি সহজে সরকার দখল নিতে পারবে না। পরবর্তীকালের ঘটনাত্র(ম সেটা সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

২৯ মে, ০৬ রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী সিঙ্গুরে নিজেদের লোক নিয়ে সভা করেন। সভার অদূরে প্রায় ১০০০ কৃষক জড়ো হয়ে তাকে কালো পতাকা দেখায়। ১ জুন, ০৬ কয়েক হাজার

কৃষক সিঙ্গুর ব্লক উন্নয়ন অফিসে (BDO) ডেপুটিশন দিতে যান কৃষি যন্ত্রপাতি ও বলদ নিয়ে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী অর্ধেক সংখ্যক মহিলাদের হাতে ছিল ঝাঁটা। এই ঝাঁটাটা হয়ে উঠেছিল সিঙ্গুর আন্দোলনের একটা প্রতীক। ৮ জুন, ০৬ কৃষকরা তৈরি করলেন 'সিঙ্গুর কৃষিজমি র(া কমিটি' যাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য থাকলেও এই কমিটি প্রথম থেকে সংগঠনের অদলীয় সত্তা বজায় রাখার চেষ্টা করে এসেছে যার ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠকরা যৌথভাবে আন্দোলনটা চালিয়ে যেতে পেরেছেন। কমিটির যুগ্ম আহ্বায়কের একজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী এবং অপরজন এসইউসিআই কর্মী।

১৪ ও ১৭ জুলাই ০৬ সিঙ্গুরের কয়েক হাজার কৃষকের মিছিল চুঁচুড়া জেলা শাসকের অফিসে জমায়েত হয়ে জমি অধিগ্রহণের বি(দ্ধে তাদের আপত্তিপত্র জমা দিয়ে আসেন। যথারীতি মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি— ১০ বছরের কিশোরী থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত ছিল চোখে পড়ার মতো। শুধু উপস্থিতিই নয়, তাদের জঙ্গি মেজাজও জানিয়ে দিচ্ছিল আসন্ন একটা সংঘাতের কথা। ২৪ জুলাই ০৬ অবরোধ করা হয় দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে।

১৮৯৪ সালে ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে তৈরি করেছিল জমি অধিগ্রহণ আইন যে আইন চরিত্রের দিক থেকে সম্পূর্ণ জনবিরোধী। সিঙ্গুরের কৃষকদের কাছ থেকে জমি নিয়ে নেওয়ার জন্য রাজ্যের 'জনদরদী' সরকার ১৮ অগাস্ট ০৬ সেই আইনের ৯ (১) ধারায় বিজ্ঞপ্তি জারি করল। ২২ অগাস্ট ০৬ সরকারি উদ্যোগে সিঙ্গুরের ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসের লাগোয়া অস্থায়ী শিবিরে জমি অধিগ্রহণের শুনানি শু(হয়। সারাদিন অবস্থান বি(াভ দেখিয়ে সরকারি শুনানি বয়কট করেন কৃষকরা। ২৫ অগাস্ট, ০৬ বিডিও-র তরফে নোটিস ধরানোর প্রচেষ্টা বাতিল হয়। সই করানোর জন্য সাতদিনের ক্যাম্প এরপর উঠিয়ে ফেলে সরকারি কর্মচারীরা। ২৮ ও ২৯ অগাস্ট ০৬ চলে বিডিও-তে অবস্থান ও বি(াভ কর্মসূচি। ১ ও ২ সেপ্টেম্বর, ০৬ জেলা আধিকারিকেরা শুনানির চূড়ান্ত নোটিস বিলি করতে গেলে বেড়াবেড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রবল বি(াভের সম্মুখীন হন। এখানেও মহিলারা ছিলেন সামনের সারিতে। সরকারি আধিকারিকরা শেষপর্যন্ত নোটিস বিলি করতে না পেরে চলে আসতে বাধ্য হন।

২৫ সেপ্টেম্বর, ০৬ র‍্যাফ ও পুলিশ বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সিঙ্গুর বিডিও-তে শু(হয় জমি বিক্রি(র চেকবিলির কাজ। স্বাভাবিকভাবেই সেদিন কৃষকরা, কৃষক-রমণীরা বিডিওতে জমায়েত হয়ে বি(াভও দেখাচ্ছিলেন। একটা সময় তৃণমূল নেত্রী এসে জমায়েতে যোগ দেন। কৃষকদের উৎসাহ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এদিকে পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত হতে থাকে। রাত প্রায় দেড়টা। তখনও ঘেরাও চলছে। হঠাৎ সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হল এবং তারপর কোনোরকম সতর্কীকরণ ছাড়াই পুলিশ ও র‍্যাফ ঝাঁপিয়ে পড়ল বি(াভকারীদের ওপর। চলল এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ, আহত হন নারী-পু(ষ-বৃদ্ধা-শিশু নির্বিশেষে কয়েকশো গ্রামবাসী। মহিলারা অনেকে আতঙ্কে পাশের জলাশয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সারারাত জলে কাটাতে বাধ্য হন। অনেকের শাড়ি ছিঁড়ে ফেলা হয়। অন্তত তিনজন মহিলা তাদের (শ্লীলতাহানির কথা এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধানী দলকে জানিয়েছেন। তৃণমূল নেত্রীর ওপর চলে শারীরিক আক্র(মণ যার ফলে তাকে বেশ কিছুদিন নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়। পঞ্চাশোর্ধ মায়ারানি কোলে-কে এমনভাবে লাঠিপেটা করা হয় যে, তাঁর মাথায় সাতটা সেলাই করতে হয়। মায়ের কোলে থাকা তিনবছরের শিশুও পুলিসের লাঠির আঘাত থেকে রেহাই পায়নি। আহত মহিলাদের চন্দননগর থানায় ধরে নিয়ে যাবার পর অনেক(ণ পর্যন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে ফেলে রাখা হয়েছিল। গ্রামবাসীরা পরে জানিয়েছেন র‍্যাফের পোশাক পরা সিপিএমের ক্যাডার বাহিনী সেদিন আসরে নেমেছিল যাদের ২ ডিসেম্বরও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত যুবক রাজকুমার ভুল পরের দিন ছাড়া পাওয়ার পর আক্র(মণের ধকল সহ্য করতে না পেরে মারা যান। তার সারা গায়ে ছিল কালসিটের দাগ।

২৫ সেপ্টেম্বরের এই আক্র(মণ কৃষকদের মনোবল দমিয়ে দিতে পারেনি। ২৭ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুরে কৃষকরা বের করেন প্রতিবাদী মিছিল। ৯ অক্টোবর ২০০৬ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বাংলা বন্‌ধের ডাক দেয়। সিঙ্গুরের সব এলাকায় দুর্গাপুজো বন্ধ থাকে। ৩ অক্টোবর পালিত হয় বিভিন্ন গ্রামে অরন্ধন কর্মসূচি। সমস্ত অক্টোবর মাস জুড়ে চলতে থাকে মিছিল, ঘরোয়া সভা। সিঙ্গুর আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায়

গড়ে ওঠে 'সংহতি উদ্যোগ'। সংহতি উদ্যোগের প(থেকে কলকাতা ও পা(র্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে পথসভা সংগঠিত হয়।

২৭ অক্টোবর ২০০৬ গোপালনগরের একটি মাঠে কৃষিজমি র(া কমিটি গণশুনানির আয়োজন করে। গণশুনানিতে উপস্থিত ছিলেন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন-খ্যাত মেধা পাটেকর, মহা(শ্বেতা দেবী ও অন্যান্যরা। বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী ও স্থানীয় কৃষকরা সেই শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন। কৃষকরা শুনানিতে তাদের অভিযোগ জানান। বিকেলে স্থানীয় একটি মাঠে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। জনসভায় ছিল উপচে পড়া ভিড়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সিঙ্গুরে তাদের শিবির খুলতে থাকে কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি তাদের সংহতি জ্ঞাপন ও সাহায্যের উদ্দেশ্যে। ৩ নভেম্বর, ০৬ এসইউসিআইয়ের উদ্যোগে এবং ৫ নভেম্বর কৃষিজমি র(া কমিটির ডাকে জনসভা হয়।

এদিকে রাজ্য সরকারও তৈরি হতে থাকে। সিঙ্গুরের গ্রামগুলিতে পুলিশ ক্যাম্প বসতে থাকে। প্রতিদিনই বাড়তে থাকে তাদের শক্তি(ও সংখ্যা। জমা হতে থাকে খুঁটি ও তারজাল। সিঙ্গুরের কৃষক, কৃষক আন্দোলনের সহযোগী সংগঠন ও ব্যক্তি(রা বুঝতে পারেন একটা সংঘাত আসন্ন। ১৭ নভেম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কলকাতার গান্ধি মূর্তির পাদদেশ থেকে ডান্ডি অভিযান শু(হয়। চারদিনের পদযাত্রা শেষে এই অভিযান সিঙ্গুরে গিয়ে শেষ হয় ২০ নভেম্বর। ১৯ নভেম্বর, ০৬ গ্রামে পুলিশ ক্যাম্পের বি(দ্ধে কৃষিজমি র(া কমিটির বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয় সিঙ্গুরে।

২৯ নভেম্বর, ০৬ বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সিঙ্গুরে বামপন্থীদের সমাবেশ ডাকেন। বাইরে থেকে গাড়ি করে সিপিআইএম কর্মীরা হাজির হন সমাবেশে। সভা চলাকালীন কৃষকরা তাদের জমিতে দাঁড়িয়ে কালো পতাকা দেখান। পরের দিন ৩০ নভেম্বর, ০৬ কৃষিজমি র(া কমিটির ডাকে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সংগঠনকে নিয়ে এক মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয় সিঙ্গুরে। সেদিন কার্যত সমগ্র সিঙ্গুরে ১৪৪ ধারা জারি করে পুলিস দিয়ে অব(দ্ধ করে ফেলা হয়। তৃণমূল নেত্রীকে ডানকুনির মাইতি পাড়ায় আটকে দেওয়া হয়। বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা কামারকুণ্ডু স্টেশন থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হন। প্রতিবাদে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ১ ডিসেম্বর বাংলা বন্ধের ডাক দেন। সেদিনই অব(দ্ধ সিঙ্গুরের জয়মোল্লা গ্রামের কৃষিজমিতে খুঁটি পোতা ও তারজাল দিয়ে ঘেরার কাজ শু(হয়। প্রথমদিন খুঁটিপোঁতার কাজে কৃষকদের দিক থেকে কোনো বাধা আসেনি। যদিও ঘটনাস্থলের অদূরে জলকিয়া নদীর অপর পাড়ে বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়ায় কয়েক হাজার কৃষক লাঠি, কাস্তে নিয়ে জমায়েত হয়ে (ে-াগান দিচ্ছিলেন।

পরের দিন ২ ডিসেম্বর, ০৬। সেদিন সিঙ্গুর ইতিহাস রচনা করে। সেদিন সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা কত ছিল? এসইউসিআইয়ের এক প্রত্য(দর্শী কর্মীর কথায় র‍্যাফ, কমবার্ট ফোর্স এবং আধা সামরিক বাহিনী মিলিয়ে সংখ্যা ছিল ৫০০ থেকে ৭০০-র মধ্যে। যদিও *দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান* পত্রিকা অনুসারে সংখ্যাটা ছিল ২০,০০০-এর মতো। সেদিন কৃষকরা ঠিক করেছিলেন প্রতিরোধ করবেন। জমির(ার জন্য দীর্ঘ ছমাস ধরে আন্দোলন চালিয়ে এসে শেষমুহূর্তে কৃষকরা বিনা প্রতিবাদে নিজেদের জমি ছেড়ে দেবে এটা ভাবা ভুল। তাই সরকারও এই বিশাল বাহিনী মোতায়েন করেছিল। সেদিন বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়া ঘাসের ভেড়ি ও উত্তর বাজেমেলিয়া সংলগ্ন তালতলা আশ্রমের মাঠে প্রায় এক হাজার কৃষক এবং তাদের মেয়ে বৌ-রা জমায়েত হন।

সেদিনের সেই জমায়েতে অংশ নিয়েছিল ছোটোরাও। প্রকাশ হাসবি নামে ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্র দুপকেট ভর্তি কাচের গুলি আর একটা গুলতি নিয়ে মাঠে গিয়েছিল পুলিসের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। আর একটি বাচ্চা ছেলে হাতের ঠোঙায় লঙ্কাগুড়ো ভরে মাঠে গিয়েছিল কাকিমাকে দেবে বলে যাতে কাকিমা পুলিশের দিকে সেগুলো ছুড়ে মারে। এইসব শুনতে শুনতে মনে পড়ে যাচ্ছিল (শ চলচ্চিত্রকার তারকোভস্কির *ইভানস্‌ চাইল্ডহুড* ছবিটির কথা।

সেদিনের তারপরের ঘটনা আমরা সকলেই দেখেছি দূরদর্শনের পর্দায়। সরকারি সশস্ত্র বাহিনী রে রে করে ছুটে এসেছিল। নির্দয়ভাবে লাঠি চালিয়েছিল জমায়েত হওয়া কৃষক ও কৃষক রমণীদের ওপর। ছোড়া হয়েছিল রবার বুলেট, টিয়ার গ্যাস। দরজা-জানালা ভেঙে জোর করে বাড়িতে ঢুকে মেয়েদের টেনে বের করে আনা, লাঠির ঘায়ে আহত রক্ত(াক্ত(করা, ধানের গোলায়, জ্বালানি কাঠের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেওয়া এসবই আমরা দেখেছি দূরদর্শনের পর্দায়। সশস্ত্র

বাহিনীর আত্র(মণের খবর শুনে মেধা পাটেকর ওই গ্রামগুলোতে গেলে তাঁর ছয় সঙ্গীসমেত তাঁকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় নিয়ে এসে ছেড়ে দেওয়া হয়। সরকার থেকে প্রচার করা হয় বহিরাগতরা প্ররোচনা সৃষ্টি করেছে। পুলিশের দিকে অ্যাসিড বালব্ বোমা ছোড়া হয়েছিল, তাই পুলিশকে বাধ্য হয়ে মৃদু শক্তি(প্রয়োগ করতে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় পুলিশ সংযত ছিল। সেদিন যে ৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ৬ জন ছিল বহিরাগত, বাকিরা সবই গ্রামবাসী। এদের মধ্যে ২ জন কিশোরী সমেত মহিলার সংখ্যা ১৮ এবং পু(ষ ৩১। সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলনকে সংহতি জানাতে যেসব গণ আন্দোলনের কর্মীরা সেখানে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, তারা বহিরাগত।

২ ডিসেম্বর ঘটনার প্রতিত্রি(য়ায় সারা পশ্চিমবাংলা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। যাদবপুর বি৻বিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ করেন। এখানে ওখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা বি(োভ দেখাতে থাকেন। বুদ্ধিজীবীরা কলেজ স্কোয়ারে প্রতিবাদী সভা ডাকেন। সিঙ্গুরে ১৪৪ ধারা চলতে থাকে। ‘কৃষিজমি র(া কমিটি’র ডাকে ধর্মতলার মোড়ে শু(হয় অনশন। তৃণমূল নেত্রী সহ বেশ কয়েকজন এই অনশনে সামিল হন। এদিকে আত্র(মণের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে সিঙ্গুরের কৃষকরা আবার সংগঠিত হতে থাকেন। শু(হয় গ্রামে গ্রামে গণ অনশন। বাড়ি বাড়ি উড়তে থাকে কালো পতাকা। কৃষকরা চুচুড়ায় কোর্টে হলফনামা করে জানিয়ে আসেন তারা জমি দেননি। গ্রামের কৃষকদের এই প্রতিরোধকে ভাঙার জন্য শু(হয় এক সুগভীর চত্র(ান্ত। তারজালের বেড়া পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত(বাহিনী গোপন আত্র(মণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। টাটার প্রস্তাবিত গাড়ির কারখানার জায়গার চারপাশের গ্রামগুলো আজও প্রতিরোধে বদ্ধ পরিকর। এই প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়ার জন্য চোরাগোপ্তা আত্র(মণ। তারই সূচনা গত ১৮ ডিসেম্বর ০৬-এ অনশনকারী কিশোরী তাপসী মালিককে ভোররাতে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারার ঘটনা। তারজাল দিয়ে ঘেরা জমির মধ্যে একটা দল হানা দেয়। তাদের পায়ের আওয়াজে বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙে যাওয়ায় দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। ধরা পড়ে একজন। সে জেরার মুখে সোজাসুজি বেড়ার পাহারাদার সিপিআইএম কর্মী ধনা (হিদাসের নাম উল্লেখ করে।

শেষপর্যন্ত সিঙ্গুরের কৃষকরা তাদের জমি ফেরৎ পাবেন কিনা বা তাদের প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারবেন কিনা সেটা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। তবে এই লেখা প্রকাশের আগে আরো অনেক ঘটনাই ঘটছে। নন্দীগ্রাম জমি অধিগ্রহণের বি(দ্ধে গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ। কৃষকরা গ্রামবাসীরা পুড়িয়ে দিয়েছেন পুলিসের ভ্যান। গ্রামে ঢোকার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সিঙ্গুরের শান্তিপূর্ণ কৃষক আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকারি মুখপাত্র ও দলের নেতারা যে ভাষায় কথা বলেছেন নন্দীগ্রামের কৃষকরা তার থেকে শি(া নিয়েছেন। সিঙ্গুর আন্দোলনের সার্থকতা এখানেই। □

‘...his mind roams into Bengal’s rural interiors, exploring the ecological wealth that modern-day technology deconstructs ...’
Dr. Jayati Gupta,
Head, Department of English,
Presidency College.

Kolkata a Green Wave not far behind.

QUEST FOR GREEN

a Collection of poems by
Kausik Bandopadhyay

translated into English by
Barin Mukherjee

Publisher :
PRO RE NATA; 2642-6338

Available at
1. Sarat Book House
18B, Shyamacharan Dey Street,
Kolkata 700 073
2. Bookmark
6 Bankim Chatterjee Street,
Kolkata 700 073

সংবাদ অন্তর্লীনা

গু(তর আহত বা অন্য কোনো কারণে গু(তর অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালের জ(রি বিভাগে নিয়ে যাবার পর তাকে ভর্তি করা খুব একটা যে সহজ নয় সে অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। তবে কতজন জানে জ(রি অথবা সংকটাপন্ন ও মরণাপন্ন রোগীকে ভর্তি করে চিকিৎসা করাটা সরংকারের সাংবিধানিক দায়, ওই চিকিৎসা পাওয়াটা ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সুপ্রিমকোর্টের একটি রায়ে এই অধিকার বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশ আছে। সেই মামলার কথা জানা থাকলে ওই রকম সংকটজনক মুহূর্তে কাজে লাগবে। এই বিখ্যাত মামলার নাম হাকিম শেখ মামলা। কিন্তু দু-এক বছর এই প্রাকটিশ চলার পর আবার একই খেলা শু(হয়েছে সরকারি হাসপাতালে। সংকটাপন্ন রোগীদেরকেও লিখে দেওয়া হচ্ছে 'রিগ্রেট (নো ভ্যাকেন্সি, রেফার্ড টু এনি আদার স্টেট হস্‌পিটাল।'

অন্যদিকে একটার পর একটা, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে চিকিৎসার অনাচার এবং অপচিকিৎসা চলছে। চলছেই। আসলে অতি মুনাফাই চিকিৎসা কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেবা নয়। বেসরকারি এই চিত্র আমি-আপনি জানি, তবে অনেক বেশি জানে সরকার। রাইটার্সের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা। সরকারি অনুশাসন এ(ত্রে অনিশ্চিত। কারণ সরকার বেসরকারি মুনাফাবাজদের ছুঁতেও চায় না। তারা বরং শিল্প চায়, তাদের দ্বারা লগ্নি চায়—কারোর চাকরির জন্য—সেটা গৌণ। মুখ্য হল মুনাফা করো আর কমিশন দাও। এইভাবে ডাক্ত(ারের বেশিরভাগ অংশ আজ এজেন্ট—এ-সমস্ত খবর নিয়ে পা(কে পত্রিকা 'সংবাদ অন্তর্লীনা' যা ভারতে একমাত্র একটিই পত্রিকা। কিন্তু আমরা একটিই চাই না। 'সংবাদ অন্তর্লীনা'র মতো হাজার হাজার পত্রিকা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ুক—এটাই আমরা চাই। আসুন সকলে মিলে গড়ে তুলি এই আন্দোলন, আর এই অন্দোলনের প্রয়োজনীয় মুখপাত্র হয়ে উঠুক *সংবাদ অন্তর্লীনা*।

যোগাযোগ

সংবাদ অন্তর্লীনা

৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ফোন ২২৪১ ৮১৩০

অথবা

ডা. দেবপ্রিয় মল্লিক ৯৮৩০৫ ১০৯১১

ডা. স্বপন জানা ৯৮৩০৮ ২৯০২০

উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায় (সাংবাদিক) ৯৮৩১২ ৪০৭৯০

তিমির বিলাসী না তিমির বিনাশী

প্রসঙ্গ বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাংক ও মহম্মদ ইউনুস

শিবপ্রসাদ নিয়োগী

মহম্মদ ইউনুস এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের কথা একেবারে অজানা ছিল না। এই কর্মকাণ্ড চলছে প্রায় তিন দশক ধরে। ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষিত হবার পর স্বভাবতই জোরালো আলো পড়েছে তাঁর ওপর। ১০ ডিসেম্বর অসলো টাউন হল্-এ পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে মহম্মদ ইউনুস পুনরায় দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পাঠানোর ডাক দিলেন। গত কয়েক মাস ধরে মহ. ইউনুস এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে পত্র-পত্রিকায়, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে আর ইন্টারনেটে। শুধু প্রশস্তি নয়, বেশ কিছু রচনাতেই কড়া সমালোচনা করা হয়েছে তাঁকে। মহ. ইউনুসের কাজকর্ম শু(হবার পর থেকেই তাঁর বি(দ্ধে সমালোচনা, অভিযোগ চলছে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী থেকে শু(করে হুসেন মহম্মদ এরশাদ বা খালেদা জিয়া— কেউই তাঁকে সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। এদিকে মহ. ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংক ত্র(মে এক মহী(হে পরিণত হয়েছে। সারা দেশে সেই ব্যাংকের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে গেছে। দেশীয় সরকারও গ্রামীণ ব্যাংকের কোনো প্রকল্পে— তা (ুদ্রঋণ হোক বা গ্রামীণ টেলিযোগাযোগ, বাদসাধতে পারেনি। গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের প্রভাব ঠিক কেমন হয়েছে গ্রামবাংলায়, সে বিষয়ে সম্যক ধারণা আমাদের নেই। প(আর বিপ(প্রকাশিত মতামতই এই আলোচনার মালমশলা। কিন্তু এটাও বোঝা জ(রি, দারিদ্র্য দূর করার (েত্রে গ্রামীণ ব্যাংক সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছে কি না? ল(ল(গরিব মানুষ যদি দারিদ্র্যচত্র(থেকে বেরিয়ে এসে থাকে, তবে সেই কাজকে 'প্রতি বিপ-বী' আখ্যা দিয়ে হেলাফেলা করা চলে না। কিন্তু তাঁর বি(দ্ধে ওঠা অভিযোগগুলোও কম মারাত্মক নয়। তাঁকে বলা হচ্ছে 'মহাজনী প্রথার আধুনিক রূপকার' যিনি 'দালালের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিদেশি মুনাফাবাজ লগ্নিকারীদের জন্য এক নতুন ভূখণ্ড উপহার দিয়েছেন— পৃথিবীর অভুক্ত(দরিদ্র জনগোষ্ঠী(যারা এতদিন বাজার অর্থনীতির আঙিনায় ব্রাত্য ছিল।

গ্রামীণ ব্যাংক ও (ুদ্র ঋণ

গ্রামীণ ব্যাংকের কাজকর্মের মর্মবস্তু হল 'মাইত্রে(া ত্রে(ডিট'। মহ. ইউনুস বলেছেন গ্রামীণ ব্যাংক প্রদত্ত 'মাইত্রে(া ত্রে(ডিট' একটি বিশেষ প্রকল্প— যার সঙ্গে অন্য ধরনের (ুদ্র ঋণকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। তিনি প্রচলিত (ুদ্র ঋণ ব্যবস্থাগুলোর শ্রেণিবিভাগ করেছেন। মহাজন প্রদত্ত ঋণ বা আত্মীয়-বন্ধুর থেকে নেওয়া ঋণ থেকে শু(করে অন্যান্য এনজিও প্রদত্ত ঋণকেও (ুদ্রঋণ হিসাবে ধরেছেন এবং বলেছেন গ্রামীণ ব্যাংক যে 'মাইত্রে(া ত্রে(ডিট' দেয় তা এগুলোর মতো নয়। সুতরাং অন্যান্য (ুদ্র ঋণের ব্যাপারে যে প্রশংসা বা নিন্দা রয়েছে তা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রাপ্য নয়। মহ. ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংক প্রদত্ত মাইত্রে(া ত্রে(ডিট বা গ্রামীণ ত্রে(ডিটের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো হল

১. এটা ঋণ পাওয়াকে মানবাধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।
২. এর অভীষ্ট ল(্য হল দরিদ্র পরিবারগুলোর সাহায্য করা যাতে তারা দারিদ্র্যকে অতিত্র(ম করতে পারে। এই ঋণ ব্যবস্থার উদ্দিষ্ট জনসাধারণ হল গরিব, বিশেষত গরিব মহিলারা।
৩. গ্রামীণ ত্রে(ডিটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এটি কোনো বন্ধকী-র (collateral) ওপর নির্ভরশীল নয় বা আইনমাফিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোনো চুক্তি(ও করে না। এর ভিত্তি হল আস্থা (trust), আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ নয়।

৪. রোজগার প্রদানকারী স্বনির্ভর প্রকল্প বা গরিবদের গৃহ-নির্মাণের জন্য ঋণ দেওয়া হয়, ভোগ্যপণ্য কেনার জন্য নয়।
৫. এটা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা যারা গরিবদের ঋণদানকে অযোগ্য (not creditworthy) বলে মনে করে তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই শু(হয়েছে। এ-কারণে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতি (methodology) প্রত্যাখ্যান (reject) করে নিজস্ব পদ্ধতি গড়ে তুলছে।
৬. গ্রামীণ ঋণ পরিসেবা গরিবদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। এর নীতি হল গরিবরা ব্যাংকে যাবে না, ব্যাংকই গরিবদের কাছে আসবে।
৭. ঋণ নিতে হলে গ্রহীতাকে অবশ্যই ঋণগ্রহীতাদের গোষ্ঠীর সদস্য হতে হবে।
৮. ধারাবাহিক পর্যায়ত্র(মে (in a continuous sequence) এই ঋণ পাওয়া যায়। পুরোনো ঋণ শোধ দিলে গ্রহীতা আবার নতুন ঋণ পেতে পারেন।
৯. সব ঋণই কিস্তিতে শোধ দিতে হয় (সাপ্তাহিক বা দ্বি-সাপ্তাহিক)।
১০. এক সঙ্গে একাধিক ঋণ গ্রহণ করা যায়।
১১. এই ব্যবস্থা গ্রহীতাদের জন্য নিয়ে এসেছে বাধ্যতামূলক এবং ইচ্ছানুযায়ী সঞ্চয় প্রকল্প।
১২. সাধারণত ঋণ দেওয়া হয় 'অ-মুনাফাকারী সংস্থা' বা ঋণগ্রহীতাদের সংগঠনের মাধ্যমে। ঋণগ্রহীতাদের সংগঠনের মাধ্যমে না দিয়ে যদি অ-মুনাফাকারী সংস্থার মাধ্যমে এই ঋণ দেওয়া হয় তবে লগ্নিকারীদের আকর্ষণীয় মুনাফা (return) দেবার বদলে চেষ্টা করা হয় সুদের হার এমন একটা স্তরের কাছাকাছি রাখতে, যাতে এই প্রকল্প বজায় রাখা যায়। গ্রামীণ ত্রে(ডিটের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম হল প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা (্ণ্ন না করেও সুদের হার অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো বাজার-প্রচলিত হারের কাছাকাছি রাখা। এই প্রকল্পে সুদের হার ঠিক করতে মহাজনদের হার-এর পরিবর্তে বাজারে প্রচলিত সুদের হারকেই অনুসরণ করা হয়। গরিবদের কাছে পৌঁছনো হল তর্কাতীত (non-nagotiable) ল(্য। আর প্রকল্পটিকে টিকিয়ে রাখা (sustainability) হল অভীষ্ট (directional) ল(্য। এই প্রকল্পকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হতেই হবে, যাতে কোনো রকম অর্থসংকট ছাড়াই এটি আরও বিস্তার লাভ করতে পারে।

বীজ থেকে মহাবৃ(

১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বি(্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাঁর 'চারপাশের মানুষদের জন্য' কিছু করার তাগিদে মহ. ইউনুস শু(করেন মাইত্রে(া ত্রে(ডিটের কাজ। প্রথমদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ আনার চেষ্ঠা করেন কিন্তু তা বিফল হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দারিদ্র্যদের ঋণ দিতে আগ্রহী ছিল না। কয়েক বছর পর তিনি এই প্রকল্পের জন্য একটি আলাদা ব্যাংক তৈরির পরিকল্পনা করেন যার ফলে ১৯৮৩ সালে গড়ে ওঠে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক। এ বছর অগাস্ট মাসে লেখা, একটি রচনায় মহ. ইউনুস জানাচ্ছেন গ্রামীণ ব্যাংকের ২,২২৬টি শাখা রয়েছে ৭১,৩৭১টি গ্রামে— সমগ্র বাংলাদেশে। মোট ১৮,৭৯৫ জন গ্রামীণ ব্যাংক কর্মী প্রতি সপ্তাহে হাজির হচ্ছেন প্রায় ৬৬ ল(ঋণগ্রহীতার বাড়ির দরজায়। গ্রামীণ ত্রে(ডিট গ্রহীতাদের ৯৬ শতাংশ মহিলা। তাঁর অন্য একটি বক্তৃ(তায় (কমনওয়েলথ্ লেকচার, ২০০৩) বলেছেন, সাধারণভাবে ঋণ পরিশোধের হার ৯৪ শতাংশ এবং গ্রামীণ ব্যাংক 'লাভ' করছে। এটি একটি স্বনির্ভর সংস্থা। এই সংস্থা ১৯৯৫ সাল থেকে 'ডোনার'দের থেকে টাকা নেওয়া বন্ধ করেছে এবং ১৯৯৮ সাল থেকে দেশীয় বাজার থেকে ধার নেওয়াও বন্ধ করছে। মহ. ইউনুস জানিয়েছেন এ পর্যন্ত ২৯০.০৩ বিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা (৫.৭২ বিলিয়ন ডলার) ঋণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ২৫৮.১৬ বিলিয়ন টাকা পরিশোধ হয়ে গেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের কাজকর্মের সুফল সম্পর্কে ওই বক্তৃ(তায় তিনি বলেছেন, স্বাধীন গবেষকদের দিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে প্রতিবছর গ্রহীতাদের মধ্য থেকে ৫ শতাংশমুক্ত(হচ্ছেন (come out of poverty every year)। শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। শি(া ও পুষ্টি বেড়েছে, গৃহস্থালির পরিবেশ উন্নততর হয়েছে (শিশুমৃত্যুর হার ৩৭ শতাংশ কমেছে, মহিলাদের মর্যাদা বেড়েছে, এমনকী বসতবাড়ি সহ মহিলাদের সম্পত্তির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের দাবি ঋণগ্রহীতাদের ৫৮ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে এসেছেন(আরও ২৭ শতাংশ শিগ্গিরই এই

সীমা অতিত্র(ম করবেন। গবেষক জেসিকা ম্যাথুজের মতে, সংখ্যাটি যথাত্র(মে ৪৮ শতাংশ ও ২৭ শতাংশ।

সুদের হার, ঋণ পরিশোধ, আর লাভের অঙ্ক

মাছের আড়তে টাকা লগ্নিকারী এক ব্যক্তি(র কাছে জেনেছিলাম একটা তথ্য। ধরা যাক সকালে ডাক বা নিলাম শু(হবার আগে মাছ বিত্রে(তাকে ১,০০০ টাকা ধার দেওয়া হল আর দিনের শেষে সেই ব্যক্তি(ফেরত দিল ১,১০০ টাকা। দিনে হাজার টাকায় ১০০ টাকা লাভ। হাজার টাকা ৩৬৫ বার বিনিয়োগ করে বছর শেষে সুদ পাওয়া যাচ্ছে ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা।

ভোরবেলায় পাওয়া ১,০০০ টাকা ওই মাছ বিত্রে(তার কাছে সোনার মোহর—দিনের শেষে ১০০ টাকা সুদ দিয়েও সে প্রায়শই লাভবান হয়। এই ঘটনাটা মাইত্রে(া ত্রে(ডিটের তাৎপর্য বোঝাতে ব্যবহার করলাম।

এর বৈশিষ্ট্য এক, অল্প টাকা অল্প সময়ের জন্য বিনিয়োগ। (সময় কমছে কারণ সাপ্তাহিক বা দ্বি-সাপ্তাহিক কিস্তিতে টাকা পরিশোধ চলছে)। দুই, মূলধনহীন ব্যক্তি(কে প্রয়োজনীয় মূলধন বারবার জোগানো আর ফেরত নেওয়া। তিন, ঋণপ্রাপকের কাছে টাকার প্রবর্ধিত মূল্য। ১০০ টাকার মূল্য একজন ধনী ব্যবসায়ী ও একজন কৃষিমজুরের কাছে এক নয় (দুর্ভাগ্যজনকভাবে)। মহ. ইউনুস জানাচ্ছেন, বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো চত্র(বৃদ্ধি হারে নয়। সরল হারে গ্রামীণ ত্রে(ডিটের সুদ নির্ধারিত হয়। তিনি বলছেন, বাজারে প্রচলিত হারের কাছাকাছি রাখার প্রচেষ্টার কথা, মহাজনী ঋণের হারের কাছাকাছি নয়। মাইত্রে(া ত্রে(ডিটের সুদের হার বিষয়েও সমালোচকরা একমত নন। চট্টগ্রাম বি(বিদ্যালয়ে মহ. ইউনুসের সহকর্মী ও বর্তমানে কট্টর সমালোচক তাজ হাসমি বলেছেন, প্রায় ২৮ থেকে ৩০ শতাংশ হারে সুদ নেওয়া হয়। হারটা বার্ষিক না মাসিক বোঝা যাচ্ছে না। তিনি অবশ্য সমালোচনা করতে গিয়ে এমন এক তথ্য দিয়েছেন যা মহ. ইউনুসের কাজকর্মকেই সমর্থনই করেছে অর্থাৎ এটা যে কতটা প্রয়োজনীয় প্রকারান্তরে তাই বুঝিয়ে দিয়েছেন। হাসমি বলেছেন, ''আপনারা কি জানেন ঋণ গ্রহীতারা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৩০ শতাংশ হারে সুদ নিয়ে গ্রামে মহাজনী কারবার চালাচ্ছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক চাইলে আরও বেশি হারে ঋণ দিতে পারত এবং দরিদ্র মানুষ তা বাধ্য হয়ে গ্রহণও করত।

পশ্চিমবাংলা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় সত্য রায় সুদের হার ১৬ শতাংশ বলে উল্লেখ করেছেন। এ(ত্রেও অবশ্য বার্ষিক না মাসিক তা বলা হয়নি। আনু মহম্মদ জানিয়েছেন, সুদের হার ২০ শতাংশ। 'গ্রামীণ ব্যাংক অ্যাট আ গ¬ান্স' প্রবন্ধে মহ. ইউনুস লিখেছেন, গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত (মাইত্রে(া ত্রে(ডিটের ((ত্রে) হারের চেয়ে কম। তিনি চার ধরনের সুদের হারের কথা উল্লেখ করেছেন। রোজগার প্রকল্পে ২০ শতাংশ ত্র(মহ্রাসমান পদ্ধতিতে, গৃহ-নির্মাণে ৪ শতাংশ, ছাত্রদের জন্য ৫ শতাংশ, ভিখারিদের জন্য ০ শতাংশ। রোজগার প্রকল্পের ঋণের একটি উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। যদি কোনো ব্যক্তি(১,০০০ টাকা (বাংলাদেশি) ঋণ নেন এবং সাপ্তাহিক কিস্তিতে ১ বছরের মধ্যে তা শোধ দেন তবে তাকে ১,১০০ টাকা দিতে হবে (১,০০০ টাকা আসল ও ১০০ টাকা সুদ হিসাবে) যা প্রকৃত প(১০ শতাংশ গড়পড়তা হারের (flat rate) সমতুল্য।

এবার ঋণ পরিশোধের দিকটা দেখা যাক। মহ. ইউনুস জানাচ্ছেন, ঋণ পরিশোধের হার ৯৮ শতাংশ। এ-ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন আনু মহম্মদ। তিনি বলেছেন ''ঋণ শোধের হার এরপরও উচ্চমাত্রায় রাখার জন্য রিশিডিউল (পুনর্বিন্যস্ত) করতে হচ্ছে বারবার অর্থাৎ বারবার ঋণ দিয়ে আগের বকেয়া শোধ করতে হচ্ছে। রিশিডিউল বাদ দিলে ঋণ পরিশোধের হার ৪০ শতাংশের নীচে নেমে আসবে।

তবে সন্দেহাতীতভাবে ঋণ পরিশোধের হার যথেষ্ট বেশি। এবং প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট লাভজনক ব্যবসা করে। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ICICI, HSBC, CITI ব্যাংক সহ সব বেসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মাইত্রে(া ত্রে(ডিট ব্যবসায় নেমেছে প্রবল উৎসাহে।

আইনি ব্যবস্থা নেই, বন্ধকী ব্যবস্থা নেই তবু ঋণ পরিশোধের এই চমকদার তথ্য দেখে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—নিশ্চয়ই কোনো অন্তর্নিহিত 'দমন' ব্যবস্থা আছে।

সমালোচকরা বলেছেন, এই দমনমূলক ব্যবস্থা আছে ঋণদানের শর্তের মধ্যেই। পাঁচ জনের একটি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমে দুজন সদস্য ঋণ পান। তাদের ঋণ পরিশোধের ধরনের ওপরে নির্ভর করে বাকিদের ঋণপ্রাপ্তি। সুতরাং পড়শিদের

নজরদারির চাপ, the powerful peer pressure exerted by the group—এই ঋণ পরিশোধকে নিশ্চিত করে। তাজ হাসামি মনে করেন, মহ. ইউনুস যাই বলুন না কেন, দরিদ্রতম (poorest of the poor) মানুষরা এই ঋণ পান না বা নিতে পারেন না কারণ ৩০ শতাংশ হারে এক বছরে ৫২টি কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা তাদের প(ে সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংক কোনো ছাড় দেয় না, কোনো শিথিলতা দেখায় না। ফলে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এবং বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, ঋণ পরিশোধে অ(ম হয়ে মানুষকে ঘরবাড়ি, গো(ছাগল বা বাসনপত্র বিত্রি(করে দিতে হয়েছে।

মহ. ইউনুসের ব্যাখ্যা হল, ঋণ পাবার (ে ত্রে এই গোষ্ঠীগত স্বার্থ ঋণগ্রহীতাকে সাহায্য করে তার প্রকল্পে সফল হতে। কোনো ব্যক্তি(পিছিয়ে পড়লে অন্যরা স্বেচ্ছায় তাকে বিনাপারিশ্রমিকে সাহায্য করে। মহ. ইউনুস আরও বলেছেন, বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের (ে ত্রে দেখা যায়, সুদের পরিমাণ আসলের থেকে কয়েকগুণ বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের (ে ত্রে কোনো অবস্থাতেই, ঋণ যত দীর্ঘদিন অপরিশোধিত থাকুক না কেন, সুদ কখনও আসলকে ছাপিয়ে যায় না। কারণ সুদের পরিমাণ আসলের সমান হলেই, সুদ চাপানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকী ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হলে পরিবারের অন্যদের সেই ঋণ শোধ দেবার দায়িত্ব নেই (no liability is transfered to the family)।

ঋণ পরিশোধের উচ্চ-হার প্রসঙ্গে তাঁর একটি মতামত প্রণিধানযোগ্য। ঋণ প্রদানকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ দেবার পর ঋণগ্রহীতা বা তার পরিবারের কী হল সে বিষয়ে খোঁজ নেয় না। [এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে, ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দূরীকরণ বা স্বনির্ভর প্রকল্পগুলোর ঋণদানের (ে ত্রে এই বি(-ষণ সমভাবে প্রযোজ্য। প্রকল্প-উদ্যোগী যখন তার কাজ শু(করেন তখন তাকে সাহায্য বা পরামর্শ দেবার জন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে না]। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংক ব্যবস্থা ওই পরিবারের শিশুশি(া, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, পানীয় জলের লভ্যতা, বিপর্যয় বা আকস্মিক দুর্ঘটনা মোকাবিলার স(মতা বাড়ানোর ব্যাপারে মনোযোগী হয়। এই প্রকল্পে গ্রহীতা নিজেদের পেনশন তহবিল এবং অন্যান্য সঞ্চয় গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য, ঋণের টাকার (আসল) ১০ শতাংশ ওই সঞ্চয় প্রকল্পের জন্য কেটে রেখে বাকিটা ঋণগ্রহীতাকে দেওয়া হয়। এবার আসা যাক লাভের অংকে। ১৯৮৩, ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সাল ছাড়া প্রতি বছর লাভ করেছে গ্রামীণ ব্যাংক। (বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যাবে w.w.w. grameen.com-এ)। ২০০৫ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ৭.৩৯ বিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা রাজস্ব উৎপাদন করেছে এবং লাভ করেছে ১০০ কোটি টাকা (১৫.২১ মিলিয়ন ডলার)। এই পুরো লাভের অংকটাই সরকারকে পুনর্বাসন (বিপর্যয় মোকাবিলা) তহবিল গঠনের জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংককে 'করপোরেট ট্যাক্স'-এ ছাড় দেবার শর্ত অনুযায়ীই বাংলাদেশ সরকারকে ওই টাকা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত মহ. ইউনুস জানিয়েছেন, গ্রামীণ ব্যাংকের ৯৪ শতাংশ শেয়ারের মালিক ঋণগ্রহীতারা আর মাত্র ৬ শতাংশ সরকারের দখলে। একজন ঋণগ্রহীতা ৩ ডলার মূল্যে একটি মাত্র শেয়ার কিনতে পারেন। সুতরাং লাভের টাকা ঋণগ্রহীতাকে ডিভিডেন্ড হিসাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

মহ. ইউনুস, গ্রামীণ ব্যাংক এবং বহুজাতিক সংস্থা

বর্ষীয়ান সাংবাদিক মানস ঘোষের একটি রচনা থেকে জানা যাচ্ছে, বামপন্থীরা প্রথম থেকেই মহ. ইউনুসকে একজন 'শোষক' মনে করেছে বা 'সিআইএ-র দালাল' বলে চিহ্নি(ত করেছে। গ্রামীণ ব্যাংক প্রথম থেকে আজও খোলাখুলিভাবে বাজার অর্থনীতিকেই সমর্থন করে চলেছে। একের পর এক বহুজাতিক কোম্পানিকে সহযোগী হিসেবে সঙ্গে নিয়েছে। এ-ব্যাপারে মহ. ইউনুস এক তত্ত্ব হাজির করেছেন। তিনি এক নতুন ব্যবসার কথা বলেছেন—সামাজিক বাণিজ্য (social business)। তিনি বলেছেন দুধরনের বাণিজ্যের কথা। এক, টাকা আয়ের ব্যবসা বা চলতি বাণিজ্য(দুই, মানুষের ভালো করার জন্য বাণিজ্য বা সামাজিক বাণিজ্য। তাঁর কথায় দুধরনের বাণিজ্যেরই সমান সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া উচিত। বাণিজ্যে দরকার হয় পুঁজি বিনিয়োগ। লাভ না হলে কেউ পুঁজি বিনিয়োগ করে না। সুতরাং সামাজিক বাণিজ্যকেও লাভজনক, নিদেনপ(ে 'non-loss' হতে হবে। তিনি বিনিয়োগকারীকে এমন প্রকল্পে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে দিতে চান যাতে মানুষের উপকার হয়, এবং বিনিয়োগকারীও বঞ্চিত না হন। শপিং মল, ফ্লাইওভার বা হেলথ্ সিটি নির্মাণের বদলে তিনি পুঁজি নিয়োগ করতে চান, গরিব মানুষের জন্য মাইত্রে(া ত্রে(ডিট,

গ্রামীণ টেলিফোন বা কৃষি প্রযুক্তি(সংত্র(ান্ত বাণিজ্যে। সমালোচকরা মনে করেন, পৃথিবী জুড়ে নানা সম্মান এবং পুরস্কার এই কারণেই জুটছে মহ. ইউনুসও গ্রামীণ ব্যাংকের। ওমর তারেক চৌধুরীর মত হল, 'বাংলাদেশের কৃষকদের কাছে মনসান্টোর কৃষিপ্রযুক্তি(বাজারজাতকরণের সঙ্গে যেমন 'ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ'-এর সম্পর্ক ছিল তেমনি মোবাইল ফোন চালুর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ব্রিটেনের ওয়ান ওয়ার্ল্ড ব্রডকাস্টিং ট্রাস্ট মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড (১৯৯৮) ও ওয়ার্ল্ড টেকনোলজি নেট ওয়ার্ক অ্যাওয়ার্ড (২০০৩), স্পেনের টেলিসিনকো অ্যাওয়ার্ড (২০০৪) এবং কর্পোরেট ব্যবসায়িক স্বার্থ প্রসারের জন্য আমেরিকার দ্য ইকোনমিস্ট ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড (২০০৪) ও লিডারশিপ ইন সোশ্যাল এন্টারপ্রেন্যুয়ার অ্যাওয়ার্ড (২০০৪)-সহ আরও অনেক পুরস্কারের'।

কৃষিপ্রযুক্তি(বিষয়ে মনসান্টোর সঙ্গে চুক্তি(টি অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই বাতিল হয়ে গেছে। তবে গ্রামীণ ফোন প্রকল্পে সহযোগী হল নরওয়ের কোম্পানি নরটেল (NORTEL)। তথ্য ও জনসংযোগ প্রযুক্তি(কে (ICT—Information & Communication Technology) গ্রামীণ মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করার মূল প্রকল্পের অন্তর্গত হল এই 'গ্রামীণ টেলিফোন'। ইউনুস জানাচ্ছেন, বর্তমান ৬০,০০০ টেলিফোন-মহিলা বাংলাদেশের ৪০ শতাংশ গ্রামের টেলিফোন পরিসেবা জোগাচ্ছেন। যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেই সব গ্রামে সৌরশক্তি(র সাহায্যে চলছে এই ফোন। এ-বছরের শেষে টেলিফোন-মহিলার সংখ্যা ১ ল(ছাড়াবে। তিনি জানিয়েছেন, গ্রামীণ টেলিফোন কোম্পানির গ্রাহক সংখ্যা ১৭ ল(এবং টেলিফোন-মহিলারা তার ৩ শতাংশ, কিন্তু তাঁরাই কোম্পানির ১৫ শতাংশ 'এয়ার টাইম' ব্যবহার করেন, ফলে কোম্পানির মোটারকম আয় হয়।

তাঁর কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে নরটেলও অংশীদার হিসাবে যথেষ্ট লাভবান। কিন্তু তাজ হাসমি জানিয়েছেন, কোম্পানিটি বাংলাদেশ সরকারকে কোনো ইনকাম ট্যাক্স দেয় না। (Do you know that the NORTEL has been siphoning off millions of dollars to Norway without paying any income tax to Bangladesh? And all this money laundering is dome in the name of charity? What a shame! What a disgrace!)। এ(ত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, টেলিকমিউনিকেশন ব্যবসায় নিযুক্ত(কোনো কোম্পানিকে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হয় সরকার নির্ধারিত 'ফি' দিয়ে। তাজ হাসামির বক্ত(ব্য থেকে জানা যাচ্ছে না, গ্রামীণ ফোন বা নরটেল এরকম কোনো 'ফি' দিয়েছে কী না বা দিলে তার পরিমাণ কত। আর কোম্পানির ব্যবসায়ের আয়ের ওপর সরকার নির্ধারিত 'করপোরেট ট্যাক্স' দিতে হয়, ইনকাম ট্যাক্স নয়— অনেক সময় কয়েক বছরের জন্য সরকার সেই অন্তঃশুল্ক নেওয়া বন্ধ রাখে। শোনা যাচ্ছে, টাটার প্রস্তাবিত গাড়ি কারখানাকেও বেশ কিছু অন্তঃশুল্ক দিতে হবে না বেশ কয়েক বছর। মহ. ইউনুস 'গ্রামীণ নেট ওয়ার্ক'-এর আওতাভুক্ত(যে ১৭টি কোম্পানির উল্লেখ করেছেন, গ্রামীণ ফোন লিমিটেড, গ্রামীণ টেলিকম, গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ তার মধ্যে অন্যতম। তিনি জানিয়েছেন, এইসব কোম্পানি কোনো শেয়ার গ্রামীণ ব্যাংকের দখলে নেই। গ্রামীণ ব্যাংক এদের কোনো ঋণ দেয়নি বা এদের থেকে কোনো ঋণ নেয়নি। এরা সকলেই স্বাধীন সংস্থা যারা বাংলাদেশ কোম্পানি আইনে রেজিস্টারড্। সুতরাং সেই আইন অনুসারে সরকারকে ট্যাক্স ও শুল্ক দিতে বাধ্যও। গ্রামীণ ব্যাংক যে সংস্থাগুলোকে ঋণ দিয়েছে সেগুলো হল—গ্রামীণ ফান্ড (৬.৩৮ মিলিয়ন ডলার), গ্রামীণ কৃষি ফাউনডেশন (০.৩৩ মিলিয়ন ডলার), গ্রামীণ মৎস ফাউনডেশন (০.২৬ মিলিয়ন ডলার)। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক সরকারি ঋণপ্রাপ্ত কিছু সংস্থার জামিনদার হয়েছে। সেগুলো হল গ্রামীণ শক্তি((০.১২ মিলিয়ন ডলার), গ্রামীণ মৎস ফাউনডেশন (০.১১ মিলিয়ন ডলার) এবং গ্রাম কল্যাণ।

আরও সমালোচনা আরও অভিযোগ

গ্রামীণ ত্রে(ডিট প্রকল্পের টার্গেট হচ্ছেন গরিব মানুষ, বিশেষত গরিব মহিলারা। ইউনুস বলেছেন, প্রায় ৬৬ ল(ঋণপ্রাপক ব্যক্তি(র ৯৬ শতাংশ মহিলা। এর ফলে গ্রামীণ সমাজে মহিলাদের (মতা বৃদ্ধি হয়েছে। বেড়েছে তাদের সম্পত্তির পরিমাণ। সমালোচকরা মনে করেন, এটা আদৌ প্রকৃত চিত্র নয়। তাদের মতে, মহিলাদের সামনে রেখে আসলে তার পুত্র বা স্বামীই ওই ঋণের টাকা কাজে লাগাচ্ছে। তাজ হাসামি এক চমকপ্রদ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কিছু গ্রামে (প্রধানত সিলেট) ঋণ নেবার জন্য পু(ষরা তিন/চারটি বিয়ে করছেন। তবে ঋণপ্রাপ্ত মহিলাদের কত শতাংশের স্বামীর আরও দুই বা

তিনটি স্ত্রী আছে তা অবশ্য তাজ হাসমি সমী(া করে দেখেছেন বলে মনে হয় না। তবে এটা ঠিক যে, মৌলবাদীরা গ্রামীণ ব্যাংকের কাজকর্মে যথেষ্ট (ুব্ধ। বারবার তাদের আত্র(মণের ল(্য হয়েছে গ্রামীণ ব্যাংক ও তার কর্মীরা।

আনু মহম্মদ জানাচ্ছেন, মাইত্রে(া ত্রে(ডিটের সাফল্যের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক ও মহ. ইউনুস নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এটা যেমন একটা ঘটনা, তেমনই আর একটি ঘটনা হল, বছর বছর চলতে থাকা 'মঙ্গা'। আশ্বিন আর কার্তিক এই দুই মাস বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের চরম সংকটের সময়। দলে দলে মানুষ শহরে চলে যান বাঁচার তাগিদে। গ্রামে কাজ নেই, খাদ্য নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের সাম্প্রতিক সমী(ার (অক্টোবর ২০০৬) উল্লেখ করেছেন। সমী(ায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ৪ কোটি মানুষ চরম আর্থিক সংকটের শিকার। ৩ কোটি মানুষ 'ক্যালোরি দারিদ্র্য' অর্থাৎ অপুষ্টিতে ভুগছেন। ৭ কোটি মানুষ আজও দারিদ্র্যসীমার (আয়ভিত্তিক) নীচে বাস করেন। সুতরাং তাঁর মতে "it is necessory to look at coexistance of sustained *monga* situation and huge success of micro credit in perspective."

ভিখারিদের জন্য ঋণ নতুন চ্যালেঞ্জ না নতুন চমক

মাইত্রে(া ত্রে(ডিট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই অভিমত হল, ঋণ প্রাপকরা দরিদ্র গ্রামীণ মানুষ হলেও দরিদ্রতম নন। এই ধারণাকে বাতিল করে দেবার জন্যই এ-বছর গ্রামীণ ব্যাংক ভিখারিদের জন্য ঋণ প্রকল্প শু(করেছে। ভিখারিদের সমবেত করে গ্রামীণ ব্যাংক তাদের কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য বিত্রি(র জন্য দিচ্ছে। ভিখারিরা বাড়িতে বাড়িতে ভি(া করতে যাবার সময় সেই সব দ্রব্য বিত্রি(করবেন। যদি এতে আয় হওয়া শু(হয় তবে তারা একসময় ভিখারিবৃত্তি ছেড়ে ফেরিওয়ালা হতে পারবেন। মহ. ইউনুস জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ১০ হাজার ভিখারি এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছেন। তাঁর আশা এ-বছরের শেষে সংখ্যাটা ২৫ হাজার দাঁড়াবে। এই প্রকল্পে একজন ভিখারি দশ ডলার পরিমাণ ঋণ পান। এই ঋণে কোনো সুদ দিতে হয় না। যেসব ভিখারি প্রতিবন্ধী, যারা বাড়ি বাড়ি যেতে পারেন না, তারা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসেই ভি(া করেন। সঙ্গে থাকে ভি(াপাত্র। গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগে ভি(াপাত্রের পাশে থাকবে বিস্কুট, লজেন্স, নরম পানীয় বা ফল।—সাহায্যকারীরা ইচ্ছে হলে বাটিতে পয়সা দেবেন অথবা কিছু কিনে নেবেন। অথবা দুটোই। ভিখারিদের টেলিফোন ঋণ দেবার কথাও ভাবা হচ্ছে, টেলিফোন-মহিলাদের মতো। মহ. ইউনুস বলেছেন, 'There is absolutely no reason why financial services should be denied to the beggars.'

কয়েকটি কল্যাণমূলক প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	কারা পান	কতজন পেয়েছেন	কত টাকা দেওয়া হয়েছে
ছাত্রবৃত্তি	ঋণগ্রহীতাদের মেধাবী সন্তান	৩১,১৬৪	৩৯০,০০০ ডলার (অগাস্ট ২০০৬)
জীবনবিমা	ঋণগ্রহীতার পরিবার	৮৬৭৪১	৩.৬৭ মিলিয়ন ডলার

গৃহনির্মাণ ঋণ ও ছাত্রদের জন্য ঋণ

ঋণ	কাদের দেওয়া হয়	কতজন পেয়েছেন	সুদের হার	ঋণের পরিমাণ ও সময়সীমা
গৃহ-নির্মাণ ঋণ	মহিলা সদস্যকে গৃহটি তার মালিকানায় থাকতে হবে।	৬,৩৭,৪৬৯	৮%	১৫,০০০ টাকা সর্বোচ্চ ৫বছর (কিস্তিতে)
পড়াশুনার জন্য ঋণ	যারা উচ্চশি(ার দ্বারপ্রান্তে	১১,৯৮০ জন (বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ১১,১২৮ ডাক্ত(ারি ছাত্র ১৩৮ ইঞ্জিনিয়ারিং ২৮২ অন্য বৃত্তিমূলক শি(া ৪৩২)	৫% ...	

গ্রামীণ ব্যাংকের সব সদস্যের অবশ্য পালনীয় ষোড়শ সিদ্ধান্ত

১. গ্রামীণ ব্যাংকের চারটি নীতি আমরা মেনে চলব এবং প্রচার করব—জীবনের সব ((ত্রে শৃঙ্খলা, একতা, সাহস ও কঠোর পরিশ্রম।
২. আমরা আমাদের পরিবারের উন্নতি ঘটাব।
৩. আমরা ভাঙাচোরা বাড়িতে থাকব না। ভাঙা বাড়ি সারিয়ে নেব এবং যত দ্রুত সম্ভব নতুন বাড়ি বানাব।
৪. সারা বছর ধরে আমরা তরিতরকারি ফলাব। যতটা বেশি পারি নিজেরা খাব, বাকিটা বিত্রি(করব।
৫. চাষের মরশুমে যত বেশি সম্ভব চারা লাগাব।
৬. পরিকল্পনা করে পরিবার ছোটো রাখব। যতটা সম্ভব কম খরচ করব। স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখব।
৭. সন্তানদের পড়াশুনা শেখাব এবং উপার্জন করে তাদের পড়াশুনার খরচ মেটাব।
৮. আমরা আমাদের সন্তানসন্ততি ও পরিবেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখব।
৯. ভালো পায়খানা নির্মাণ করব এবং ব্যবহার করব।
১০. টিউবওয়েলের জল খাব। যদি তা না পাওয়া যায়, জল ফুটিয়ে খাব বা ফটকিরি ব্যবহার করব।
১১. ছেলের বিয়েতে পণ নেব না, মেয়ের বিয়েতে পণ দেব না। আমাদের কেন্দ্রগুলোকে পণের অভিশাপ থেকে মুক্ত(রাখব। বাল্যবিবাহ বন্ধ করব।
১২. কাউকে শারীরিকভাবে আঘাত করব না, কাউকে আমাদের ওপর করতে দেব না।
১৩. আমরা অনেকে একত্র হয়ে বেশি আয়ের জন্য বড় বিনিয়োগ করব।
১৪. আমরা সবসময় পরস্পরকে সাহায্য করব। কেউ যদি কষ্টে পড়ে, আমরা সবাই তাকে সাহায্য করব।
১৫. যদি কোনো কেন্দ্রে (বিভিন্ন গ্রামীণ কেন্দ্র) শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ হচ্ছে বলে শুনতে পাই, আমরা সবাই সেখানে যাব এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সহযোগিতা করব।
১৬. আমাদের সব কেন্দ্রে আমরা দৈহিক ব্যায়াম করা শু(করব। সামাজিক ত্রি(য়াকাণ্ডে আমরা একত্রে অংশ নেব।

ত থ্য সূ ত্র

1. *Commonwealth Lecture 2003,* Dr. Md. Yunus.
2. *GA Acceptance Speech or Petersberg Prize.* Prof. Muhammad Yunus, Managing Director Grameen Bank, Bangladesh.
3. *Is Grameen Bank Different from Conventional Banks?,* Muhammad Yunus, Aug 2006.
4. *What is Microcredit?,* Muhammad Yunus, Aug 2006
5. *Nobel Acknowledges Counter Economy*, Mirza A. Beg.
6. *Can Mirco Finance ''Halve''Poverty by 2015 : A Review*, Sirajul Islam
7. 'Bursting Balloons', Manas Ghosh, *Sunday Statesman Magazine*, Oct 22, 2006.
8. *Micro credit, Macro problems*, Walder Bello
9. '*Myth & Reality : Dr. Yunus and Nobel prize*', Taj Hashmi, *Frontier*.
10. *'More on Dr. Yunus and Nobel Prize',* Taj Hashmi. *Frontier*
11. *Monga Micro Credit and the Nobel Prize,* Anu Muhammad.
12. 'নোবেল পুরস্কার, 'মঙ্গা' এবং (দ্রঋণের দরিদ্র বিমোচন', আনু মহম্মদ, *অনীক*, নভেম্বর ২০০৬।
13. 'ড. মুহাম্মদ ইউনুস এবং পুরস্কারের রাজনীতি', ওমর তারেক চৌধুরী, *অনীক*, নভেম্বর ২০০৬।
14. '(দ্রঋণ ও গ্রামীণ ব্যাংক মহাজনী প্রথার আধুনিক রূপকার মহ. ইউনুস', সত্য রায়, *এখন বিসংবাদ*, নভেম্বর ২০০৬।
15. *Grameen Bank at a Glance*, Muhammad Yunus, August, 2006
16. 'Little World Bank', Jessica Mathews, *50 Years is Enough* edited by Kevin Danaher.
17. *গ্রাম থেকে দুনিয়া বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের কথা*, সুনন্দন রায়চৌধুরী, সম্পর্ক, কলকাতা ৭০০০৮৯।

নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে

সমাজ অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা **কালধ্বনি**

যোগাযোগ ২/১এ আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ টেলি ৩০৯৪ ৬৪৪০

e-mail kalodhvani@yahoo.co.in

-কন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট

রবীন চক্রবর্তী

পশ্চিমব-ঙ্গ নাকি একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট বস-ব। বস-ব -মদিনীপু-রর -কাথাও। এই ম-র্ম পত্রিকায় খবর -বরি-য়ছিল। খবরটি দি-য়ছি-লন রা-জ্যর মুখ্যমন্ত্রী। গত ন-ভম্বর মা-স ডিএই অর্থাৎ ডিপার্ট-মন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জির বা-রা জ-নর বি-শষজ্ঞদল এ-সছি-লন এই প্লা-ন্টর জন্য সুবি-ধজনক জায়গা বাছাই কর-ত। তাঁরা পূর্ব -মদিনীপু-র কাঁথির কা-ছ হরিপুর এলাকাটি বাছাই ক-র-ছন। যদিও জায়গাটি নি-জরা গি-য় -দখ-ত পা-রননি। অকুস্থ-ল -পৌঁছ-নার আ-গই গ্রামবাসী-দর বি-ক্ষা-ভর মু-খ প-ড়ন। হাজারপাঁ-চক গ্রামবাসী তাঁ-দর পথ অব-রাধ ক-র দাঁড়ায়। তা-দর বক্তব্য, -কা-নাম-তই কৃষি ও মৎস্য চা-ষর জমি ছাড়-ব না তারা । মাঝপথ -থ-ক ফি-র আস-ত হয় বি-শষজ্ঞদল-ক। এর প-রও মুখ্যমন্ত্রী ব-ল-ছন, ওই বিদ্যুৎ -কন্দ্র হ-ব। এবং ওইখা-নই হ-ব ।

বিদ্যু-তর প্র-য়াজন। -সজন্য পাওয়ার প্লান্ট বসা-ত হ-ব। এটা সবাই -বা-ঝ। কিন্তু -কন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট-ই, -সটা বুঝ-ত কষ্ট হ-চ্ছ। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপ-নর -যৌক্তিকতা নি-য় বি-শষজ্ঞ মহ-ল মতপার্থক্য আ-ছ। আ-ছ বিরুদ্ধতাও। এবং ইও-রা-পর কিছু -দশ বহু আ-গ এই প-থ হাঁটা বন্ধ ক-র দি-য়-ছ। -সখা-ন -য বিদ্যুৎ -কন্দ্রগুলি চল-ছ, -সগু-লার আয়ুষ্কাল -শষ হওয়ার অ-পক্ষায়। এর পর নতুন ক-র বস-ব না ওই ধর-নর বিদ্যুৎ -কন্দ্র। বিগত প্রায় পঁচিশ বছর ধ-র -খাদ মার্কিন মুলু-ক নতুন ক-র -কা-না পারমাণবিক বিদ্যুৎ -কন্দ্র স্থাপ-নর কাজ শুরু হয়নি। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পারমাণবিক বিদ্যু-তর সব -থ-ক বড় সমর্থক। -সখা-ন র-য়-ছ বিশাল নিউক্লিয়ার-পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রি। তা-ত বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনি-য়াগ ক-র ব-স আ-ছ -সখানকার শিল্পপতিরা । অথচ নি-জর -দ-শই কা-জর বরাত জুট-ছ না । -কা-না বিদ্যুৎ উৎপাদন -কাম্পানি এই ধর-নর বিদ্যুৎ -কন্দ্র বসা-ত এগি-য় আস-ছ না। তা-দর উৎসাহিত কর-ত সম্প্রতি নানান আর্থিক সুবিধা -দওয়ার আশ্বাস দি-য়-ছ সরকার। তা-তও উৎসাহিত হ-চ্ছ না -কউ ।

এই -সই নিউক্লিয়ার-পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রি, যা-দর স্বা-র্থ মার্কিন সরকার নিউক্লিয়ার -টক-নালজি নি-য় ভার-তর স-ঙ্গ দর কষাকষি কর-ছ। বল-ছ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ -কন্দ্র বসাও— জ্বালানি, প্রযুক্তি কিছুরই অভাব হ-ব না। এই চুক্তি কার্যকর হ-ল ওই -দ-শর নিউক্লিয়ার ইন্ডাস্ট্রি হাঁফ -ছ-ড় বাঁচ-ব। ম-ন রাখ-ত হ-ব, এই প্লা-ন্টর যন্ত্রপাতি কিন্তু সাধারণ প্লা-ন্টর ম-তা নয়। এর দাম বহু গুণ -বশি। -য ব্যবসা-য় মার্কিন ব্যবসায়ীরা 'এ-গাব-কি-এ-গাব-না' কর-ছ তার -পছ-ন ছুট-ছ আমা-দর -দ-শর সরকার। -কন ছুট-ছ -সটা নিশ্চয়ই -ভ-ব -দখার বিষয়। -কন পারমাণবিক বিদ্যু-তর -পছ-ন অর্থ ও শক্তি ব্যয় করা উচিত নয়, -স-কথা বহুজন বহুভা-ব ব-ল-ছন। তার ম-ধ্য বহু বিশিষ্টজন র-য়-ছন। তাঁরা তথ্য পরিসংখ্যান দি-য়ই ব-ল-ছন। এখা-ন যা বলা হ-ব তা -সস-বর পুনরু-ল্লখ মাত্র, -ফর একবার ম-ন করি-য় -দবার জ-ন্যই।

প্রযুক্তি ও সাধারণ মানুষ

বি-শষজ্ঞ মহ-ল একটা বিশ্বাস চালু আ-ছ -য, প্রযুক্তিগত বিষ-য় আমজনতার কি বলার থাক-ত পা-র ? তা-দর বিদ্যুৎ দরকার । বিদ্যুৎ -প-লই হল। -স বিদ্যুৎ -কাথা -থ-ক কীভা-ব এল তা দি-য় কী দরকার? আর -স বিচার তারা কর-বনই-বা কী ক-র ? এই জটিল বিষ-য়র কিই-বা জা-নন তাঁরা ? কথাটা মি-থ্য নয়। এমন সব জটিল বিষয় সাধারণ মানু-ষর জানার কথা নয়। জানা সম্ভবও নয়। এই না জানার কার-ণই তা-দর উ-দ্বগ আ-রা -বশি। কিন্তু পারমাণবিক বিদ্যুৎ নি-য় -য বিতর্ক আ-ছ -স খবরটা সবাই জা-ন। জা-ন কারণ কাগ-জপ-ত্রই

-লখা হয় -স-সব কথা। যাঁরা -ল-খন তা-দর ম-ধ্য বি-শষজ্ঞরা র-য়-ছন। তাঁ-দর আমজনতা ব-ল উড়ি-য় -দওয়া যায় না। তাই আশঙ্কা ।

দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ও প্রকৃতি

এই ধর-নর বিদ্যুৎ-কন্দ্র ঘি-র বড় রকম বিপর্য-য়র সম্ভাবনা সব সময়ই থা-ক। একথা সবাই ব-লন। ত-ব এর বিপরী-ত যুক্তি -দওয়া হয় -য, সব ধর-নর শি-ল্পই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থা-ক। তা ব-ল -স-সব শিল্প স্থাপন -তা বন্ধ থাক-ছ না। এমনকী একটা ব্রিজ তৈরি হ-ল, -সটা -ভ-ঙ পড়-ব না এমন গ্যারান্টি -কউ দি-ত পা-র না। তা ব-ল ব্রিজ তৈরি বন্ধ হয়নি । সাধারণ বিদ্যুৎ -ক-ন্দ্র কী দুর্ঘটনা হয় না? এর জন্য -য কয়লা লা-গ, -সই কয়লা খনি-ত কী দুর্ঘটনায় -লাক মারা যায় না? তা ব-ল কি -সসব শিল্প বন্ধ হ-য় -গ-ছ? সঠিক কথা। এবং এতটাই সঠিক -য, একটি শিশুও -বা-ঝ -স-কথা। তথাপি কিছু মানুষ এর বি-রাধিতা কর-ছন। ত-ব কি ধ-র নি-ত হ-ব একটি শিশু যা -বা-ঝ ওই বিরুদ্ধ-বক্তারা -সটা বুঝ-ছন না? -সটা হ-ত পা-র না। ফ-ল তাঁরা কী বল-ছন -সটা -শানার প্র-য়াজন আ-ছ।

আস-ল সব দুর্ঘটনাই দুর্ঘটনা। কিন্তু সব দুর্ঘটনার চরিত্র সমান নয়। এই কথাটাই এঁরা ব-লন না। -তজস্ক্রিয় বিকিরণঘটিত দুর্ঘটনার প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। -যটা আর পাঁচটা দুর্ঘটনার স-ঙ্গ এক ক-র -দখা যায় না। এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী। বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়ি-য় যায় এর প্রভাব। জল-জমি -তজস্ক্রিয় হ-য় প-ড়। তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির স-ঙ্গ থা-ক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির সম্ভাবনা। এবং বড়ই মর্মান্তিক -স ক্ষতির প্রকৃতি। এ-ত ক্যানসা-র আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থা-ক। গর্ভবতী মা-য়রা বিকলাঙ্গ সন্তা-নর জন্ম দি-ত পা-র। দুর্ঘটনার প-রও বহু বহু দিন পর্যন্ত এই সম্ভাবনার ভয় নি-য় -বঁ-চ থাক-ত হয় মানুষ-ক ।

-চ-র্নাবি-লর শিক্ষা

পারমাণবিক বিদ্যুৎ--ক-ন্দ্র দুর্ঘটনার চরিত্র এবং মাত্রা -কমন হ-ত পা-র প্রাক্তন -সাভি-য়ত রাশিয়ায় -চ-র্নাবিল দুর্ঘটনা তার নমুনা । -স দুর্ঘটনার প্রভাব -সাভি-য়ত রাশিয়ার সীমানা ছাড়ি-য় ছড়ি-য় প-ড়ছিল ইউ-রা-পর নানান -দ-শ । -সখানকার জমি জল চারণভুমি দূষিত হ-য় প-ড়ছিল । ওই দুর্ঘটনার পর -সাভি-য়ত রাশিয়ার ম-তা শক্তিধর রাষ্ট্র-কও কিভা-ব বিপর্যস্ত ও -দউ-ল হ-ত হ-য়-ছ -স খবর অল্পবিস্তর সক-লরই জানা। (-চ-র্নাবিল দুর্ঘটনা সম্প-র্ক বিশ-দ জান-ত হ-ল এই পত্রিকার ও-য়বসাইট -দখুন (http://www.geocities.com.bob_swf/) -স তুলনায় আমা-দর ম-তা -দ-শর এমন দু-র্যাগ সামাল -দবার ক্ষমতা ও সামর্থ্য প্রায় -নই বল-লই চ-ল। আর থাক-লও নিশ্চিতভা-ব বলা যায়, প্র-য়াজনীয় পদ-ক্ষপ কখনওই -নওয়া হ-ব না। কারণ জনমত জাগ্রত না থাক-ল -কান্ সরকার আর -স ঝঞ্ঝাট -পায়া-ত যায়? তা না হ-ল যদুগড়ায় ইউ-রনিয়াম মাইনিং-এলাকায় এমন অনাচার চল-ত পারত না । -সখা-ন ন্যূনতম বিধিনি-ষধ মান-ছন না কারখানা কতৃপক্ষ । অবর্ণনীয় দুরবস্থার ম-ধ্য আ-ছ -সখানকার মানুষ। অজ্ঞতা আর স-চতনতার অভা-বর কার-ণই এসব ঘট-ত পার-ছ ।

সময় ও অর্থ দু-টাই লা-গ -বশি

এই রা-জ্যর ভাণ্ডা-র টাকা-পয়সার বড়ই টানাটানি। -সই টানাটানি স-ত্ত্বও এই প্রক-ল্প -কন হাত -দওয়া হ-ব -সটাও সাধারণ মানু-ষর প্রশ্ন। সবাই জা-ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ -কন্দ্র নির্মা-ণ খরচ অ-নক -বশি । সব দিক বি-বচনায় এর উৎপাদন ব্যয়ও -বশি । অ-ন-কই হি-সব ক-ষ -সটা -দখি-য়-ছন। পারমাণবিক বিদ্যুৎ -কন্দ্র নির্মা-ণ সময়ও লা-গ -বশি। আবার পরিচালনার কা-জও অ-নক -বশি দক্ষতার প্র-য়াজন। -যটা আমা-দর -দ-শ এখনও সুনিশ্চিত নয়। কারণ এটা সক-লই জা-ন -য এ-দ-শ চালু সমস্ত পারমাণবিক বিদ্যুৎ -ক-ন্দ্রর বিদ্যুৎ উৎপাদন হার দৃষ্টিকটুভা-ব কম। এই রা-জ্য তার ব্যতিক্রম হ-ব ম-ন করার কারণ -নই। এর প-র আ-ছ -তজস্ক্রিয় বিকিরণ-জনিত -রা-গ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়। এমন বিদ্যুৎ -ক-ন্দ্রর কা-জ নিযুক্ত সক-লই কম -বশি -তজস্ক্রিয় বিকির-ণর শিকার হন। যার পরিণতি-ত ভবিষ্যৎ জীব-ন ক্যান্সা-রর ম-তা

দুরা-রাগ্য -রা-গর শিকার হবার সম্ভাবনা থা-ক। এটাও ভ-য়র ব্যাপার। তাই প্রশ্ন, -কন বাছাই করা হল এমন বিদ্যুৎ-কন্দ্র?

-তজস্ক্রিয় আবর্জনা নি-য় কী করা হ-ব জানা -নই

সব -থ-ক বড় সমস্যা হল -তজস্ক্রিয় আবর্জনা নি-য়। ওই আবর্জনা নি-য় কী করা হ-ব এখনও জা-ন না -কউ। ব্যবহৃত জ্বালানির অব-শষ কীভা-ব সংরক্ষণ করা যায় তার -কা-না নির্ভর-যাগ্য পদ্ধতি আজও বার করা সম্ভব হয়নি। যদিও -সজন্য -চষ্টার ত্রুটি -নই। এখন -সই -তজস্ক্রিয় আবর্জনা -যভা-ব মজুত রাখা হয় তা খুবই বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল ব্যবস্থা। -সজন্য সব -দ-শই এই মজুত করার বিষয়টি নি-য় নানান লু-কাছাপা চ-ল। আবার তার বিরু-দ্ধ নানা গণবি-ক্ষাভ ও আ-ন্দালনও চ-ল। এসব খবর দৈনিক পত্রপত্রিকা-তই -দখা যায়। তাই -জ-নশু-ন এমন ঝঞ্ঝা-টর ম-ধ্য যা-ব -কন আমা-দর রাজ্য সরকার -সটা বুঝ-ত পার-ছ না সাধারণ মানুষ। প্রশ্ন -সজন্যও।

প্লা-ন্টর আয়ু ফু-রা-ল তা-ক কবর দি-তও বিপুল খরচ

অন্য একটি সমস্যা আ-ছ। প্ল্যান্ট বসা-নার সময়ই ভাব-ত হয় এর আয়ুষ্কাল -শষ হ-ল এ-ক কবর দি-ত হ-ব। খুবই খরচসা-পক্ষ ব্যাপার -সটা। প্রায় প্ল্যান্ট বসা-নার সমপরিমাণ অ-র্থর প্র-য়াজন তা-ত। তা না হ-ল -তজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়ি-য় পড়-ব চারদি-ক। কারণ রিয়্যাক্টর সংশ্লিষ্ট সব কিছু -তজস্ক্রিয় বিকিরণ দ্বারা দূষিত হ-য় থা-ক। এ-দর চাপা দি-য় রাখা দরকার। -যমন--তমন ক-র চাপা দি-ল চল-ব না। এমনভা-ব দি-ত হ-ব যা-ত ক-য়ক-শ বছর -কন, হাজার বছ-রর ম-ধ্যও -যন বাই-রর জগ-তর সংস্প-র্শ না আ-স এই বস্তুসামগ্রী। এমন ব্যবস্থা করা কি চাট্টিখানি কথা!

জ্বালানি খরচ -মা-টই কম নয়

আরও সমস্যা আ-ছ। -স-সব স্বল্প কথায় বলার বিষয় নয়। তবুও যদি বল-ত হয় তা হল পারমাণবিক বিদ্যু-তর সপ-ক্ষ সব -থ-ক -জারা-লা -য যুক্তি তা-কই প্রশ্ন করা যায়। এর সপ-ক্ষ প্রধান যুক্তি হল জ্বালানি ব্যয় নাকি -নই বল-লই চ-ল। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এটা ঠিক, সাধারণ তাপ বিদ্যুৎ -ক-ন্দ্রর ম-তা নিত্যদিন মাটি খুঁ-ড় কয়লা তু-ল ওয়াগন -বাঝাই ক-র ব-য় এ-ন জ্বালানি ব্যবহার করার ঝা-মলা -নই এখা-ন। কিন্তু তাই ব-ল শুরু-ত জ্বালানি একবার লাগি-য় দি-লই চ-ল, এমন না। আর মাটি খুঁ-ড় -সই ইউ-রনিয়াম-আকরিক সরাসরি রিয়্যাক্ট-রর ম-ধ্য পু-র দি-লই চ-ল এমনও নয়। জ্বালানির বিষ-য় সুবি-ধর ব্যাপারটা -যভা-ব প্রচার করা হয়, তা-ত -লা-ক এমনটাই ম-ন ক-র। কিন্তু কিছু সুবি-ধর পিছ-ন -য কত স্তর অসুবি-ধ আ-ছ -সটা যদি -লা-ক জানত?

আস-ল এখা-নও জ্বালানি লা-গ কিছুদিন অন্তর। একবার জ্বালানি ভ-র নি-ল -বশ কিছুদিন চ-ল ব-ট কিন্তু কিছুদিন পর নতুন ক-র জ্বালানি ভর-ত হয়। -সই জ্বালানি কয়লার ম-তা খুঁ-ড় এ-ন সরাসরি ভ-র দি-ল হয় না। বিশদ প্রক্রিয়ার সাহা-য্য -স জ্বালানি উদ্ধার কর-ত হয়। -স এক -বজায় জটিল-কঠিন-ব্যাপক কাণ্ডকারখানা। এর জন্য বহু কাঠখড় -পাড়া-ত হয়। এর জন্যই বহু শিল্প কারখানা গড়-ত হ-য়-ছ। তার -পছ-ন বহু অর্থ ব্যয় ও বিদ্যুৎ ব্যয় কর-ত হ-য়-ছ।

জ্বালানি ব্যয়

আসল প্রশ্নটা -তা খরচ নি-য়। কথা হল এত সব কিছুর জন্য -য খরচ তার হি-সবটাও -তা কর-ত হ-ব। ইউ-রনিয়াম -য আকরি-ক আ-ছ তা-ত ইউ-রনিয়া-মর পরিমাণ এত কম থা-ক -য, -সই পরিমাণ-ক -বা-ধর ম-ধ্য আনাই শক্ত। ধরুন আকরি-ক এর পরিমাণ বলা হল ০.০০২ শতাংশ। এর -থ-ক -কা-না ধারণা করা -গল কি -সটা কত অল্প? বুঝদার -লা-ক জা-নন -য, পরিমাণটা কত অল্প—প্রায় -নই বল-লই হয়। আর -সই 'প্রায়--নই' পরিমাণ ইউ-রনিয়াম-ওয়ালা আকরিক -থ-ক টন টন ইউ-রনিয়াম উদ্ধার করা কি দুরূহ কাজ -সটাও অনুমান করা সাধারণ মানু-ষর কাজ নয়। এক কথায় বল-ত -গ-ল, এই কাজ সম্পন্ন করা মা-ন প্রায় অসম্ভব-ক সম্ভব করা। এই অসম্ভব-কই সম্ভব করা হয় ইউ-রনিয়াম এনরিচ-মন্ট প্লা-ন্ট। অনুমান করা শক্ত নয় -য, এই

ইউ-রনিয়াম এনরিচ-ম-ন্টর জন্য ব্যয় কর-ত হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ।

জ্বালানি প্রস্তুতি-ত শুধু অর্থ নয় ব্যয় প্রচুর বিদ্যুৎও

কিন্তু -সখা-নই -শষ নয়। শুধু অর্থই নয়, এই ‘প্রায়--নই’ ইউ-রনিয়ামটুকু উদ্ধার কর-ত -য বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার কর-ত হয় -সটা -মা-টই উ-পক্ষণীয় নয়। অর্থাৎ -য বিদ্যু-তর জন্য এত কিছু, তার জন্যই ব্যয় কর-ত হয় বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি !! বলা হ-ব জ্বালানি হি-স-ব কয়লা ব্যবহার কর-ত -গ-লও -তা খনি খুঁ-ড় কয়লা তুল-ত এবং তা-ক ব-য় নি-য় -য-ত বিদ্যু-তর প্র-য়াজন। হ্যাঁ, প্র-য়াজন -তা ব-টই। -কা-না কিছুই মাগনায় হয় না। -দখ-ত হ-ব ব্য-য়র পরিমাণ কি-স -বশি কি-স কম। আর আজ-কর দুনিয়ায় শক্তি সমস্যার নিরি-খ আর্থিক ব্য-য়র -থ-কও হি-সবটা কষ-ত হ-ব শক্তি-ব্য-য়র নিরি-খ। -সই নিরি-খ -গাটা নিউক্লিয়ার ফু-য়ল সাই-কল -বশিরকম বিদ্যুৎ-ব্যয়ী ব্যবস্থা।

কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদ-নর জন্যই না এত কাণ্ড। উৎপাদ-নর প্রায় সমপরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি যদি ব্যয় কর-ত হয় তার আ-য়াজ-ন, তাহ-ল কি-সর জন্য এত গা ঘামা-না? এ প্রশ্নটা নিশ্চয়ই খুব অসঙ্গত নয়। এ -তা গর্ত খুঁ-ড় মাটি -কাথায় রাখব সমস্যার সমাধান কর-ত গর্তটা বড় ক-র কাটার পরাম-র্শর ম-তা -শানা-চ্ছ। হ্যাঁ, কিছু কিছু প্র-য়াজন এতটাই বালাই -য, দরকার হ-ল গর্তটা বড় ক-র কাটার ম-তা উ-দ্যাগও নি-ত হয়। এবং -নওয়াও হয়। -স-কথা আলাদা। কিন্তু বিষয়টা যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, তা হ-ল -স উ-দ্যাগ -মা-টই স্বাভাবিক নয়।

চালু নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ -কন্দ্র -থ-ক কতটুকু -ফরৎ হ-য়-ছ?

আস-ল পরমাণু শক্তি কমিশন -সই সত্যি কথাটা স্বীকার কর-বন না। অথবা এই প্র-শ্নর উত্তর তা-দর কাছ -থ-ক পাওয়া যা-ব না -য আজ পর্যন্ত -গাটা পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক-ল্পর জন্য -য পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হ-য়-ছ, সব কটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ -কন্দ্র মি-ল -সই পরিমাণ বিদ্যুৎ কী আজও ফিরি-য় দি-ত -প-র-ছ? না, পা-রনি। -কা-না দিন পার-বও না। আমা-দর -দ-শ পারা সম্ভবও নয়। আস-ল -সটা পার-ত হ-ল -য গতি-ত বা -য হা-র এই বিদ্যুৎ -কন্দ্র বসা-ত হয় তা আমা-দর -দ-শ হয়নি। হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ পারমাণবিক বিদ্যুৎ -কন্দ্র নির্মা-ণর প্রতিটি স্ত-র ত্রুটিহীন-নির্মাণকা-জর জন্য এতরকম বিধিনি-ষধ ও নিয়ন্ত্র-ণর ম-ধ্য দি-য় -য-ত হয় -য, এমনি-তই সময় -বশি লা-গ। তার ওপর আমা-দর ম-তা -দ-শর স্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রিতা -তা আ-ছই। ফ-ল -য বিদ্যুৎ-কন্দ্রগুলি নির্মিত হ-য়-ছ সব কটি-ই নির্দিষ্ট সম-য়র প্রায় দ্বিগুণ সম-য়। -সই হি-স-ব আমা-দর -দ-শর পারমাণবিক বিদ্যুৎ -কন্দ্র এখনও বিদ্যুৎ-গ্রাহক হ-য়ই আ-ছ। এই বিদ্যুৎ -কন্দ্র গড়া না হ-ল বরং বিদ্যু-তর সাশ্রয় হত। এত অভাব হত না। কথাগু-লা শুন-ত -বখাপ্পা লাগ-লও সত্যি ।

ইউ-রনিয়াম খনি এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ-দর কথা -ক ভাব-ছ

সরাসরি -দখ-ত পাওয়া যায় না এমন এক সমস্যা হল জ্বালানি-চক্র ঘি-র পরি-বশ দূষ-ণর সমস্যা। যদু-গাড়ার খনি -থ-ক -তজস্ক্রিয় আকরিক ইউ-রনিয়াম -তালার পর্ব -থ-ক ইউ-রনিয়াম -প-লট তৈরির পর্ব অবধি প্র-ত্যক স্ত-র র-য়-ছ -তজস্ক্রিয় বিকিরণ-জনিত সমস্যা। খনি ও এনরিচ-মন্ট প্লান্ট এলাকায় মানু-ষর দুরবস্থার কথা বলবার জন্য -কউ -নই। -সখা-ন ইতিম-ধ্যই প্রসূতি মা-য়রা বিকিরণ-জনিত সমস্যার কার-ণ বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দি-চ্ছন। নানান অসুখ-বিসু-খ ভুগ-ছ এলাকার মানুষ। যার ম-ধ্য ক্যান্সারও আ-ছ। এই ক্ষতির হি-সব কী দি-য় হ-ব? এই ক্ষতির বিনিম-য় -য বিদ্যুৎ উৎপাদিত হ-ব, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলি -তা এর সুফ-লর ভাগীদারও নন।

নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ দি-য়ও বিপর্যয় এড়া-না যা-ব না

এই বিষয়টি এখন প্রতিটি মানু-ষর -বাঝার প্র-য়াজন হ-য় প-ড়-ছ। আজ-কর এই -গাটা সভ্যতাটা দাঁড়ি-য় আ-ছ নানান ধর-নর শক্তির ব্যবহা-রর ওপর। সুইচ টিপ-লই আ-লা জ্ব-ল-ছ, কল খুল-লই জল পড়-ছ, -দশলাই জ্বালি-য় ধর-লই -স্টাভ জ্ব-ল উঠ-ছ, স্টার্ট দি-লই গাড়ি ছুট-ছ,

টিকিট -ক-ট -প্ল-ন উঠ-লই গন্তব্যস্থ-ল -পৌঁ-ছ যাওয়া যা-চ্ছ, পয়সা -ফল-লই ফাস্ট ফু-ডর কাউন্টার -থ-ক খাবার মিল-ছ, টাকা -ফল-লই স্ব-প্নর ম-তা আবাস-ন গি-য় ওঠা যা-চ্ছ, এ সবই সম্ভব হ-চ্ছ -কা-না না -কা-না শক্তির উৎস কা-জ লাগি-য়। উৎস বল-ত -বশিরভাগটাই হল কয়লা, জ্বলানি--তল ও গ্যাস। এর ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। গত এক শত-কই -সই ভাণ্ডা-রর -বশিরভাগটা প্রায় নিঃ-শষিত। -য হা-র দুনিয়াজু-ড় 'প্রগতি'র রথ এগি-য় চ-ল-ছ তা-ত ওই উৎস নিঃ-শষিত হ-ত বড় -জার আর একশ বছর লাগ-ব। একশ বছ-রই -তা মানু-ষর ইতিহাস -শষ হ-য় যা-চ্ছ না। তখন ? তখন ওই সর্বগ্রাসী জ্বালানির ক্ষুধা নি-য় মানব সমাজ দাঁড়া-ব -কাথায়? পাহাড়-প্রমাণ ডলার প-ক-ট নি-য়ও 'প্রগতি'র রথ-ক এক ইঞ্চি নড়া-না যা-ব না। তখন কী হ-ব? তখন কী হ-ব ভাব-ত হ-ব এখনই।

নিউক্লিয়ার লবির -লাকজন এই খনিজ জ্বালানির অভা-বর অজুহাত দি-য়ই পারমাণবিক বিদ্যু-তর সপ-ক্ষ সওয়াল কর-ছ। কিন্তু এটা নিছকই -ছ-লমানু-ষর ম-তা কথা। কারণ -গাটা পৃথিবীর বিদ্যুৎ চাহিদা -মটা-নার ম-তা -তজস্ক্রিয় জ্বলানির ভাণ্ডার আ-ছ কী না জানা -নই ।

নতুন প্রযুক্তির নিউক্লিয়ার প্লান্ট কী পরীক্ষা-উত্তীর্ণ?

দুনিয়াজু-ড় নিউক্লিয়ার-লবির -লাকজন প্রায় দু-দশক চুপচাপ ছি-লন। প্রথ-ম থ্রি মাইল আইল্যান্ড বিদ্যুৎ -ক-ন্দ্রর দুর্ঘটনা (১৯৭৯) এবং এরপর -চ-র্নাবিল (১৯৮৬) বিদ্যুৎ -ক-ন্দ্রর দুর্ঘটনার বীভৎসতায় থম-ক গি-য়ছিল সবাই। নিয়ক্লিয়ার বিদ্যুৎ -ক-ন্দ্রর সপ-ক্ষ বলার মুখ ছিল না কা-রা। সম্প্রতি তাঁরা মুখ খুল-ত শুরু ক-র-ছন। বল-ছ এবার তাঁরা এমন প্রযুক্তি নি-য় আস-ছন -য তা-ত দুর্ঘটনা ঘটার -কা-না সম্ভাবনাই থাক-ব না। -সই পিবিএমআর বা -পব্ল -বড মডিউলার রিয়্যাক্ট-রর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারা। বল-ছন, এটা এতটাই সুরক্ষিত -য বিপুল অর্থ ব্য-য় -মাটা স্টি-লর চাদ-রর ঢাকনা দি-য় রিয়্যাক্ট-রর জন্য -য বিশাল আয়ত-নর 'ক-ন্টন-মন্ট -ডাম' কর-ত হত, তা আর লাগ-ব না! রিয়্যাক্টর চল-ব বিপ-দর -কা-না সম্ভাবনা ছাড়াই !!

এও সম্ভব? আচ্ছা, এ পর্যন্ত যত দুর্ঘটনা ঘ-ট-ছ তা কি রিয়্যাক্ট-রর বি-স্ফার-ণর কার-ণ ঘ-ট-ছ? ঘ-ট-ছ -তা পাইপলাই-ন -কা-না ভাল-ভর বা পাম্প--মাট-রর এ-লা-ম-লা আচর-ণর কার-ণ। আর তাও ঘ-ট-ছ প্রাথমিকভা-ব কর্মরত -টকনিক্যাল -লাকজ-নর সময়ম-তা হস্ত-ক্ষপ না করার কার-ণ। এটা ম-ন রাখ-ত হ-ব, পারমাণবিক বিদ্যুৎ -ক-ন্দ্রর প্রায় নিরানব্বই শতাংশ কাজ স্বয়ংক্রিয় য-ন্ত্রর নি-র্দ-শ হয়। মানু-ষর হস্ত-ক্ষপ প্র-য়াজন হয় স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় -গাল-যাগ -দখা দি-লই। দাবি করা হ-চ্ছ, এখন সব '-ফল--সফ' ব্যবস্থা -নওয়া হ-চ্ছ। মানু-ষর হস্ত-ক্ষ-পর আর দরকারই হ-ব না। কিন্তু প্রশ্ন হল, এতটা নিশ্চিন্ত হওয়া কী সম্ভব? একটা পাওয়ার প্লান্ট মা-ন ক-য়ক হাজার কি-লামিটার -জাড়া -দওয়া পাইপ, লক্ষ লক্ষ অংশ -জাড়া দি-য় যন্ত্রপাতি, হাজার হাজার -সন্সর, তার সংশ্লিষ্ট '-মজারিং-ও-কন্-ট্রাল-ইনস্ট্রু-মন্ট' ও যন্ত্রপাতি এবং স-র্বাপরি -গাটা ব্যবস্থা তদারকির কা-জ নি-য়াজিত কম্পিউটার-ব্যবস্থা। এগুলির -কাথাও কখনও -কা-না -গাল-যাগ ঘট-ব না এমন দাবি করা যায় না। অব-শ-ষ সব কিছুই -তা -কা-না না -কা-না বস্তুসামগ্রী দি-য় তৈরি। লক্ষ লক্ষ বস্তুসামগ্রীর -কা-না একটি-ত সম-য়র স-ঙ্গ -কা-নাই আচরণগত বিচ্যুতি ঘট-ব না এমন দাবি করা যায় না। যন্ত্রপাতির স-ঙ্গ সামান্য পরিচয় আ-ছ যা-দর -তমন -লাকজন সক-লই জা-নন -স কথা। আর বিপুল জটিল ব্যবস্থায় -কা-নারকম -গাল-যা-গর সম্ভাব্যতা শূন্য হ-তই পা-র না। -স সম্ভাব্যতা কমা-না -য-ত পা-র। -সটার -চষ্টাই চল-ছ। এবং অ-নকখানি সাফল্যও এ-স-ছ হয়-তা। কিন্তু সম্ভাব্যতা শূন্য না হ-ল পারমাণবিক -য -কা-না কর্মকাণ্ড-কই বিপজ্জনক ধর-ত হ-ব।

-গ্লাবাল ওয়ার্মিং কমা-নার কথা অজুহাত-মাত্র

সম্প্রতি তারা লাগসই একটি যুক্তি খুঁ-জ -প-য়-ছন। এবং তারপর -থ-ক -বজায় -সার-গাল শুরু ক-র দি-য়-ছন। এবার তারা -গ্লাবাল ওয়ার্মিং-এর জুজু -দখা-চ্ছন। বল-ছন দুনিয়াজু-ড় কয়লা নির্ভর তাপ বিদ্যুৎ -ক-ন্দ্রর বয়লার -থ-ক অনর্গল বাতা-স নির্গত হ-চ্ছ টন টন কার্বন ডাই-

অক্সাইড গ্যাস। আর এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যা-সর জন্যই ঘট-ছ -গ্লোবাল ওয়ার্মিং। ঘনি-য় এ-স-ছ ক্লাই-মট--চ-ঞ্জর বিপদ। এবং পৃথিবী বিপন্ন। অথচ বিদ্যুৎ না হ-ল আমা-দর চল-ব না। তাহ-ল উপায় ? উপায় পারমাণবিক বিদ্যু-ত ফি-র যাওয়া। কারণ? কারণ এর -থ-ক কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমণ হ-ব না। অতএব -গ্লোবাল ওয়ার্মিং হ-ব না। হ-ব না ক্লাই-মট--চঞ্জ। কত সহ-জ কত কঠিন সমস্যার সমাধান!!

এই সহজ সমাধান -জ-ন অ-ন-কই উৎফুল্ল। অ-ন-ক তা-দর এনার্জি পলিসি-ই বদ্-ল -ফ-ল-ছন। -যমন, ব্রি-টন ক-র-ছ। ২০০৩ সা-ল -দ-শর জন্য একটি এনার্জি পলিসি -ঘাষিত হ-য়ছিল। -সখা-ন নিউক্লিয়ার এনার্জির ওপর ভরসার কথা -শানা যায়নি। অথচ এই বছ-রর -গাড়া-ত হঠাৎ বদ্-ল -গল মতটা। তা-দর প্ল্যা-ন ফি-র এ-স-ছ পারমাণবিক বিদ্যুৎ। আমা-দর -দ-শও -দখছি একই চিত্র। এই ব্যাপা-র মার্কিন সহ-যাগিতার আশ্বা-স -কমন গদগদ হ-য় উ-ঠ-ছ -কন্দ্রীয় সরকা-রর -লাকজন তা -তা -রাজকার খব-রর কাগ-জই -দখছি।

এ-দর প্ল্যা-ন কী পরিমাণ -গ্লোবাল ওয়ার্মিং কম-ছ -দখুন। আগামী ২০৩০ সাল অবধি এ-দ-শ বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর -য লক্ষ্যমাত্রা স্থির আ-ছ তা-ত কয়লা -থ-ক আস-ব প্রায় ২,০০,০০০ -মগাওয়াট (৪৩.৮ শতাংশ) পরিমাণ বিদ্যুৎ, আর পারমাণবিক উৎস -থ-ক আস-ব ৩০,০০০ -মগাওয়াট, অর্থাৎ মাত্র ৬.৬ শতাং-শর ম-তা বিদ্যুৎ। বর্তমা-ন -মাট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর ম-ধ্য কয়লা -থ-ক আ-স প্রায় ৬৬,০০০ -মগাওয়া-টর ম-তা, আর পারমাণবিক উৎস -থ-ক আ-স ৩,৩০০ -মগাওয়াট। অর্থাৎ আগামী ২৫ বছ-র কয়লা-নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন এখনকার পরিমা-ণর প্রায় তিনগুণ বাড়-ব । বাড়-ব -মাট ১,৪৪,০০০ -মগাওয়াট। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়-ব ২৭,০০০ -মগাওয়াট। অর্থাৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎ বাড়-ব প্রায় দশগুণ। যা কয়লা -থ-ক উৎপাদ-নর মাত্র ১৩.৫ শতাংশ । ফ-ল পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক-র কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমণ সামান্যই কমা-ত সক্ষম হ-ব। তাই ক্লাই-মট--চ-ঞ্জর দায়ভাগ কমা-ত পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর অজুহাত -ধা-প -ট-ক না। প্রথমত যদি ধ-র -নওয়াও যায় -য, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদ-ন অন্য -কা-না বিপদ বা সমস্যা -নই, তাহ-লও -দ-শ -দ-শ বর্তমা-নর কয়লা-নির্ভর বিদ্যুৎ -কন্দ্রগুলি-ক প্রতিস্থাপন করার জন্য -য হা-র পারমাণবিক বিদ্যুৎ -কন্দ্র স্থাপন বৃদ্ধি কর-ত হ-ব তা এককথায় অসম্ভব। আর এই বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য জ্বালানি-ই বা আস-ব -কাথা -থ-ক? কয়লা এবং -ত-লর ম-তা ইউ-রনিয়াম জ্বালানির ভাণ্ডারও সীমিত। ফ-ল অব-শ-ষ প্র-য়াজনীয় শক্তির জন্য অন্য উৎ-সর কথাই ভাব-ত হ-ব।

-সটাই ভাব-ত অনু-রাধ করা হ-চ্ছ -দ-শর সরকার-ক। তাপ্পি -ম-র শক্তি সমস্যা -মটা-নার সময় এটা নয়। এখনই দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা হা-ত -নওয়া দরকার, যা-ত জ্বালানির ভাণ্ডার সম্পূর্ণভা-ব নিঃ-শষিত হবার আ-গই বিকল্প ব্যবস্থা গ-ড় -তালা যায়। আর বিকল্প শক্তির কথা ভাব-ত বস-লই -দখা যা-ব জীবনধার-ণর জন্য প্র-য়াজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন-ব্যবস্থা ও তার বন্টন-ব্যবস্থার -গাটাটাই বদ-ল -ফল-ত হ-ব । -সই পরিবর্তন ক্রমান্ব-য় কর-ত পার-লই মঙ্গল। নতুবা -য বিপর্যয় -ন-ম আস-ব তা সামাল -দওয়া আমা-দর সা-ধ্য কু-লা-ব না।

কাশীপুর থেকে নন্দীগ্রাম

আদিবাসী যদি জঙ্গল বাঁচাতে পারে
তুমি খনিজ পাবে না।
চাষি যদি জমি বাঁচাতে পারে
তুমি কারখানা পাবে না।
পণ্যত্র(য় কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার নয়।
নগর কোনো গণতান্ত্রিক সভ্যতা নয়।
তুমি সেই বর্ণবৈষম্যকে আত্র(মণ কর
যেখানে তুমি-ই ব্রাহ্মণ॥

ওড়িশার কাশীপুরে মাটির নীচে আকরিক অ্যালুমিনিয়াম রয়েছে। সেখানকার মানুষ (প্রধানত আদিবাসী) গত পনেরো বছর ধরে আন্দোলন করছেন এই খনি খননের বি(দ্ধে। □

বিকল্প শক্তি ব্যবহা-র আমা-দর -দশ

রবীন ব্যানার্জী

শক্তি-সমস্যা নি-য় দুনিয়াজু-ড় ভাবনা চল-ছ। ভাবনা না ব-ল দুর্ভাবনা বলাই যথাযথ । সব -দ-শর রাষ্ট্র -নতা-দর মু-খই সদা-সর্বদা শক্তি সমস্যার কথা -শানা যা-চ্ছ । দুনিয়ার রাজনীতি আবর্তিত হ-চ্ছ শক্তির প্রাকৃতিক উৎসগুলির উপর আধিপত্য কা-য়-মর লক্ষ্য মাথায় -র-খই । দুনিয়াজু-ড় যত বিবাদ-বিসংবাদ -দখছি প্রকা-শ্য তা-ক -য না-মই ডাকা -হাক আস-ল তার -বশিরভাগই কিন্তু ওই আধিপত্য কা-য়-মর জন্যই । এই পরিস্থিতি-ত জ্বালানির প্রাকৃতিক উৎসগুলি নিঃ-শষিত হবার আ-গ মানব জাতি-ক বিকল্প ব্যবস্থা খুঁ-জ নি-তই হ-ব । কিছুদিন আ-গ পর্যন্ত এই ল-ক্ষ্য আন্তরিক প্রয়া-সর ঘাটতি ছিল । কিন্তু এখন অবস্থা বদলা-চ্ছ । এই ল-ক্ষ্য নানা ধর-নর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ-য়-ছ বা হ-চ্ছ পৃথিবীর নানান -দ-শ । এর জন্য প্র-য়াজনীয় বিনি-য়াগ হ-ত শুরু ক-র-ছ । কারণ সক-লই বুঝ-ত পার-ছ প্রাকৃতিক -তল, কয়লা বা গ্যাস এখন -য মূ-ল্য পাওয়া যা-চ্ছ, -স মূল্য আর থাক-ব না । জ্বালানির ভাণ্ডার যত নিঃ-শষিত হ-য় আস-ব, তাই নি-য় কাড়াকাড়িও বাড়-ব, বাড়-ব দামও । খুব -বশি দিন নয়, বছর বিশ-পঁচি-শ-কর ম-ধ্য আকাশ-ছোঁয়া দাম হ-ত বাধ্য এই সব জ্বালানির । এই পরিস্থিতি-ত বিকল্পশক্তি -ক্ষ-ত্র বিনি-য়াগ আর অলাভজনক থাক-ব না । আজই এই ল-ক্ষ্য পদ-ক্ষপ নি-ল ত-বই বিশ-বাইশ বছর প-র তা সর্বসাধার-ণর ব্যবহার-যাগ্য স্ত-র -পৌঁছ-না সম্ভব হ-ব ।

বিকল্প শক্তি ব্যবহা-রর -ক্ষ-ত্র প্রযুক্তিগত সব বাধা অতিক্রম করা -গ-ছ এমন নয় । ত-ব যতটুকু অগ্রগতি হ-য়-ছ তা-ক অবলম্বন ক-র কা-জ না নাম-ল কখনই পরবর্তী ধা-প -পৌঁছ-না যা-ব না । ফ-ল -য সব -দশ এই ল-ক্ষ্য কা-জ -ন-ম প-ড়-ছ তারা প্রযুক্তির খামতির কথা -জ-নই -ন-ম-ছন এবং একথাও জা-নন তারা -য এসব এখনও -বশ খরচ-সা-পক্ষ। তবু -ন-ম-ছন । আমা-দর -দ-শর অন্যান্য রাজ্যসহ পশ্চিমব-ঙ্গও পুর্ননবীকরণ -যাগ্য শক্তি সম্পর্কিত বিভাগ আ-ছ। তারা কিছু কিছু কাজ কর-ছ । তা-দর উ-দ্যা-গ সীমিত হ-লও কিছু কিছু প্রকল্প রূপায়িত হ-য়-ছ । অগ্রগতি প্র-য়াজ-নর তুলনায় সামান্য । ত-ব আমা-দর বিশ্বাস য-থষ্ট মদত -প-ল এই সমস্ত বিভাগ -দ-শর শক্তি সমস্যা -মাকাবিলায় উ-ল্লখ-যাগ্য ভূমিকা নি-ত পার-ব । এখন -দ-শর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৫ শতাংশ পরিমাণ হ-চ্ছ বিকল্প শক্তি-নির্ভর । জ্বালানি নির্ভর বিদ্যু-তর ম-ধ্য কয়লা -থ-ক পাই ৫৫.৪ শতাংশ (৬৮,৩০৮ -ম.ও.), গ্যাস -থ-ক ১০ শতাংশ (১২,৪৩০ -ম.ও.) এবং -তল -থ-ক ০.৯ শতাংশ (১,২০১ -ম.ও.) । বাকিটা -ম-ল জলবিদ্যুৎ -থ-ক । যার পরিমাণ ২৮ শতাং-শর ম-তা । -দখাই যা-চ্ছ বিকল্প শক্তি-নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর পরিমাণ খুবই সামান্য । -স সামান্য উৎপাদনটুকু হ-চ্ছ তাও -দ-শর সর্বত্র সমানভা-ব ছড়ি-য় -নই । -কা-না -কা-না রাজ্য এই ব্যাপা-র একটু এগি-য় । -বশিরভাগ রা-জ্যই এ-ব্যাপা-র এখনও য-থষ্ট উ-দ্যাগ -দখা যা-চ্ছ না ।

-গাটা -দ-শ এবং এই রা-জ্যও বিকল্প-শক্তি ব্যবহার কতটুকু বাস্তবায়িত হ-য়-ছ -স সম্প-র্ক খানিক ধারণা দি-তই এই প্রতি-বদন । এজন্য সরকারি ত-থ্যর ওপর নির্ভর কর-ত হ-য়-ছ । যদিও সরকারি ত-থ্যর নির্ভর-যাগ্যতা নি-য় সংশয় র-য়-ছ অ-ন-কর । আমা-দরও আ-ছ । তথাপি -সই ত-থ্যর ওপরই নির্ভর কর-ত হ-ব আমা-দর ।

-গাটা পৃথিবী-ত -সৌর শক্তির ব্যবহার নি-য় ভাবনা চিন্তার -ক্ষ-ত্র অগ্রগণ্য আমা-দর -দশ । এই নি-য় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হ-য়ছিল -সই ১৯৫০ সাল -থ-কই । যখন অ-নক -দ-শই এই বিষ-য় -তমন আগ্রহ -দখা যায়নি ।

-সৌরশক্তি ব্যবহা-রর জন্য প্রথ-মই প্র-য়াজন -দ-শর নানান প্রা-ন্ত -সৌর শক্তির লভ্যতা নি-য় তথ্য সংগ্রহ করা। এই কাজটাই শুরু হ-য়ছিল -সই পঞ্চা-শর দশ-ক। -গাটা -দ-শর -কাথায় কখন কতটুকু -রাদ্দুর পাওয়া -য-ত পা-র -সই ম-র্ম অনুসন্ধা-নর কাজ হ-য়-ছ। প্রস্তুত করা হ-য়-ছ -সালার radiation ম্যাপ। -সই গ-বষণালব্ধ জ্ঞান আজ ব্যবহৃত হ-চ্ছ কাশ্মীর -থ-ক কন্যাকুমারিকা ও গুজরাত -থ-ক -মঘালয় পর্যন্ত। আমা-দর -দ-শ -য পরিমাণ -সৌরশক্তি আপতিত হয় তার গড় পরিমাণ বর্গমিটার প্রতি ৫ কি-লা-ওয়াট-আওয়া-রর ম-তা এবং বছ-র ২৩০০ -থ-ক ৩২০০ ঘন্টার ম-তা সময় ধ-র পাওয়া -য-ত পা-র এই শক্তি। পরিমাণটা -নহাত কম নয়।

এই -সৌরশক্তি-ক নানাভা-ব কা-জ লাগা-না যায়। সব -থ-ক -সাজা ব্যবহার হল এর -থ-ক গরম জল প্রস্তুত করা। উপযুক্ত -সালার-কা-লক্টর ব্যবহার ক-র এর -থ-ক ৬৫ -থ-ক ৯০ ডিগ্রি -সন্টি-গ্রড তাপমাত্রার জল পাওয়া -য-ত পা-র। এই উত্তা-পর জল শিল্প-ক্ষ-ত্র নানান কা-জ ব্যবহৃত হ-ত পা-র। হ-চ্ছও। -যমন মধ্যপ্র-দ-শ -ভাপাল -ডয়ারি-ত এই পদ্ধতি-ত দি-ন ১,০০০ লিটার জল প্রস্তুত হ-চ্ছ। পশ্চিমব-ঙ্গও অন্তত ক-য়কটি -ক্ষ-ত্র এর ব্যবহার শুরু হ-য়-ছ। ন্যাশানাল জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কর-পা-রশ-নর প্রতিটি ইউনি-ট বয়লা-রর জ-লর প্রিহিটিং-এর জন্য -সালার কা-লক্টর বসা-না হ-য়-ছ। এইভা-ব কিছুটা জ্বালানি খরচ বাচা-না -গ-ছ। এর জন্য যা প্রাথমিক ব্যয় হ-য়-ছ -সটা দুবছ-রর ম-ধ্যই উ-ঠ আস-ব ব-ল অনুমান। -গ্রট ইস্টার্ন -হা-টল, -স্টট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার স্টাফ -ট্রনিং ক-লজ, পিয়ার-লস হসপিটাল, -সন্ট্রাল -ডয়ারি এবং আরও কিছু কিছু জায়গায় গরম জ-লর জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা -নওয়া হ-য়-ছ। আজ -দ-শর কিছু কিছু জায়গায় -গ-ল বাড়ির ছা-দর দি-ক তাকা-ল নজ-র পড়-ব -সালার কা-লক্ট-রর সারি। বাঙ্গা-লা-র, নৈনিতা-ল এবং গুজরা-তর নানা শহ-র -চা-খ পড়-ব এই চিত্র।

প্যারা-বালিক -সালার কা-লক্টর ব্যবহার ক-র প্রায় -দড়শ ডিগ্রি -স.-গ্র.-এর কাছাকাছি তাপমাত্রার বাষ্প তৈরি করা হ-চ্ছ কিছু কিছু -ক্ষ-ত্র। -সই আশির দশক -থ-কই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সা-য়-ন্সর তত্ত্বাবধা-ন মাই-শার সিল্ক ফ্যাক্টরি-ত এই ধর-নর কা-লক্ট-রর মাধ্য-ম ঘন্টায় ১০০ -ক.জি. পরিমাণ ১৫০ -স.-গ্র. তাপমাত্রার বাষ্প উৎপাদ-নর ব্যবস্থা হ-য়-ছ।

ভার-ত -সৌরশক্তি ব্যবহা-রর -ক্ষ-ত্র উ-ল্লখ-যাগ্য পদ-ক্ষপ ব-ল চিহ্নিত হ-য় থাক-ব রাজস্থা-নর ইন্টি-গ্র-টড -সালার কম্বাইন্ড সাইকল্ পাওয়ার -প্রা-জক্ট। এখা-ন ১০০ -মগাওয়াট লিক্যুইড ন্যাচারাল গ্যাসভিত্তিক একটি পাওয়ার প্লা-ন্টর স-ঙ্গ এক-যা-গ কাজ করার জন্য ৪০ -মগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন প্যারা-বালিক -সালার কা-লক্টর-ভিত্তিক একটি পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করা হ-য়-ছ। -সৌর-শক্তি ব্যবহা-রর -ক্ষ-ত্র এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

কিছুটা ব্যয়বহুল হ-লও -সালার -ফা-টা-ভাল্টাইক -সল ব্যবহার ক-র -সৌরশক্তি -থ-ক বিদ্যুৎ আহর-ণর দৃষ্টান্ত ক্র-ম বাড়-ছ। এ-ক্ষ-ত্র -সালার -স-লর স-ঙ্গা -স্টা-রজ ব্যাটারির বাড়তি ঝা-মলা -পায়া-তই হয়। দি-নর ভা-গ -সৌরশক্তি -থ-ক উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যাটারি চার্জ ক-র মজুত রাখ-ত হয় রা-ত ব্যবহা-রর জন্য। ফ-ল -সালার -স-লর স-ঙ্গ ব্যাটারি -কনা ও রক্ষণা-বক্ষ-ণর খরচ বই-ত হয়। তথাপি এর ব্যবহার বাড়-ছ। কারণ -যখা-ন বিদ্যু-তর লাইন নি-য় যাওয়া অসুবি-ধ -সখা-ন খরচ -বশি হ-লও এই উপায় অবলম্বন ছাড়া গতি -নই। -স কার-ণই এই রা-জ্যর সুন্দরবন এলাকায় এর প্রচলন বাড়-ছ। এখন প্রায় সব কটা দ্বী-পই দৃষ্টান্ত-মূলকভা-বই এই ধর-নর বাতি স্তম্ভ স্থাপিত হ-য়-ছ। অ-নক বাড়ি-তও রা-তর -বলায় আ-লা জ্বল-ত -দখা যা-চ্ছ। এইভা-ব আ-লাকিত সজ-নখালি টুরিস্ট লজ, পাখিরালয় -জলা পরিষ-দর বাং-লা, -গাসাবা হাসপাতাল। বিএসএফ-এর আউট-পাস্টগু-লাও -দখা যা-ব এইভা-ব আ-লাকিত। অ-নক -ক্ষ-ত্র তা-দর -রডিও ওয়্যার-লস -যাগা-যা-গর -স্টশনগু-লায় বিদ্যুৎ -জাগা-চ্ছ -সালার -সল। এই ধর-নর -সালার -সল-নির্ভর বিদ্যু-তর ব্যবহার দৃষ্টান্তমূলকভা-ব এই রা-জ্যর সব কটি -জলা-তই অল্পবিস্তর -দখা যা-ব। -দখা মিল-ব এই কলকাতা শহ-রও। পাতিপুকুর -থ-ক -ততুলতলা অবধি য-শার -রা-ডর এই রাস্তাটুকু। রা-তর -বলায় আ-লাকিত হয় এই ধর-নর প-ন-রাটি স্ট্যান্ড-

অ্যা-লান স্ট্রিট লাইট দি-য় । -যগু-লা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় সন্ধ্যায় জ্ব-ল ও-ঠ আবার সকা-ল নি-ভ যায় । সারাদিন -সৌরশক্তি -থ-ক চার্জ হয় ব্যাটারি ।

এ-দ-শ বায়ুশক্তির ব্যবহার শুরু হ-য়-ছ -সই সত্ত-রর দশ-কই। বায়ুপ্রবাহ কা-জ লাগি-য় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ-চ্ছ। মূলত -বসরকারি উ-দ্যা-গই । ত-ব অবশ্যই এর স-ঙ্গ আ-ছ প্রত্যক্ষ ও প-রাক্ষ সরকারি সহায়তা। উৎপাদিত বিদ্যুৎ -কাথাও সরকারি গ্রি-ড দি-য় -দওয়া হ-চ্ছ, আবার -কাথাও বিদ্যুৎ বাবহারকারী-দর ম-ধ্য সরাসরি বন্টিত হ-চ্ছ । খরচ পড়-ছ ইউনিট প্রতি দু -থ-ক -সায়া দুটাকা। প্লান্ট বসা-নার খরচ -মগাওয়াট প্রতি পাঁচ -কাটি টাকার ম-তা । সরকারি হি-সবম-তা, এ-দ-শ বায়ুশক্তি -থ-ক প্রায় ৪৫০০০ -মগাওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ-ত পা-র । এর ম-ধ্য ১৩০০০ -মগাওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ খুবই লাভজনকভা-ব উৎপাদিত হ-ত পা-র । ত-ব এখনও পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ি-য়-ছ ১৬৪০ -মগাওয়াট । এ-তই বায়ুশক্তি -থ-ক বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর -ক্ষ-ত্র বি-শ্ব ভার-তর স্থান পঞ্চম । জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাজ্য, -ডনমার্ক ও -স্প-নর প-রই ভার-তর স্থান । বি-শ্বর সর্ববৃহৎ ৪২৫ -মগাওয়া-টর উইন্ড-ফার্ম ভার-ত তামিলনাড়ুর মুপান্ডাল--পরাঙ্গুরি অঞ্চ-ল অবস্থিত । মহারা-ষ্ট্রর সাতারা -জলায় ব-স-ছ ২৫০ -মগাওয়া-টর উইন্ড-ফার্ম । রাষ্ট্রিয় সংস্থা এনটিপিসি ও এনএইচপিসি-র -যৌথ উ-দ্যা-গ কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু-ত বস-ছ বায়ুশক্তি-নির্ভর বিদ্যুৎ -কন্দ্র । এক নজ-র বায়ুশক্তি -থ-ক বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর রাজ্যওয়ারি হি-সবটা এই রকম । তামিলনাড়ু ৮৫১, মহারাষ্ট্র ৪০০.২, গুজরাত ১৬৬.৯, অন্ধ্রপ্র-দশ ৯২.৬, কর্ণাটক ৬৯.৬, মধ্যপ্র-দশ ২২.৬, রাজস্থান ২২.৪, -করল ২, পশ্চিমবঙ্গ ১.১ এবং অন্যান্য রাজ্য ১.৬ । ওপ-রর সংখ্যাগু-লা সব -মগাওয়া-ট উৎপাদন ক্ষমতা ধর-ত হ-ব ।

এই ধর-নর বিদ্যুৎ -ক-ন্দ্রর জন্য প্র-য়াজনীয় টারবাইন এখন -দ-শই উৎপাদিত হ-চ্ছ । প্রায় বা-রাটা -কাম্পানি আ-ছ যারা এই ধর-নর টারবাইন বা আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি উৎপাদ-ন নিযুক্ত । সব -থ-ক উ-ল্লখ-যাগ্য বিষয় হল এই টারবাইন-প্রযুক্তির আশি শতাংশই -দ-শ উদ্ভাবিত ।

এখা-ন উ-ল্লখ্য বায়ুশক্তি ব্যবহার ক-র বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর সম্ভাবনা নি-য় -য সরকারি হি-সব ওপ-র -দওয়া হ-য়-ছ -সটা উচ্চ-গতি-সম্পন্ন বায়ুপ্রবা-হর -থ-ক -য বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ-ত পা-র তার হি-সব । -সখা-ন তুলনামূলকভা-ব অনুচ্চ গতির বায়ুপ্রবাহ -থ-ক -য -ছাট -ছাট উইন্ড-ফার্ম গ-ড় উঠ-ত পা-র তার হি-সব ধরা হয়নি । এই ধর-নর -কন্দ্র -থ-ক উৎপন্ন বিদ্যুৎ সরকারি গ্রি-ড তু-ল -দওয়া যা-ব না । -সই কার-ণই এগুলি-ক হি-স-বর ম-ধ্য ধরা হয়নি । কিন্তু এর -থ-ক উৎপন্ন বিদ্যুৎ স্থানীয়ভা-ব ব্যবহার করা -য-তই পা-র । গ্রামীণ বিদ্যুৎ সরাবরা-হর কাজ চল-ত পা-র । এই অল্পগতি সম্পন্ন বায়ুশক্তি ব্যবহা-রর কথা ধরা হ-ল ওপ-র -য হি-সব -দওয়া হ-য়-ছ, এর তিন -থ-ক চার গুণ পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া -য-ত পা-র এই -দ-শই । ত-ব এর জন্য বি-শষ ধর-নর টারবাইন লাগ-ব । -সটা এমন কিছু সমস্যা হবার নয়।

বিকল্প শক্তি ভান্ডা-র আর একটি উৎস হল 'বা-য়ামাস' । একটি অনুমা-ন বলা হ-য়-ছ, এ-দ-শ নানা ধর-নর কৃষিজ অবশিষ্ট ও আবর্জনা -থ-ক উৎপাদিত হ-ত পা-র ১৬,০০০ -মগাওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ । আর আ-খর ছিব্-ড় -থ-ক তৈরি হ-ত পা-র আ-রা ৩৫,০০ -মগাওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ । এটা অনুমান মাত্র । ত-ব ইতিম-ধ্য ৪২০ -মগাওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর ম-তা প্লান্ট বসা-না হ-য় -গ-ছ । এবং ৪৮৮ -মগাওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম প্লান্ট বসা-নার কাজ প্রায় -শষ হ-য় এ-স-ছ । আশা করা যায়, ২০০৭-এই এর উৎপাদন শুরু হ-ব । -ছা-টা ব-ড়া শহ-রর আবর্জনাও এই কা-জ ব্যবহৃত হ-ত পা-র । একটি অনুমা-ন বলা হ-য়-ছ, এর -থ-ক উৎপাদিত হ-ত পা-র ১৭,০০ -মগাওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ । ত-ব ২০০২ সাল পর্যন্ত হি-স-ব বলা হ-চ্ছ, এর -থ-ক উৎপাদন হ-চ্ছ মাত্র ১৯ -মগাওয়াট পরিমাণ । জলবিদ্যুৎ বল-ত বাঁধ দি-য় জল ধ-র -র-খ বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর কথাই ম-ন আ-স । কিন্তু জল প্রবাহ -থ-ক অন্যভা-বও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় । নদীর খাড়ি অঞ্চ-ল -জায়ার-ভাটায় জ-লর প্রবাহ-ক কা-জ লাগি-য়। পশ্চিমব-ঙ্গ সুন্দরবন অঞ্চ-ল এই ধর-নর

বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর সম্ভাবনা র-য়-ছ । এ-ক্ষ-ত্র -জায়ার-ভাটার অন্তর্বর্তী ঘন্টা দু-য়ক সময় বাদ দি-য় বাকি সম-য় জ-লর প্রবাহ-ক কা-জ লাগা-না যায় । -জায়ার আর ভাটা এই দুই সম-য় জলপ্রবা-হর দিকটা শুধু উ-ল্ট যা-ব । এই ধর-নর বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা এখনও না হ-লও, এর সম্ভাব্যতা নি-য় বিচার-বি-বচনা চল-ছ । ত-ব এ-ক্ষ-ত্র নদীর গতিপ-থর ওপর এর প্রভা-বর বিষয় নি-য় আরও ভাবনাচিন্তা করার প্র-য়াজন আ-ছ । ত-ব যদি এই সম্ভবনা-ক কা-জ লাগা-না যায় তাহ-ল দক্ষিণব-ঙ্গর সুন্দরবন অঞ্চ-লর বিদ্যুৎ চাহিদা পু-রাপুরি -মটা-না সম্ভব হ-ব এবং -সখা-ন নানা ধর-নর শিল্প স্থাপন ক-র -সখানকার অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব ব-ল ম-ন হয় ।

জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা আরও ক-য়ক দশক চালি-য় নি-য় যাওয়া সম্ভব হ-লও অব-শ-ষ বিকল্প শক্তির উৎস সন্ধান কর-তই হ-ব । -সটা আ-গভা-গ শুরু করাটা বুদ্ধিমা-নর কাজ । ওপ-রর -দওয়া হি-সব -থ-ক -দখা যা-চ্ছ, বায়ু-শক্তি ব্যবহা-রর -ক্ষ-ত্র আমা-দর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রা-জ্যর তুলনায় অ-নকটাই পিছি-য় আ-ছ । এই পশ্চাদপদতা -ঘাচা-ত এখনই উ-দ্যাগী হওয়া উচিত আমা-দর । পরিকল্পনাকার-দর উচিত এই দি-ক নজর -দওয়া । এই রা-জ্য বায়ু-শক্তি নির্ভর বড় বিদ্যুৎ -কন্দ্র গড়া অসুবি-ধর হ-ল, -ছা-টা -ছা-টা ইউনিট বসা-নার উ-দ্যাগ -নওয়া -য-তই পা-র । এই ধর-নর উ-দ্যাগ যত শীঘ্র -নওয়া যায় ততই মঙ্গল । কারণ হা-ত সময় কিন্তু ক-ম আস-ছ । □

A I M B E E

36/1/1 Tangra Road, Kolkata 700 015, Ph : 2329 3757

Service for

Pest control Dusting & Cleaning Book Preservation
Extermination of White Ant Treatment
Termite Control & General Order Supply

References

Calcutta University Departments (Departments, Libraries, Laboratories, Accounts Office, etc.), College Libraries & Laboratories Banks Central & State Government Offices

প্রস্তাবিত পরমাণু প্রকল্প ঘিরে আন্দোলিত হরিপুর

প্রদীপ দত্ত

হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার কথা শুনে সেখানে প্রথম গিয়েছি ২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৬। মনে আছে, কলকাতাতে সকাল থেকেই ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি। যাওয়া আসার পথে গোটা রাস্তা জুড়েই তাই। সকাল সাড়ে আটটায় রওনা হয়ে জুনপুটে পৌঁছলাম একটার পরে। সেখানে (েতমজুর সমিতি ও মহিলা সমিতির প(থেকে পরমাণু চুল্লির বিপদ নিয়ে দু-চারদিন ধরে লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন সন্দীপ ও অমিতা।

এরই মধ্যে ন্যাশনাল ফিস ওয়ার্কার্স ফোরামের সর্বভারতীয় চেয়ারম্যান হরেকৃষ(দেবনাথ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তার বক্ত(ব্য, আসুন কিছু করা যাক। এসইজেড ও সিইজেড নিয়ে সমুদ্রের তটভূমি বিপন্ন। মৎসজীবীরা বিপন্ন। তার ওপর এ কী বিপদ, বলে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়বে। সেখানে মৎসজীবীদের বড় সংগঠন রয়েছে। তারা আন্দোলনে নামছেন। আমরাও যেন তৈরি থাকি, পরমাণু চুল্লির বিপদটা বুঝিয়ে বলতে হবে।

(েতমজুর সমিতির ডাকে ওই এলাকায় যাবার সুযোগ এল তার আগেই। বিকেল চারটে নাগাদ বৃষ্টির মধ্যেই মিটিং শু(হল। মাছ বাছাই, নৌকো সারাই ইত্যাদি কাজের জন্য সরকার একসময় জুনপুটে কয়েকটা বড় বড় কংত্রি(টের আচ্ছাদনসহ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছিল। তারই একটাতে সভা বসল। সেখানে দেড়-দুশো লোক ধরে। বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগছে। আশপাশের চালাগুলোতেও মানুষ ভিড় করে বক্ত(ব্য শুনছে। কেউ কেউ খোলা মাঠে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই শুনলেন আর আমাদের নিয়ে যাওয়া বই-পুস্তিকাও কিনলেন।

এরই মধ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের, কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট জোন এবং স্পেশাল ইকনমিক জোন গঠনের প্রস্তাব বাতিলের দাবিতে কাঁথি মহকুমা খাটি-মৎসজীবী উন্নয়ন সমিতি ৫ থেকে ১২ অক্টোবর লাগাতার প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করে।

৫ নভেম্বর ২০০৬-এ কাঁথি মীনভবন চত্বরে প্রতিবাদ সভা হয়। ৮ অক্টোবরে শৌলাখটি থেকে জুনপুট খটি পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল পরিত্র(মা করে। ৯ নভেম্বর জলধা খটিতে প্রতিবাদ সভা হয়। ১০ তারিখে হরিপুরে বড় প্রতিবাদ সভা হয়। ১১ তারিখে কাঁথি মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন এবং কাঁথি প্রধান ডাকঘরের কাছে পথসভা। ১২ নভেম্বর দীঘা বাইপাস মোড়ে এক ঘণ্টার পথ অবরোধ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল।

১০ অক্টোবর তারিখে হরিপুরের মিটিং-এ যাবার সুযোগ না থাকলেও ২৮ অক্টোবর গেলাম দাদন পাত্র বার। দীঘার রাস্তায় চাউলখোলা মোড় থেকে বাঁদিকে চলে যেতে হয়। পাশেই মান্দারমণি, পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। দাদন পাত্র বার মৎসজীবী ইউনিয়নের কাজকর্মের বড় কেন্দ্র। যেখানে গিয়ে উঠলাম তা সমুদ্র উপকূলে শেষ বাড়ি। ছোট-খাটো মিটিং, চার-পাঁচজনের থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীকৃষ(বাবুর বাড়ি এই অঞ্চলে। আর থাকেন লক্ষ্মী মাঝি, লক্ষ্মীদি। কালো কুচকুচে চেহারা, মলিন পোশাক, তৃণমূলে কাজ করা নেত্রী। মৎসজীবীদের প্রতি নানা অবহেলার প্রতিবাদে কাঁথি শহরে বহুদিন অনশনে ছিলেন। সেই অনশন ঘিরে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৯৭ সালে 'জল বাঁচাও, তট বাঁচাও, উপকূলের লোক বাঁচাও' এই (-াগান নিয়ে ২২ দিন পায়ে হেঁটে দীঘা থেকে বাংলাদেশের সামসের গঞ্জ সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত অতিত্র(ম করেছেন। সঙ্গী ছিলেন জনাপঞ্চাশেক মহিলা-পু(ষের এক বাহিনী। পরিবেশ সুর(ার বিশেষ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৯৯ সালে গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনাল তাকে 'ফ্রেন্ড অফ দ্য প্ল্যানেট' সম্মানে ভূষিত করে। এ হেন মহিলা সভা চলাকালীন ত্র(মাগত খালি জলের জগগুলো ভরে আনছিলেন। বাকি সময় মনোযোগভরে সভায় অংশ নিলেন।

মৎস্যজীবী গ্রামে ঘোরার সুযোগ আগে কখনো হয়নি। এদিকে উপকূলের যে কোনো মৎস্যজীবী বসতিতে শুকনো

মাছের (শুটকি) কটু গন্ধ থাকবেই। ধীরে ধীরে তা অবশ্য সয়ে যায়। সুন্দর আবহাওয়া। মাঠে প্লাস্টিকের চেয়ার পেতে বসলাম। চারদিকে দোকানপাট। বেশির ভাগই বন্ধ। শুকনো পাতা আরে খড় বুনে চাটাই তৈরি হয়েছে। তা দিয়ে নৌকোর মধ্যে ঘর তৈরি হয়, সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে কোনোটা বিছিয়ে কোনোটা গায়ে চাপা দিয়ে শোয়। গরম হয়, সস্তাও।

মোবাইল বিক্রি হয়, টেলিফোন বুথ রয়েছে। ফোন কল করা যায়, দুটাকার বিনিময়ে ফোন রিসিভও করা যায়। সন্ধ্যায় সবাই, মূলত পুরুষেরা এ অঞ্চলেই ঘোরাফেরা করে, ফোন এলে মাইকে নাম ধরে ডেকে নেয়। সন্ধ্যার পর থেকে জায়গাটা সরগরম। পরেরদিন সূর্য ওঠার আগেই সমুদ্র সৈকতে গেলাম, মৎসজীবীদের কাজকর্ম, ব্যস্ততা দেখলাম। এসময় সমুদ্রে মাছ উঠছে না। কুচো চিংড়ির সঙ্গে অল্প-বিস্তর ছোটমাছ— এক-আধটা লইট্যা বা ভোম্বলা।

পাশেই মান্দারমণি। সেখানে একেবারে সমুদ্রের ওপরই হোটেল গজিয়ে উঠছে, সৈকতের পরিবেশ নষ্ট করছে কেওড়া ঝাড়, বালিয়াড়ি সাফ করে ইট-কংক্রিটের বড় বড় হোটেল তৈরি হচ্ছে। যেন প্রতিযোগিতা চলছে কে বেশি সমুদ্রের কাছে থাকবে। সাড়াসাড়ি বান এলে হোটেল জলমগ্ন হবে, দু-চার দশকের মধ্যে ঝড়-ঝঞ্ঝা নিশ্চয়ই হবে, সেক্ষেত্রে হোটেলের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সমুদ্রের এত কাছে হোটেল দৃশ্যদূষণও বটে। ঢিল ছুঁড়লে সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। কোন্ তাড়নায়, কী বুদ্ধিতে এমন ঘটছে?

জল খাবারের পর আলোচনা শুরু হল। আটত্রিশটা মৎস খাটির সভাপতি ও সম্পাদক আমন্ত্রিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন জনা পঞ্চাশেক। লেখাপড়া কম-জানা অথবা একেবারেই না জানা মৎস্যজীবীদের আলোচনার আগ্রহ ও মনোযোগ দেখে অবাক হলাম। দুপুর একটায় মধ্যাহ্ন ভোজন। কথায় কথায় বলেছিলাম ছোট মাছ খাব। মাছ খাইয়ে মেরে ফেলার জোগাড়। তাপরা, রুলি, পাটিয়া— নানা সুস্বাদু মাছ— ভাজা, ঝোল, ঝাল, অম্বল। কলকাতায় এসব মাছ পাওয়া যায় না। জীবনে এই প্রথম খেয়ে লজ্জা পেলাম। আবার আলোচনা শুরু। সারাদিনের আলোচনার শেষেও শ্রোতাদের প্রশ্ন, জানার আগ্রহ, মনোযোগ দেখে মুগ্ধ হলাম।

১৭ নভেম্বর খবর পেলাম নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনের ১০ জন প্রতিনিধির একটি দল হরিপুরে প্রস্তাবিত পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের স্থান পরিদর্শনে এসেছিলেন। জুনপুট সী-ডাইক বাজার মোড়ে হাজার হাজার মানুষ যার অর্ধেকের বেশি মহিলা, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের পথ অবরোধ করে। শত চেষ্টাতেও অবরোধ ওঠানো যায়নি। প্রশাসনের উদ্যোগে সেদিন রাতে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে সভা ডাকা হয়। সেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় পরের দিন সকালে ফের সভা ডাকা হয়। এরপরও বিষয়টি নিস্পত্তি না হওয়ার ১৮ নভেম্বরও ওই পরিদর্শক দল প্রস্তাবিত এলাকার যেতে পারেননি। বাধ্য হয়ে কলকাতার ফিরে এসে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে যৌথভাবে ঘোষণা করেন যে, উপগ্রহ ছবির সাহায্যে পাওয়া প্রয়োজনীয় তথ্য থেকেই সিদ্ধান্ত নেবেন। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হরিপুরেই স্থাপন করা হবে। উল্লেখ প্রয়োজন যে, এই অঞ্চলটিকে 'মাছের ঝুড়ি' বলা হয়—মাছ এবং সব্জি উৎপাদনে এই এলাকা বিশিষ্ট। হরিপুরের পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট হাজার মৎস্যজীবী, কৃষক পরিবার থাকেন। পর্যবেক্ষকদের অঞ্চলে ঢোকার চেষ্টা এবং খবরের কাগজে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মৌচাকে ঢিল মারার সামিল হয়েছে। সেই থেকে সেখানে বিপুল কর্মকাণ্ড চলছে।

২০.১১.০৬ সকালে বাড়ি থেকে রওনা হয়ে প্রথমে গেলাম কাঁথিতে মাছ বিক্রেতাদের বাৎসরিক সম্মিলনে। দুপুরে খাবার খেয়ে চারটের সময় সোজা জুনপুট সী ডাইক বাজার। সোজা গেলে জুনপুট বাসস্ট্যান্ড, আরও গেলে জেলেবস্তি পেরিয়ে সমুদ্র। সী-ডাইক থেকে ডানদিকে গেলে হরিপুর। বাজারের মোড়ে এক কোণে মঞ্চ। তিন দিকে কয়েক হাজার নারী-পুরুষ। ১৭, ১৮ এই দুদিন, ৪৮ ঘণ্টা, রাত জেগে তারা এখানেই অভুক্ত অবস্থায় বসেশুয়ে ছিলেন। ঘরে উনুন জ্বলেনি। উদ্বেগ আতঙ্ক আর প্রতিজ্ঞা চোখেমুখে কথাবার্তায় ধরা পড়ে। এদিনের মিটিং-এর আয়োজক ছিল ক্ষেতমজুর সমিতি ও মহিলা সমিতি। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে একটি কমিটি ও শতাধিক কর্মীর নাম ঘোষণা করা হয়।

পরের দিন ২১.১১.০৬ বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উপলক্ষে ন্যাশনাল ফিস ওয়ার্কার্স ফোরাম ও কাঁথি মহকুমা খটি মৎসজীবী উন্নয়ন সমিতির এক বিশাল মিছিল হরিপুরে পরমাণু চুল্লির বিরোধিতা করে কাঁথি শহর পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে টাউন হল্-এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। টাউন হল্-এ স্থানের

(বারো-তেরশো) অপ্রতুলতার জন্য মিছিলে অংশগ্রহণকারী দূর-দূরান্তের বেশিরভাগ মানুষই চলে যেতে বাধ্য হন। প্রস্তাবিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রই ছিল আলোচনার মূল বিষয়। দাবি হরিপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করতে হবে।

এরপর ২৮ নভেম্বর ন্যাশনাল ফিস ওয়ার্কার্স ফোরাম ও কাঁথি মহকুমা খটি মৎসজীবী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে জুনপুট বাসস্ট্যান্ডের মাঠে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জুনপুট, হরিপুর, বগুরান জলপাই, সউলা, বিচুনিয়া, কাদুয়া, গোপালপুর, দেশদত্ত বার, আলদারপুট, মজিলপুর ইত্যাদি গ্রামের প্রায় হাজার পনেরো মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে আওয়াজ ওঠে—পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ কর। সেখানে স্থানীয় বিধায়ক-সহ উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ ও পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নানা ব্যক্তি(ও প্রতিনিধিরা। এই সভায় জন্ম হয় 'হরিপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রতিরোধ আন্দোলন' সংগঠনটির।

ডিসেম্বরের প্রথমে প্রায় দেড়শো সাইকেলের এক মিছিল হরিপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প বিরোধী (ে-াগান ও বক্ত(ব্য সহযোগে মজিলপুর, বাজুনিয়া-সহ তিনটি পঞ্চায়েত এলাকা পরিত্র(মা করে।

৮ ডিসেম্বর স্থানীয় বিধায়কের ডাকে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের এক মিছিল পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরোধিতা করে নানা (ে-াগানসহ জুনপুট থেকে কাঁথি পর্যন্ত পরিত্র(মা করে।

১৭ ডিসেম্বর 'হরিপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রতিরোধ আন্দোলন'-এর আহ্বানে কাঁথির টাউন হল্-এ সারাদিনব্যাপী এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। বিধায়কসহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানী, অধ্যাপক ও বিশিষ্টজনেরা।

১৯ ডিসেম্বর কাঁথির রাও বিত্রি(য়েশন ক্লাবে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের সমর্থনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্ত(ব্য রাখেন মন্ত্রী সুভাষ চত্র(বর্তী, সাংসদ ল(ণ শেঠ, সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদক সুধীর গিরি, কাঁথির সাংসদ প্রশান্ত প্রধান প্রমুখ। হাজির ছিলেন প্রায় পাঁচশো শ্রোতা। অন্যদিকে শহরের একাধিক অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস এই প্রকল্পের বি(দ্ধে পথসভা করে। মন্ত্রী ও সাংসদ দীর্ঘসময় পথে আটকে ছিলেন। বিকেলে রাও বিত্রি(য়েশন ক্লাবে সভা চলাকালীন মহকুমা হাসপাতালের আউটডোর মাঠে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের বি(দ্ধে হাজার তিনেক মানুষের উপস্থিতিতে বক্ত(ব্য রাখেন বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। ২৮ ডিসেম্বর বইমেলার উদ্বোধন উপল(মহাশ্বেতা দেবী কাঁথি গিয়েছিলেন। সকালে তিনি হরিপুরে যান এবং কয়েকশো মানুষ নিয়ে পর পর দু-জায়গায় কথাবার্তা বলেন, সভা করেন। ১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় হরিপুর থেকে জুনপুট বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এক বিশাল মশাল মিছিল পরিত্র(মা করে। সমুদ্রবাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে মিছিলের মুখ যখন জুনপুট পৌঁছয় শেষের অংশ তখন হরিপুর থেকে যাত্রা শু(করেনি (দূরত্ব এক কিলোমিটারেরও বেশি)। মিছিল শেষে বিধায়ক ও কাঁথির পৌরপিতার উপস্থিতিতে মৎসজীবী সংগঠনের নেতাদের নামে মিছিলকারীরা হরিপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রতিরোধের শপথ নেন।

২ জানুয়ারি কাঁথি বইমেলায় পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়। শ্রোতাদের ভিড় ও উৎসাহ ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে তাদের কয়েকজনের অতি উৎসাহে মাঝপথেই সভার কাজ বন্ধ করে দিতে হয়।

বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী ও পৌরসভার আয়োজনে ৫ জানুয়ারি কাঁথি পৌরসভা ডরমেটরি মাঠে এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় স্কুল কলেজের বেশ কিছু প্রাক্ত(ন ও বর্তমান শি(ক-শি(কা ও ছাত্রছাত্রীরা। বিকেল পাঁচটায় সভা শু(হয়ে চলে প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটা পর্যন্ত। সেখানে কলকাতার কয়েকজন বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

৬ জানুয়ারি কাঁথির বুদ্ধিজীবীদের আহ্বানে আয়োজিত হয় এক নাগরিক কনভেনশন। হল ভর্তি লোকের মধ্যে উপস্থিত ছিল স্কুল-কলেজের শি(ক-শি(কা ও ছাত্র-ছাত্রীরাও। বিকেল চারটেয় সভা শু(হয়ে চলে প্রায় সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত। সভার প্রস্তাবে পরমাণু চুল্লির তেজস্(য় দূষণ এবং ব্যাপক মানুষের উচ্ছেদের পরিপ্রে(তে পরমাণু প্রকল্পের বিরোধিতা করার অঙ্গীকার করা হয়।

এই লেখা প্রকাশের আগে জেনেছি, ১৫ জানুয়ারি থেকে দু-সপ্তাহের জন্য মৎসজীবীদের সর্বভারতীয় নেতা টমাস কোচরি সহ ভিনপ্রদেশের কয়েকজনের একটি দল সেখানকার গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রকল্পের বিরোধিতা করে বক্ত(ব্য রাখবেন। এই প্রচার চলবে প্রায় দু সপ্তাহ ধরে। □

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিছু প্র(ে, কিছু প্রস্তাব

শ্রী তপন কুমার দাস

হরিপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রতিরোধ আন্দোলন-এর পরে ২৪ নভেম্বর ২০০৬ কাঁথি টাউন হল-এ একটি নাগরিক কনভেনশন আয়োজিত হয়েছে। এই সভায় স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শি(ক শ্রী তপন কুমার দাস একটি লিখিত প্রতিবেদন পাঠ করেন। এই প্রতিবেদন তিনি প্রকল্পের উদ্যেক্ত(া তথা পরমাণু শক্তি(কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশে কিছু প্র(ে রাখেন এবং কিছু প্রস্তাবও দেন। সেই অংশটি এখানে প্রকাশিত হল।

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সপ(ে সরকারি প্রচার, সরকার সমর্থিত বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রচার, সংবাদপত্রগুলির প্রচার থেকে এসব বৃত্তান্ত জেনে এ অঞ্চলের মূর্খ ছাপোষা অধিবাসী হিসাবে আমরা মাননীয় সরকার বাহাদুর, তাঁদের রাজনৈতিক দল এবং তাঁদের উপদেষ্টা হয়তো-বা পোঁ-ধরা বিজ্ঞানীদের কাছে নিম্নলিখিত প্র(েগুলির সদুত্তর চাইছি।

এক, গত দশ বছর মহাকাশে উৎ(িপ্ত আমাদের কয়েকটি উপগ্রহ যাত্রাপথেই ধ্বংস হল কেন?

দুই, অগ্নি উৎ(েপণ ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

তিন, রেডিও ও টিভি সম্প্রচার ঘন ঘন বিঘ্নিত হয় কেন?

চার, এত ঘন ঘন ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটছে কেন?

পাঁচ, সরকার প্রদত্ত সিল করা কৃষিবীজ মাঝেমাঝে অঙ্কুরিত হয় কেন?

ছয়, কয়লা খনিতে কর্মরত অবস্থায় এত কর্মী ও ইঞ্জিনিয়ার মারা যায় কেন?

সাত, তৈল খনিতে এবং গ্যাস লাইনে আগুন লাগে কেন?

আরও একশ প্র(ে করতে পারি। কয়েকটি মাত্র নমুনা রাখলাম ধোলাইকারী মগজকে কিছু কাজ দেবার জন্য।

এরপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাঁদের জানা আছে কিনা! থাকলে কিভাবে তাঁর মোকাবিলা করবেন এবং অগ্রসর হবেন তাও আমরা জানতে চাই প্রসঙ্গত্র(মে।

১. বর্তমানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তি(র কুড়ি শতাংশ পরিবহণ তারে অপচয় হয়ে যায়। এই অপচয় রোধের উপায় বা প্রযুক্তি(উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হচ্ছে কি?

২. পরমাণু চুল্লি বড়জোর ত্রিশ বছর কাজ করতে পারে। তার পরমায়ু অন্তত দেড়শ বছর করার কোনো উপায় উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে কি?

৩. বন্ধ হওয়া পরমাণু চুল্লি ও তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল চিরকালের জন্য অব্যবহার্য ও পতিত হয়ে যায়। এর প্রতিকারের জন্য কী ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে?

৪. বন্ধ হওয়া পরমাণু চুল্লিকে সুর(িত রাখার জন্য কত অর্থ, শ্রম এবং সময় অপব্যায়িত হয়।

৫. পরমাণু চুল্লি স্থাপন করতে এবং আপাত সুর(া বিধানের ঝুঁকি কতখানি? এর জন্য লগ্নিকৃত অর্থ কিভাবে পুন(দ্ধার হবে?

৬. পরমাণু চুল্লি চালু থাকার সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন মূল্য অপে(া কম হয় না, বরং বেশি হয়। এই ভর্তুকির টাকা কোথা থেকে আসবে?

৭. চেরনোবিল (ইউত্রে(ন) ঘটনার পরে সারাবি(ে নতুন করে আজ পর্যন্ত কটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

৮. পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের টাকার জন্য সৌর বিদ্যুৎ, সমুদ্র বিদ্যুৎ এবং ভূগর্ভতাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় করলে লাভ হবে না (তি হবে?

৯. বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের গবেষণার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে কি?

১০. উন্নত দেশগুলি কেবল প্রতির(ার ও গবেষণা ছাড়া অন্য কাজের জন্য পরমাণু প্রকল্প যে সময় পরিত্যাগ করেছে সেই সময়ে এখন আমাদের দেশে এখন অত্যুৎসাহ কেন?

১১. বিদ্যুৎ যোগান বহাল রাখার জন্য যদি প্রতি ত্রিশ বছর

পরে নতুন পরমাণু কেন্দ্র গড়তে হয় তবে আগামী একশ বছর পরে কত জমিজায়গা পতিত ও অনাবাদযোগ্য হয়ে যাবে? তখন মানুষগুলো ঘর করবে কোথায়, এবং খাদ্যের জন্য চাষ করবে কোথায়?

১২.হরিপুর থেকে ২০ কিমি দূরে এগরা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সব কর্মী ও র(ীদের আবাসনস্থল গড়া হবে। নিরাপদ সাড়ে ৩ কিমি দূরে কেন সমস্ত কর্মী ও বৈজ্ঞানিকদের স্থায়ী আবাসস্থল হচ্ছে না?

সর্বোপরি আলোচ্য-প্রসঙ্গে পরম্পরা সূত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় ও সং(-ষ্ট-জনসাধারণের প্রস্তাবগুলি মাননীয় সরকার বাহাদুর মেনে নিলে আমরাও হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের সিদ্ধান্ত সানন্দে মেনে নেব।

১. সাড়ে ৩ কিমি নয়, পুরো ২০ কিমি ব্যাসার্ধের ভূমি অধিগ্রহণ করে বর্তমানে অধিবাসীদের তুলে দিতে হবে।

২. প্রকল্পের সমস্ত কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক এবং র(ীদের আবাস গৃহ সাড়ে ৩ কিমি ব্যাসার্ধের সীমা থেকে বাড়াতে হবে।

৩. ২০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী স্থানগুলি যথেষ্ট মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। এ অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানীয় জল এবং অন্যান্য ব্যবহার্য জল পর্যাপ্ত পরিমাণ রয়েছে। প্রকল্পের কর্মীদের আবাসনের পর থেকেই তৈরি করতে হবে প্রচুর সুরম্য অট্টালিকাময় ভিআইপি বসত এলাকা, পার্ক, মার্কেট কমপে-ক্স, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। বর্তমান শাসক সরকারের সমস্ত মন্ত্রী, কর্মসচিব, উচ্চপদস্থ আমলা, শাসক রাজনৈতিক দলগুলির সমস্ত প্রথম ও দ্বিতীয় সারির নেতার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবার এই ভিআইপি বসত এলাকায় বাধ্যতামূলকভাবে বসবাস করবে।

৪. প্রকল্প কর্মীদের এবং ভিআইপি পরিবারবর্গকে এই অঞ্চলের উৎপাদিত খাদ্য বাধ্যতামূলকভাবে খেতে হবে। যতটুকু অভাব পড়বে কেবল ততটুকুই বাইরের অঞ্চল থেকে সরবরাহ করা হবে।

৫. দেশে (প্রধানত শহরের) মৌলিক স্বার্থের জন্য যখন ২০ কিমি দূরত্ব পর্যন্ত অধিবাসীরা বাসস্থান ত্যাগ করবেন তখন কলকাতা এবং বড় বড় শহরের বর্তমান সরকার গঠনকারী দলগুলি, মন্ত্রী, আমলা, নেতা, নেত্রীদেরও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। আর এই মহত্ত্ব দেখাতে হবে, তাঁদের স্বনামে-বেনামে শহরে এবং অন্যত্র যত বাড়িঘর জমি জিরেৎ আছে সব খাস ঘোষণা করে। তবে তাঁদের কর্মস্থলে নিজ নিজ ব্যক্তি(গত বিশ্রামের জন্য (নিতান্ত প্রয়োজন বোধে) দুটি ক(ে র মালিকানা রাখতে পারবেন।

৬. দখলে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের মধ্যে যে সব পরিবার শহরে যেতে চাইবেন তাঁরা কলকাতা ও অন্যান্য বড় বড় শহরের খাস হওয়া বাড়িগুলিতে আনুপাতিক (তিপূরণের হারে ঘর বা ক(পাবেন। আর যারা শহরে যেতে চাইবেন না তাদের ২০ কিমি বৃত্তের বাইরে কিছু জমি কিনে দেওয়া যেতে পারে। তাঁরা পরমাণুকেন্দ্র অঞ্চলে দোকান পাট, খেতমজুরি, মুটেগিরি, রিক্সাচালানো ইত্যাদি কাজ করার জন্য ওই কিনে দেওয়া জমিতে বাড়ি বানিয়ে বাস করবেন। সরকারি যে গাড়িগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মচারীরা ২০ কিমি দূরে থেকে দৈনিক পরিবহণের কাজ করত সেই সব গাড়ি তখন ওই সব মজুর চাকর-বাকর, দোকানদারদের প্রতিদিন নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়ার কাজ করবে।

৭. বর্তমানে শাসক রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার থেকে জানা যাচ্ছে, এখানে পরমাণুবিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে নাকি সব মৎসজীবী এবং উৎখাত হওয়া গ্রামবাসীদের জন্য কাজের ব্যবস্থা মায় কমবেশি মোটামুটি মাইনের কোনো না কোনো চাকরি ওই পরমাণুকেন্দ্রে করে দেওয়া হবে। মাননীয় সরকার যদি এদের (তিপূরণের টাকায় ২০ কিমির বাইরে পরিবার পিছু ৮ ডেসিবেল জায়গা কিনে দিয়ে মাথা গুঁজবার মতো যাহোক একটা করে বাড়ি দেন এবং এদের সকলের কাজের ব্যবস্থা করেন তবে আমাদের এলাকার মানুষ কৃতার্থ হয়ে যাবে এবং ধন্য ধন্য করে জন্ম জন্ম ধরে এই সরকারকে ভোট দিয়ে চিরকাল গদিতে বসিয়ে রাখবে।

পরিশেষে উপরের প্রস্তাবগুলো সরকার ও শাসক দলগুলি মেনে নিলে দেশের যত (তিই হোক না কেন, পরিবেশ যতই দূষিত হোক না কেন, বিরোধী দলগুলি আমাদের মাথা যতই চিবোনোর ব্যবস্থা ক(ন না কেন, আমরা সে সবকে থোড়াই কেয়ার করে মহানুভব শাসকগোষ্ঠীর দাসানুদাস হয়ে বেঁচে থাকব, এই মর্ম-নিঙড়ানো প্রতিশ্রুতি অকপটে দিচ্ছি। □

বি জ্ঞা ন ক র্মী দে র সা ম নে চ্যা লে ঞ্জ

আর্সেনিকমুত্ত(স্বাস্থ্যকর ভূগর্ভ জলোত্তোলনের সস্তা ও সুপরিবেশীয় প্রযুক্তি(উদ্ভাবন

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

আন্তর্জাতিক আর্সেনিক বিশেষজ্ঞদের ভবিষৎবাণী সত্য প্রমাণিত করে দুই বাংলায় এখন আর্সেনিক-ঘটিত ক্যানসার মহামারীর হিমশৈলের চূড়া ত্র(মাগত মাথা উঁচু করে উঠছে চারদিকে। বিশেষ করে আর্সেনিক অধ্যুষিত গ্রামবাংলা থেকে যে সব খবরাখবর আসছে, তাতে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী আর্সেনিক বিষণের রোগল(ণ নিয়ে ডাত্ত(ারদের কাছে আরো বেশি বেশি রোগী আসছে। এমনকী দু-তিন বছর আগেও আমি নিজে যে সব আর্সেনিক রোগীর সঙ্গে কথা বলে এসেছি, ছবি নিয়ে এসেছি, তারা অনেকেই এখন মৃত। ত্র(নিক বিষণ দীর্ঘদিন ধরে ধীরে চুপিসারে হয়ে চলে। আর্সেনিক বিষণে এটা সুপরিজ্ঞাত যে, স্বল্পমাত্রার আর্সেনিক বিষে মানুষের মূত্রাশয়, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, প্রোস্টেট ত্বকের ক্যানসার প্রভৃতি যেমন একদিকে বাড়ে, তেমনি অন্যদিকে ডায়াবেটিস মেলিটাস, উচ্চরত্ত(চাপসহ বর্ধিত গর্ভপাত, মৃতশিশুজন্ম, জন্মগত নানা প্রতিবন্ধকতা নিয়ে শিশু জন্মও বাড়ছে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রীতে গোলযোগ থাকায় শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক যে অনেকটাই কম হচ্ছে, তাও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানে দেখা যাচ্ছে। তথ্যানুসন্ধান ও এপিডেমিওলজিক্যাল সমী(া না হওয়ায় গণমানসে বিভ্রান্তি থেকেই যাচ্ছে।

১৯৮০-র দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্সেনিক সমস্যার অস্তিত্বই মানতে চাননি। বর্তমানে মানছেন, যেন একটু বেশি করেই মানছেন। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে, নানান আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ থেকে বিস্তর টাকাপয়সা আসছে। কিন্তু আর্সেনিক আত্র(ান্ত গ্রামীণ মানুষের তেমন কিছু উপকার হচ্ছে না। লোকেদের ভয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু কোম্পানি ও অন্যান্য সংস্থা গৃহস্থালির উপযুত্ত(বা আরো বড়ো আর্সেনিক দূরীকরণের ফিল্টার ও মেশিনপত্র বাজারজাত করছেন। আর কিছু গবেষক ও বিজ্ঞানকর্মী অর্সেনিক সমস্যার কথা বলে যথেষ্ট অনুদান সংগ্রহ করে ‘কেরিয়ার’ করছেন।

এই পরিপ্রে(তে অপে(াকৃত সহজে কম খরচায় ভূ-রাসায়ণিক যে পদ্ধতিতে উৎসভূমেই আর্সেনিক নিরাকরণ করে (In Situ Remediation) ভূগর্ভ জল আহরণের যে প্রযুক্তি(সম্ভব এবং ইউরোপ বা আমেরিকার কিছু কিছু জায়গায় যা বিগত বেশ কিছু বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে চলছেও, সে সম্বন্ধে আমরা এখানে কোনো উদ্যোগ উদ্যম তো দেখিই না, এমনকী কথাবার্তাও শুনি না। এই আশ্চর্য উদাসীনতার সদুত্তর পাই না। আরো আলোচনায় যাবার আগে উল্লিখিত প্রযুক্তি(টির মূলনীতিটি দেখে নেওয়া যাক।

ভূসলিলাধার বা অ্যাকুইফার গাত্রে বা দেওয়ালে ফেরিক ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সি-হাইড্রক্সাইডে আর্সেনেট [Arsenic(v)] পরিশোষণাবদ্ধ বা অধঃ(প্ত (ফেরিক আর্সেনেট হিসাবে) হয়ে আটকে থাকে। যে সব জীব-রাসায়নিক ত্রি(য়াবিধিতে বিমুত্ত(হয়ে আর্সেনিক ভূগর্ভজল-বাহিত হয়ে বেরিয়ে এসে মানুষ ও ইকোসিস্টেমকে আত্র(মণ করে, তার ত্রি(য়াবিধি জটিল ও আজো সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। অনেকটাই যা বোঝা গেছে তাতে এটা সুনিশ্চিত যে, বাংলার পলিমাটির নীচের জৈব মৌল ও জীবাণুসমূহের ত্রি(য়া-বিত্রি(য়ায় আর্সেনেট বিজারিত হয়ে আর্সেনাইটে পরিণত হয়ে গেলে এবং/অথবা পরিশোষক ফেরিক আয়রন আদ্র-হাইড্রক্সাইডের ফেরিক ফেরাসে বিজারিত হয়ে গেলে পরিশোষণাবদ্ধ আর্সেনিক বিযুত্ত(হয়ে ভূগর্ভজল-বাহিত হয়ে বেরিয়ে আসে।

তাহলে এটা দুর্বোধ্য নয় যে, যে পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রত্রি(য়া সমূহের সমন্বয়ে আর্সেনিক বিযুত্ত(হয় তার বিপরীত অবস্থা ও ত্রি(য়াত্র(মের ব্যবস্থা করতে পারলে আর্সেনিক বিষকে ভূগর্ভ অ্যাকুইফারে আটকে রেখে সুপেয় স্বাস্থ্যকর জলোত্তোলন সম্ভব। আর্সেনিকযুত্ত(ভূগর্ভ জল তুলে এনে তার থেকে কষ্টকর ব্যয়বহুল পদ্ধতিতে পানীয় জল সরবরাহ সহজও নয়, সস্তাও নয়। তাতে আবার বিষাত্ত(আর্সেনিক বর্জ্য নিষ্পত্তির সমস্যাও

থেকেই যাচ্ছে। আবার অর্সেনিকযুক্ত(ভূগর্ভ জলসেচের প্রতিবছর পশ্চিমবাংলার মাটিতে হাজার হাজার টন আর্সেনিক ছড়ানোর ভয়াবহ পরিণতিও আটকানো যায় না। তাই পুকুর জলাশয় নদী নালায় সংর(ত বৃষ্টি ও বন্যার জলের সংর(ণ ও শোধন করে ব্যবহারই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। তারপরেই স্থান পাওয়া উচিত উৎসভূমেই আর্সেনিক নিরাকরণ করে পানীয় জল সরবরাহের আশু ব্যবস্থা করা। তবে এতে মৌলিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি(র গবেষণা ও উন্নয়নের প্রয়োজন আছে যা বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে চ্যালেঞ্জ। আর্সেনিক সমস্যার প্রকৃতি ও প্রতিকার নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন তো আছেই। আমি নিশ্চিত যে এইসব কাজ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড় বড় মৌলিক আবিষ্কারও সম্ভব। বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। মানুষের ও সমাজের প্রয়োজনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফরাসি রসায়ন-বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরকে রসায়নবিজ্ঞান থেকে দূরে গিয়ে ফ্রান্সের মদ্যশিল্প, রেশমচাষ, রোগজীবাণু প্রভৃতি নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল নিজের টাকা খরচ করেও। সেই উজ্জ্বল ত(ণ রসায়নবিদ মানুষের প্রয়োজনে যে সব চমৎকার কাজ করে গেছেন তাতে শুধু ফ্রান্সের মানুষই নয়, বৃহত্তর মনুষ্য সমাজ ও সভ্যতারও প্রভূত কল্যাণ ও উন্নতি হয়েছে। প্রকৃত অর্থেই পাস্তুর ছিলেন বিজ্ঞানের 'হোয়াইট লাইট'। বাংলার আর্সেনিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি(উদ্ভাবনে সরকারি উৎসাহ ও অনুদানের আবশ্যকীয়তা তো আছেই, কিন্তু তার সঙ্গে ধীমান নিষ্ঠাবান সৎ বিজ্ঞানকর্মীদের প্রজ্ঞা ও মৌলিক ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজনও কম নয়। এইসব কাজকর্ম থেকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি(র মৌলিক বড় বড় আবিষ্কারও অসম্ভব নয়। আর্সেনিক সমস্যার জটিলতা ও ভয়াবহতা দেখে বিচলিত হয়ে সরকারি দপ্তরে দপ্তরে ঘুরে ঘুরে হতাশ হয়েছি।

এবারে দেখা যাক উৎসভূমেই আর্সেনিক নিরাকরণ কল্পবিজ্ঞান বা অলীক স্বপ্ন না বাস্তবে সম্ভব। উত্তর জার্মানির পাদেরাবর্নে ১৯৯০-এর দশক থেকেই কয়েকটি নলকূপ থেকে অক্সিজেনযুক্ত(জল প্রবেশ করিয়ে আর্সেনিকমুক্ত(জল আহরণ সম্ভব হচ্ছে। এই প্রযুক্তি(তে একটা কার্যকর গুণাঙ্ক (Efficiency Coefficient) হিসাব করা হয়। তার সংজ্ঞা হল

$$\text{কার্যকর গুণাঙ্ক} = \frac{\text{আর্সেনিকমুক্ত(প্রাপ্ত ভূগর্ভজলের আয়তন}}{\text{আর্সেনিকযুক্ত(অনুপ্রবিষ্ট জলের আয়তন}}$$

এখানকার বিভিন্ন কূপে ব্যবহৃত প্রযুক্তি(র কার্যকর গুণাঙ্ক ২ থেকে ১২-র মধ্যে থাকে। রাসায়নিক ও জীবাণুজারণজাত ফেরিক ও ম্যাঙ্গানিজ অক্সি-হাইড্রাক্সাইড বায়োফিল্মে আবদ্ধ হয় ও আর্সেনেটকে আবদ্ধ রাখে। দূরবর্তী (প্রায় ৪ কিমি) কূপের জন্য ভিন্ন অক্সিজেনযুক্ত(জল সেচ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনেকদিন ধরে চালালেও কখনোই কূপের নল (দ্ধ হয়ে যায় না।

জার্মানির স্টুটগার্ট বি(েবিদ্যালয় উৎসভূমে আর্সেনিক নিরাকরণের বিজ্ঞানপ্রযুক্তি(নিয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। ইন্টারনেটে দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (আগড়পাড়ায়?) স্টুটগার্ট বি(েবিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতায় এই ধরনের গবেষণা প্রযুক্তি(র জন্য বি(ে ব্যাংক থেকে দু-ল(মার্কিন ডলার অনুদান পেয়েছে। বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ (DPHE) ও ড্যানিজ (Danish Agency for International Development) অক্সিজেন সমৃদ্ধ ভালো জল টিউবওয়েলের মাথায় সংগ্রহ করে অভিকর্ষ বলের সাহায্যে একটা ভালভ্ খুলে ভূসালিলাধার ব্যা অ্যাকুইফারে অনুপ্রবেশ করিয়ে আর্সেনিককে আটকে রেখে আর্সেনিকমুক্ত(স্বাস্থ্যকর পেয় জল পাম্প করে তুলে সরবরাহের চেষ্টা করছেন। অক্সিজেনের সঙ্গে ওরা পারম্যাঙ্গানেটও ব্যবহার করেছেন। তাদের সাফল্য এখনও পর্যন্ত আংশিক। মনে হয় বাংলা বদ্বীপের ভূ-রাসায়নিক পরিবেশ জটিলতর, জৈবযৌগের উপস্থিতি বোধহয় এখানে বেশি। তাই অন্য জায়গার প্রযুক্তি(এখানে অবিকল প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এখানকার জন্য প্রযুক্তি(এখানেই উদ্ভাবন করতে হবে। বিদ্যুৎপ্রবাহ থেকে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে আলোক রাসায়নিক বিক্রি(য়া ঘটানোর কথাও ভাবা যেতে পারে।

নেদারল্যান্ডের ডেলফ্ট্ বি(েবিদ্যালয়ে পি এইচডি ডিগ্রির জন্য জমা দেওয়া বাংলাদেশী এক ছাত্রের একটা গবেষণাপত্রে ("Arsenic Mitigation by injection of Aerated Water; An Experimental Study", 2002 by Murtapha Bouhdaid, Department of Applied Earth Sciences, Delft University of Technology, The Netherlands) দেখছি গবেষণাগারে পরী(ামূলক একটি পাইলট প্ল্যান্টে কাজকর্মের Computer Simulation করছে। তাতে তত্ত্ব ও গণিতের সমাহারই বেশি। এই গবেষণাপত্রে দেখছি মেক্সিকোতেও এই

পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে। আমেরিকার নেভাডার ফ্যালন নগরী অঞ্চলের এগারো হাজার মানুষের জন্য র‍্যাটলস্নেক পাহাড়ের কাছে নলকূপ বসিয়ে বাতাস ইনজেকশান করিয়ে কিছু ফেরিক ক্লোরাইড যোগ করে আর্সেনিক মুত্ত(জল সরবরাহ করা হচ্ছে। নেদারল্যান্ডের গাইভার হাইড্রন-2H পানীয় জল কোম্পানির সুবাকট্ পাম্পিং স্টেশনে উৎসভূমেই আর্সেনিক নিরাকরণ করে জলসরবরাহ করা হয়। সেখানে ঘণ্টায় ৩০ ঘনমিটার করে অক্সিজেনযুত্ত(জল তিন দিন পাম্প করে পর(সেই ঘণ্টায় ২৩ ঘনমিটার করে আর্সেনিকমুত্ত(জল চল্লিশদিন ত্র(মান্বয়ে আহরণ করে সরবরাহ করা হয়।

প্রযুত্তি(যেমন বহু সমস্যার জন্ম দেয় তাদের সমাধানও আবার ভিন্নতর উন্নততর প্রযুত্তি(র মাধ্যমেই করতে হবে। পশ্চিমবাংলা নানারকম গবেষণার উর্বর(ত্র, এখানকার ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও মেধাও চমৎকার। চাই অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং অবশ্যই গবেষণার উপযুত্ত(পরিবেশ, স্বাধীনতা ও কিছু পরী(াগারের সুবিধা ও সরকারি অনুদান।

আমাদের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা ও সদ্যপ্রয়াত সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতার যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা স্মরণে রেখে মনে হয়, তাঁরা থাকলে আর্সেনিক সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম হরিপুর নিয়ে তাঁদের সাহায্য আমরা পেতাম।

গ্র ন্থ নি র্দে শ না

1. মজুমদার, মণীন্দ্রনারায়ণ *বাংলায় আর্সেনিক প্রকৃতি ও প্রতিকার* ভাষা প্রকাশ (2006)
2. Welch A H and Stolienwelk K G : *Arsenic in Ground Water* : Kluwer Academic Publishers (2003)
3. Rott U and Friedle M in *Arsenic Exposure and Health Effects* (Ed) : Chappell W R, Abernathy C and Calderon R L : Elsevier (1999)
4. Oremland, R S and Stolz I F : 'The Ecology of Arsenic' : *Science*, vol 300, 9 May 2003, 939-944.
5. Islam F S, Lloyd Jonathan R and others : 'Role of Metal, Reducing Bacteria in Arsenic Release from Bengal Delta Sediments' : *Nature*, vol 430, 68-71, July 2004 (www. nature.com.nature)
6. Harvey et al : 'Arsenic Mobility and Groundwater extraction in Bangladesh' : *Science,* vol 298 22 Nov, 2002. (www. sciencemag.org)
7. Taraknath Pal, Pradip Kumar Mukherjee and Subhasish Sengupta : 'Nature of arsenic pollutants in Groundwater of Bengal basin-A case study from Baruipur area, W B, India' : *Current Science*, Vol 82, No. 5, 10 March 2002.

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	বাংলা ও ইংরেজি
প্রকাশনার স্থান	পি-২৫২ লেক টাউন ব্লক-এ কলকাতা ৭০০ ০৮৯
প্রকাশ কাল	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	রবীন মজুমদার
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ ৯২ এ. পি. সি. রোড কলকাতা ৭০০ ০০৯
মুদ্রকের নাম, জাতি ঠিকানা	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি ঠিকানা	ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা	ইটারনিটি প্রেসের প(প্রিন্টিং পাবলিসিটি কলকাতা ৭০০ ০০৯

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি যে, উপরি-উত্ত(বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বি(াস মতে সত্য।

স্বাঃ রবীন মজুমদার
প্রকাশক, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*

শৈশবহীন শিশুজগৎ

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা

দিবসগুলি পালিত হয়, শপথগুলি নয়
নকল বুঁদির কেল্লা গড়ে নকল শত্রু জয়[১]

আসন্ন বইমেলার কথায় কবির এই অমোঘ পংক্তি(গুলিই মনে ভেসে এল। বইমেলার প্রাণভোমরা হল পাঠক— বিশেষত (ুদে পড়ুয়া অর্থাৎ স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা আজ বা কাল হয়ে উঠবে পাঠক সমাজের সিংহভাগ এবং বইয়ের চাহিদার নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি(। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটছে? শিশুদের জন্য একটি কর্মশালার সঞ্চালনা করতে গিয়ে দেখা গেছে, কিছু পরিবারের শিশুরা বিদ্যালয়-নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোনো বইপত্রের মুখ দেখেনি এবং তাদের সৃজনশীলতার বিকাশও আশানুরূপ নয়।

নব-তোতাকাহিনী

তবে এ(েত্রে সম্পূর্ণ দোষ সেসব পরিবারের অভিভাবকদেরও দেওয়া যায়নি, কারণ তাঁরাও এক বিড়ম্বনার মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের পুত্র-কন্যাদের প্রত্যেককেই যদি সাত-আটজন গৃহ-শি(কের কাছে সারা সপ্তাহের প্রায় অষ্টপ্রহর পিঠে ভারী ব্যাগ ঝুলিয়ে দৌড়োতে হয়, সমবয়সী সঙ্গীদের সঙ্গে খেলার বা গল্পের বই পড়ার অবকাশ মেলে কী করে? শ্রেণিক(ের দীর্ঘপ্রহরগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা কতটা লাভবান হয় সে সংবাদ হয়তো খোদ ব্রহ্মা জানেন। কিন্তু নগদ কাঞ্চনমূল্যে বিতরিত বিদ্যায় যে তাদের বিল(ণ লাভবান হবার তাৎ(ণিক সম্ভাবনা থাকে তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি(মাত্রেই জানেন।

এই শি(াজগতের মহাভারত একবার শু(হলে, শেষ হওয়া মুশ্‌কিল। কিন্তু সমবয়সী শিশু-কিশোরদের সঙ্গে সহজ মেলামেশা ও খেলাধুলা যে শুধু বিনোদন মাত্র নয় এটি বৃহত্তর শি(া ও মানসিক বিকাশের অত্যাবশ্যক অঙ্গ সেটি যেন আমরা ভুলে বসে আছি।

শিশুমেলা শিশুদিন শিশুবৎসর/মধুমাখা বুলিছাপা অ(ের[২]

বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলে বিশেষত, তার সঙ্গে অনুকরণকারী অন্য অঞ্চলগুলিতে শিশু-কিশোরদের স্থান ত্র(মেই আরো সংকুচিত। ফুটবল, ভলি থেকে হাডুডু, খোখো এমনকী চোর-পুলিশ, সাতগুলি খেলার জায়গা মেলাও ভার বহু পাড়ায়। এসবের স্থান নিয়েছে দাবা, বসে আঁকো জাতীয় ঘরকুনো খেলা অথবা রক্ত(দান শিবির। কোনো কোনো জায়গায় বিভিন্ন দিনপালন উপল(্যে চোখ ধাঁধানো আলো আর হুল্লোড়ের মাঝে রাতের ত্রি(কেট বা ফুটবল প্রতিযোগিতা— খেলা নয়, খেলা-খেলা উৎসব। পার্কগুলো স্বার্থপর দৈত্যের বাগানের চেহারা নিয়েছে শিল্পপতিদের সৌজন্যে, ছোটো মাঠগুলো পেশিবান বড়দের দখলে। গড়ের মাঠ বাদে কলকাতার বেশিরভাগ মাঠে বা উন্মুখ স্থানে অবাধ প্রবেশাধিকার নেই। সুপরিকল্পিত নগরায়ন ও শরণার্থী-জনসংখ্যার চাপে কলকাতা ও শহরতলির মাঠ ও পুকুর বা জলাশয় সব লোপাট— গড়ে উঠেছে বিলাসবহুল অ্যামিউসমেন্ট পার্ক। মাল্‌টিপ্লে-ক্স শপিংমল, বাতানুকূল খেলা বা সাঁতারের বিলাসবহুল ক্লাব। শহরাঞ্চলে শিশু-কিশোরদের পাঁয়ে হেঁটে ঘোরার উপযোগী নিরাপদ রাস্তাঘাট আর থাকছে না। বুলেভার্ড, ফুটপাতগুলোকে ছেঁটে রাস্তার পরিসর বাড়ানো হচ্ছে প্রধানত গাড়ি যাতায়াতের, বলা ভালো বৃদ্ধি পাওয়া ব্যক্তি(মালিকানার গাড়ি চলাচলের সুবিধার্থে। অথচ শিশু-কিশোরদের কথা ভেবে একটাও নিরাপদ সাইকেল-পথ তৈরি হল না আজও। যদিও প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, পরিবেশ-বান্ধব সাইকেল শিশু-কিশোরদের প(ে সকল দিক দিয়েই অদ্বিতীয় উপকারী, নিরাপদ ও আনন্দের পরিবহণ মাধ্যম হতে পারে।

শৈশবহীন শিশুজগৎ

খেলার অঙিনা, কর্ম(েত্র বা বিদ্যালয় কোনোটার দূরত্বই শিশু-কিশোরদের প(ে কমের দিকে থাকছে না। পায়েহাঁটা দূরত্বের

বিদ্যালয়ে ভরসা না রাখতে পেরে বা গড্ডালিকা প্রবাহে সামিল হয়ে বেশ দূরের বিদ্যালয়ে পাঠানোতেই অভিভাবকরা তৃপ্তি পান। ফলে ছাত্রছাত্রীদের খেলা, অবকাশ বা পড়ার বাইরে অন্য কিছু করার সময় প্রায় নেই— দৈনিক (টিনের সঙ্গে সঙ্গতি থাকছে না তার দৈনিক ছন্দের। অমানুষিক চাপে (গ্র হচ্ছে তাদের শরীর ও মন। এসবের মধ্যেই চলছে শিশুদের নিয়ে নানা আদিখ্যেতা—সুন্দর শিশু নির্বাচনের প্রতিযোগিতা, নাচগান, শিশুমেলা আরো কত কী। যে ব্যবস্থা শিশুর থেকে শৈশব কেড়ে নিয়ে পায়ের নীচের ঘাসের মাঠ, মাথার খোলা আকাশ আর নিজস্ব অবকাশকে ছিনিয়ে তাদের বনসাই বানিয়ে দিচ্ছে, তার বি(দ্ধে কোনো প্রতিবাদ নেই কোনো অভিভাবক-অভিভাবিকাদের, যাঁরা দেদার অর্থ ও প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন ওই শিশুদেরই 'ভালোর' জন্য।

স্পর্শকাতর ল(্যভেদ

শিশু-কিশোরদের দুর্গতির এখানেই শেষ নয়। আজকের সমাজ ছোটোদের যত্ন ও বিকাশের বিষয়ে সচেষ্ট যে মোটেই নয় তা শিশুপাচার, যৌননিগ্রহ, মূলত আরব দেশে ঘোড়দৌড়ের জকি হিসাবে ব্যবহার তো সংবাদপত্রেই চোখে পড়ে।

বি(েশ্বর আঙিনায় চেচেন বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীরা বেসলান শহরে একটি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের পণবন্দি করে রাখার সময়ে কম্যান্ডো হানায় বহু শিশু হতাহত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও খুব সামান্য কারণে শিশুদের অপহরণ করে পণবন্দি হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা দ্রুত হারে বাড়ছে, একই কারণে শিশুহত্যা বা নিগ্রহের ঘটনাও ঘটছে। দুই প্রতিবেশীর রেষারেষি থেকে শি(ক-অভিভাবকের ঠান্ডা লড়াই বা শাশুড়ি বউ-এর চিরন্তন দ্বন্দ্ব—এর যে কোনোটিরই অসহায় শিকার হচ্ছে এককভাবে শিশুটি, কারণ সে সবচেয়ে দুর্বল। পিতামাতার মধ্যে মন কষাকষি, ঝগড়া-বিবাদের প্রত্য(দর্শী শিশুটির মানসিক-যন্ত্রণা-জনিত ভয়াবহ অবস্থার কথা কজনই-বা খোঁজ রাখে?

এমনকী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও (ে ত্র বিশেষে দেখা গেছে, প্রতিপ(কে জব্দ বা ব্ল্যাকমেল করার জন্য শিশুটিকে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে। নয়ডার বীভৎসতা শুভবুদ্ধির যে কোনো মানুষকে বিচলিত করেছে। সেখানে বেশ কয়েকজন শিশু-কিশোর-কিশোরীকে যৌন নিগ্রহের পর হত্যা করে যেভাবে ঠান্ডা মাথায় দেহ লোপাটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। সিঙ্গুরের কিশোরী তাপসী মালিককে পুড়িয়ে হত্যা করার মতো ঘটনাও তো ঘটছে প্রায়শই। নাবালিকাদের চোরাচালান কখনই কোনো দেশেই বিরল ঘটনা ছিল না, আজও নেই। এছাড়া শিশুশ্রমিক, গৃহকর্মে নিযুক্ত(কমবয়সী পরিচারক-পরিচারিকাদের শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের ঘটনা তো সংবাদপত্রে প্রায় নিয়মিতই পাওয়া যায়।

দুর্ঘটনায় কুয়োর মধ্যে পড়ে থাকা অসহায় বালক প্রিন্সকে উদ্ধারের (দ্ধ(াস ধারাবিবরণী যেভাবে দূরদর্শনে প্রচারিত হল তাতে সরকারি অবহেলা ও কর্তব্যে গাফিলতির দিকটাই অনুচ্চারিত থেকে গেল না কি অসহায় মরণাপন্ন কিশোর-কিশোরীদেরকে নিয়েও যে নির্লজ্জ প্রচার, ব্যবসা, আদিখ্যেতা চলতে পারে, প্রিন্সের ঘটনা তারই একটা উৎকট দৃষ্টান্ত।

এর সঙ্গে নতুন যোগ হয়েছে বিবাহবিচ্ছিন্ন পিতামাতার সন্তানদের আত্মিক সংকট ও মানসিক রোগ। বিদ্যালয়ে পড়াশুনো ও পরী(া ব্যবস্থার ক(ণ পরিণতিতে কিশোর বয়স্কদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও বাড়ছে। সারা বি(েশ্ব বর্তমানে মায়ের যত্ন, শি(া, পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টির অভাবে প্রতিবছরে প্রায় বারো কোটি শিশুর মৃত্যু হয়। এসব কিছুর বি(দ্ধে সমাজে কোনো সংগঠিত প্রতিবাদ নেই—কারণ বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

আকাশ হোক বড়

এসবের বিপরীতে অনেকে যুক্তি(দিতে পারেন এখনকার শিশুদের অনেকেই পাচ্ছে দামি পোশাক, খেলনা, খাতা-কলম-বই, এমনকী স্কুলে যাওয়ার দামি গাড়ি। সর্বোপরি রয়েছে মুঠোর মধ্যে দুনিয়া—মোবাইল ফোন বা মাউসের সুবাদে। কিন্তু এই কল্প-বাস্তবের ব্যপ্তি যতই ঘটুক না কেন(বহুতল-বাসীর মনের প্রসারের খবর কে রাখে। নীড় ছোটো (তি নেই, আকাশ তো বড়ো । শিশুটি অত উপকরণ হয়তো চায় না, চায় আনন্দ—তা মিলতে পারত সঙ্গীদের সঙ্গে খেলায় ও সহজভাবে মেশার মধ্য দিয়ে। কিন্তু নগরবাসী বাবা-মার ঘনসান্নিধ্যে একমাত্র সন্তানের বড় হওয়ার মধ্যে একধরনের কৃত্রিমতাও সন্নিবিষ্ট। শিশুদের মধ্যে বাড়ছে অপরাধ প্রবণতাও। প্রায় সমবয়স্ক বা তুলনায় ছোটো কিশোর

কিশোরীদের মধ্যে সামান্য ঝগড়া বিবাদ এখন মাত্রা ছাড়িয়ে অনেক ে(ত্রেই খুনোখুনিতে পরিণত হচ্ছে, এমনকী অভিভাবক-অভিভাবিকা বা বয়স্কদের উপরও বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করা মৃত্যু ঘটানো বা বিভিন্ন কারণে অপহরণের গল্প নিজের বাবা-মা-কে ব্ল্যাকমেল করার প্রবণতাও দ্রুতহারে বাড়ছে।

নাবালক ও কিশোর বুধিয়ার দৌড়-প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীদের অর্থোপার্জন ও নামযশের যে চেষ্টা তাতে বুধিয়ার শারীরিক (তি এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারত বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা মনে করেন। বিভিন্ন নামী-দামি সার্কাসে শারীরিক পটুত্ব প্রদর্শনকারী দরিদ্র কিশোর-কিশোরীদের অবস্থা যে আরও কতটা ক(ণ তা সহজেই অনুমেয়।

তথাকথিত 'উন্নয়নের' ঠেলায় স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া জীবিকাচ্যুত পিতামাতার কিশোরবয়স্ক ছেলেমেয়েদের শারীরিক মানসিক অবস্থার কথা একবারও কি ভেবে দেখেন জনদরদী দল ও নেতারা। বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ছোটো ছেলেমেয়েদের দিয়ে ওদের প((তিকর কতধরনের বাণিজ্যিক উপকরণই (খাবার, খেলনা, পরিধেয় বস্তু) যে বিজ্ঞপিত হয় তার ইয়ত্তা সেই।—এসব কী তাদের ভালোর জন্যে?

সম্প্রতি ব্রিটেনের মেডিকেল রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, তাদের ৩৪৫ হাজার শিশু ADHD উপসর্গে আক্র(ান্ত। এদের বেশিরভাগেরই বাবা মা কোনো না কোনো কারণে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করেন।

একা হাতে এবং সময় অভাবে উপযুক্ত(যত্নের অভাবেই এই শিশুরা মনোরোগের শিকার। এখানে সরকারি বাজেটের ছয় থেকে আট মিলিয়ন ডলার প্রতিবছর ব্যয় হয় এদের মায়েদের জন্য অনুদান হিসাবে যাতে তিনি নিজের কর্মে(ত্রে না গিয়ে সন্তানের যত্নে ও সাহচর্যে স(ম হন।

শিশুদের জন্য পুষ্টি ও উপযুক্ত(ঘুম যতটা প্রয়োজন, হয়তো ততোটাই প্রয়োজন নিসর্গ প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। ইলিনয় বি(েবিদ্যালয়ের মানব পরিবেশ গবেষণা কেন্দ্রের একদল গবেষকদের মতে, শিশুদের Attention-deficit Hyper-activity Disorder (ADHD) উপসর্গের নিরাময় হতে পারে খোলা জায়গায় প্রাকৃতিক শ্যামলিমার মধ্যে।

আদর করা—কার বিনোদন

নয়া অর্থনীতির কল্যাণে নতুন মূল্যবোধের যুগে একান্নবর্তী পরিবারের পরিবর্তে ছোটো পরিবারের পরিবেশে ছোটোদের নিয়ে একধরনের আদিখ্যেতার যথেষ্ট চলন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আসলে আদরকরা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের প(এমন বালাই আর নাই।... সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে, তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।' কবির কাছে অনাদর এক মস্ত স্বাধীনতা এবং অভিভাবকদের খাওয়ানো, পরানো, শোয়ানোর আদরে 'চারপাশ থেকে চিত্তকে ঠেসে ধরার' একান্ত বিরোধী তিনি। এখনকার অভিভাবক-অভিভাবিকাদের চিত্র যেন ঠিক বিপরীত। এতে অভিভাবকেরা হয়তো তৃপ্ত হন কিন্তু ছোটোদের মধ্যে নিজের প্রতি বি(াস ও উদ্ভাবনী শক্তি(র বিকাশ নিঃসন্দেহেই কমতে থাকে।

শিশু-কিশোরদের অধিকার

যেখানে জনসমাজ নির্বিকার, উদাসীন নিশ্চেষ্ট যেখানে হয়তো-বা আইন আদালত কিছুটা ভরসার জায়গা। শিশু-কিশোরদের বিকশিত করার অধিকারকে সুর(িত করতে রাষ্ট্রসংঘ স্বীকৃত সনদের মাধ্যমে শিশুকে একটি ব্যক্তি(হিসেবে বিবেচনার চেষ্টা হয়েছে এবং তার কয়েকটি অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সনদে বিষয়টিকে ছুঁয়ে গেলেও 'শিশুর অধিকার' বিষয়ে প্রথম স্বতন্ত্র প্রয়াস হল Convension on the Rights of the Children (CRC), যার মাধ্যমে তার নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ও সমমর্যাতার কথা ব্যক্ত(হয়েছে ১৯৮৯ সালে। এটি চারটি মৌলিক অধিকারের ওপরে দাঁড়িয়ে—এক, জীবনের অধিকার(দুই, নিরাপত্তার অধিকার(তিন, বিকাশের অধিকার(চার, অংশগ্রহণের অধিকার।

ইতিমধ্যে নাবালক নাবালিকাদের চায়ের দোকান, রেঁস্তোরা, গৃহপরিচারক-পরিচারিকা সহ যে কোনো রকম শ্রমের কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করে কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে এক আদেশনামা প্রচার করা হয়েছে সমস্ত সরকারি দপ্তরে। কিন্তু শুধু এই আদেশনামায় শিশুশ্রমিকদের এতদিনের চিত্রে কতটা পরিবর্তন ঘটবে, সে প্র(া রয়েই যাচ্ছে, কারণ এর সঙ্গে তার বিকল্প ব্যবস্থা ও আর্থসামাজিক সমস্যাগুলো গভীরভাবে জড়িত। এসব

বিষয়কে বিবেচনা করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রস্তরে একটি করে শিশু অধিকার কমিশন তো গঠিত হতে পারে? শুধু তাই বা কেন, মহিলাসহ সমাজের দুর্বলতর অংশের প্রতিনিধিত্বের দাবি যদি সংবিধান স্বীকৃত হয় তাহলে অসহায় শিশু-কিশোরদের প্রতিনিধিত্ব পুরসভার ওয়ার্ড বা গ্রাম-পঞ্চায়েত স্তর থেকে রাজ্যসভা পর্যন্ত স্বীকৃত হতে বাধা কোথায়?

আসন্ন বিশ্বপরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখা যায়—২০১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫৫-৬৪ বয়সি কর্মীসংখ্যা বেড়ে যাবে ৫২ শতাংশ, আগামী দু-দশকে ইওরোপীয় মহাসংঘের নবীনবয়সী (২০-২৯ বছর) কর্মীসংখ্যা কমে যাবে ২০ শতাংশ। পাশাপাশি ভারতবর্ষের পরিস্থিতি ঠিক বিপরীত। প্রায় পঞ্চান্ন শতাংশ জনসমষ্টি পঁচিশ বছরের কমবয়সি—এর মধ্যে থাকবে এক দক্ষ মেধাবী অংশ। কিন্তু এই আপাত সুবিধাজনক অবস্থানকে সদ্ব্যবহার করতে চাই সর্বাত্মক সুসংহতি। আর তা শিশুর তথা ভাবী নাগরিকের জন্মকাল থেকে শুধু নয়, হয়তো পৌরাণিক অভিমন্যুর মতো মাতৃগর্ভ থেকেই।

এখনো বিশ্বাস করে লিখে কিছু হবে
ছবি এঁকে, গান গেয়ে,
মঞ্চে ও পর্দায় পূজা পালে পরবে
উল্লাসে হৈচৈয়ে?
জীবন ছড়ানো ছিল মুঠো মুঠো রোদে
ঘাসে ফুলে ঝড়ে জলে—
সে ছবি কে নিলো মুছে? তার প্রতিরোধে
কি করেছো? যাও বলে।[৩]

উদ্ধৃতি

১. রঞ্জিত গুপ্ত; ২. প্রতুল মুখোপাধ্যায়; ৩. মণীশ ঘটক।

২০০৬-এর ১০ অক্টোবর থেকে দেশজুড়ে বাড়িতে, হোটেলে, ধাবায় শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হয়েছে। আমাদের রাজ্যে এই আইনের কার্যকর প্রয়োগের দুএকটি নমুনা হল তপসিয়ায় চামড়ার কারখানায় আগুনে পুড়ে শিশুর মৃত্যু। ডানলপে ডাক্তার দম্পতির তাদের বাড়ির শিশু শ্রমিককে হত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। পাশাপাশি সিটুর ব্রিগেড সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শিশুরা কি কাজ করতে আসে আনন্দে, তাদের অনেক দায়িত্ব। অন্ন জোগাতে হয় গরিব পরিবারের। শুনে এটাই মনে হল যেন তিনি বলতে চাইছেন, শিশু শ্রমিককে তো মেনে নিতে হবে। তাই কি? তাহলে আর 'সকলের জন্য শিক্ষা'র অঙ্গীকার কেন? তাহলে আর সংবিধান সংশোধন করে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া কেন? দারিদ্র্যের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এড়িয়ে শিশু শ্রমিককে মেনে নেওয়া শিশুর সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের শামিল।

প্রতিদিন এই রাজ্যে কোনো না কোনোভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে শিশুর অধিকার। শিশু পরিণত হচ্ছে শ্রমিকে, স্কুলে অঙ্গ হারাচ্ছে, এমনকী প্রাণ হারাচ্ছে শিক্ষকের অত্যাচারে; হাসপাতালে মারা যাচ্ছে ডাক্তারের অবহেলায়; মারা যাচ্ছে খোলা ম্যানহোলে পড়ে; হারাচ্ছে উচ্ছেদে, ভাঙনে; কত শিশু পৃথিবীর আলোই দেখতে পাচ্ছে না নিরাপদ প্রসবের অভাবে। তার উপর আইনরক্ষকদের অধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাস, যার সাম্প্রতিকতম নজির হাওড়ার জগাছা থানার ঘটনা। 'তদন্তের স্বার্থে' চারদিনের শিশুকে নিয়ে সদ্য মা হওয়া সোমা গিরিকে সারা রাত থানায় আটকে রাখার ফল ঠান্ডায় অসুস্থতায় চারদিনের শিশুটির মৃত্যু।

কল্লোল চক্রবর্তী, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, জানুয়ারি ৫, ২০০৭।

বইমেলায় বিওবি

ময়দানে নয়, ২০০৭-এর ৩২ তম কলকাতা পুস্তক মেলার আসর এবার বিধান নগরের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। দৌড়ো দৌড়ি-সাজিয়ে বসা আর প্রকৃতির-অসহযোগ সহযোগে এই মেলায় থাকছে বিওবি, যথারীতি ছোট্ট টেবিল স্পেসে'। উদ্দেশ্য কাঙ্ক্ষিত-জন অথবা হারিয়ে যাওয়া-হারাতে বসা কিংবা হঠাৎ হয়ে-যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে নতুন করে চেনাচিনিটুকু। এইই তো বিওবি-র পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা...।

চিকিৎসার লোকায়তিক ধারা-হাড় জোড়ার চিকিৎসা

বলাই চত্র(বর্তী

পৃথিবী পাল। বয়স তেত্রিশ বছর। থাকেন নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানা এলাকায়। কলকাতা-আসাম লরি চালাতেন। ১৯৯৯ সালের মে মাসে পথ দুর্ঘটনায় বাঁ পায়ের উ(র হাড় আড়াআড়িভাবে ভেঙে যায় তবে কাটে ছড়ে নি, রত্ত(পাত হয় নি। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বহরমপুর সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। দু দিন ছিলেন। সেখানে ভাঙা পায়ের এক্স-রে করা হয়। বলা হয় অপারেশন করতে হবে। বাড়ির কাছে বলে জহরলাল নেহ(হাসপাতালে বদলি করা হল। সেখানে ন-দিন ছিলেন। 'জহরলালের ডাত্ত(াররা বলেন, যেভাবে ভেঙেছে অপারেশন করে জোড়া যাবে না, পা কেটে বাদ দিতে হবে। জোড়া গেলেও হাড় কেটে সোজা করে জুড়লে পা ছোটো হয়ে যাবে। আমাদের বাড়ির লোক বন্ধু যারা দেখা করতে গেছে সকলকে ডাত্ত(ার এই একই কথা বলেছেন। ডাত্ত(ার বলেছিলেন, ফালতু খরচা করে লাভ নেই। নার্সিংহোম বা যেখানেই যাও কোনো লাভ হবে না।' এ দুর্ঘটনাতে তার একই পায়ের হাঁটুর নীচে পায়ের মোটা হাড়টির (টিবিও) মধ্যে বালতির হাতলের বাঁকা মুখ ঢুকে হাড় এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গিয়েছিল। বহরমপুর হাসপাতালে সেখানে কেবল ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিল। জহরলাল হাসপাতালে থাকা কালে রোগীর জ্বর হয়েছিল। কতৃপ(কে জ্বরের কথা বলা হয়, পায়ের ব্যান্ডেজ বাঁধা এই অংশটা দেখানো হয়। তারা বলে ব্যান্ডেজ বাঁধা আছে ঠিক আছে। আর কিছু করে নি। অথচ পৃথিবী পালের কথায় 'আমার এর আগে বা পরে আর কখনো জ্বর হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

একটি স্থানীয় ছেলের হাত রেল দুর্ঘটনায় ভেঙে গেছিল। সে ধুবুলিয়ার কবিরাজের চিকিৎসায় সেরে উঠেছে। সে এবং তার বাড়ির লোক যখন জানল পৃথিবী পালের পা কেটে বাদ দিতে হবে, তারা বলল, 'কেটে বাদই যখন দিতে হবে একবার কবিরাজ দেখাও, হয়তো সেরে যেতে পারে।'

অতঃপর দুর্ঘটনার দশ-বারো দিন বাদে পৃথিবী পালকে গাড়ি ভাড়া করে বাবা এবং কয়েকজন স্থানীয় মানুষ ধুধুলিয়া কবিরাজ বাড়ি নিয়ে যান। যেতে দু আড়াই ঘণ্টা লাগল। মঙ্গল এবং শুত্র(বার কবিরাজ ভোর চারটেয় দিনের প্রথম নামাজ (ফজর) পড়ে চিকিৎসা শু(করেন। চলে দশটা অবধি। এরা আগের দিন রাতে চলে গিয়েছিলেন। যারা আগের দিন আসে তাদের থাকার জন্য একটা বড় ঘর করা আছে। সেখানে জনা তিরিশেক লোক ছিল। রাতে যাওয়ার পরই কবিরাজের সহকারী বহরমপুর এবং কল্যাণী দু জায়গারই এক্স-রে দেখে। হাঁটুর নীচে যেখানে পা ফুটো হয়ে ছিল সেখানকার কোনো ছবি করা হয় নি। পা দেখে তারা বলে, 'অবস্থা খুব ভালো না। তবে এসে যখন পড়েছ আশা করি নিজের পায়ে হাঁটতে পারবে। পরদিন সকাল সাতটা পাঁচে আমার চিকিৎসা শু(হল। প্রথমে এক্স-রে-র ছবি দেখে দেখে টেনেটুনে পা সেট করল। এরপর ভাঙা জায়গায় চামড়ার উপর কয়েকফোঁটা সরষের তেল দিল। এবার মন্ত্র পড়ে হাত দুই লম্বা একটা শত্ত(লতা দিয়ে, দেখতে অনেকটা শাপ্‌লার মতো, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে থাই-এর ভাঙা জায়গার উপর বাঁধল(প্যাঁচগুলোর মধ্যে ফাঁক ছিল। আতপ চালের ভাত আঠার মতো মেখে সেটাকে পাতলা সুতি কাপড়ের উপর ছড়িয়ে দিল। এবার ন্যাকড়া উপরে ভাত নীচে করে লতার উপর জড়িয়ে দিল। এবার কাপড়েরই পাশ ছিঁড়ে থাই-এর সঙ্গে বেঁধে দিল।' চব্বিশ ঘণ্টা বাদে খুলতে হবে। এসব কাজ কবিরাজ এবং তার সহকারী মিলে করেছেন। আগে রোগীকে চারজনে মিলে তুললেও ব্যথা লাগত—দুজন শরীর ধরত অন্যরা পা। এসময় কিন্তু রোগীকে ওঠানো পায়ের হাড় ঠিক ঠিক বসিয়ে লতা বাঁধা এসব দুজনে মিলে করেছেন। ব্যাথা লাগে নি। আমাদের বর্তমান রোগীর সমস্যা বেশি ছিল বলে তার বাবা তাকে নিয়ে সেদিন সেখানে থেকে যান। পরদিন ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা বাদে বাবা তার পায়ের লতার বাঁধন, জড়ানো ভাত কাপড় সব খুলে পা পরিষ্কার করেন। এদিন রোগীকে নিয়ে যাবার জন্য আবার কয়েকজন এলেন। একটা ছোটো

তখনো তাদের বাড়িতে এই গোপন খেলা হবে গোপনেই। ডাক্তারবাবু ঠাকুর মশাই বলে ছোট ডাক্তারবাবুদের কাছে গেলেন—তাদের বুঝিয়েছেন, অর্থাৎ [illegible] সময় বাঁচিয়েছে। অশোক-দাদা [illegible] বলে ছোট [illegible] নিয়েছেন। এভাবে কয়েকজন [illegible] ভালো করে ধরে [illegible] পুরোন দিনের [illegible]। বাসে গেলে হয়, এবার একটি [illegible] থেকে আছে। তখন গোবর তখন একটি একটি করে [illegible] করবে। দম-বাড়ো দিন দিয়ে আসবে। যখন গেলে হবে, "আগে একবার [illegible] আসব" "আগে করে [illegible] আসব?" তারা বলেছিলেন, "[illegible] তিনবার তেল মালিশ করতে হবে।" গোবর জিজ্ঞাসা করেছিল, মালিশ করতে হবে না। কিন্তু শারীরিক দিক থেকে যারা তার অপেক্ষা দুর্বল এভাবে মালিশ করার পর দুধের বাদ তার করতে হবে। পর মালিশকে চেপে করতে হবে। [illegible] দিন ধরে দুধ বাদ এবং শারীরিক বাদে তিনবার তেল মালিশ পর পড়তো। [illegible] দিয়েছিলেন কিভাবে [illegible] আসার বাদ, [illegible] দিয়েছিলেন। [illegible] দিয়েছিলেন দেওয়া থেকে আছে। [illegible] দিন বাড়িতে খাবার [illegible] বাদ এবং তিনবার তেল [illegible] বা [illegible] করে [illegible] তেল [illegible] এবং তিনবার তেল দিয়ে দেন। আবার [illegible] আরও [illegible], [illegible] দুধ বাদ তার [illegible] আমার সময় ডাক্তারবাবু [illegible] আবার বাদ তার [illegible] খাবার হবে। [illegible] থেকে আছে [illegible] [illegible] দিয়েছিলেন, [illegible] এবং [illegible] দিন। ডাক্তারবাবু [illegible] দিন [illegible] দিয়ে [illegible] তার [illegible] করে [illegible] দিন [illegible] এবং গোবর তার [illegible] দিয়েছিলেন। [illegible] এককভাব [illegible] দিয়ে [illegible] থেকে দিয়েছিলেন, [illegible] (আম না করা?) থেকে [illegible]। [illegible] করে দিতে। গোবরের বাবা [illegible] করে [illegible] করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, [illegible] হত। [illegible] সেখানে [illegible] করে দিন [illegible] হয়। [illegible] বলেছিলেন, [illegible] বলে ও বলেছিলেন, [illegible] ধরে আস্তে [illegible] বা [illegible] এখানে [illegible] কথা

[illegible] ও [illegible] কুস্তি-টু করে দিয়েছিল। তখনও [illegible] দিতে এক-বে করে দিন বলে গেলেন। [illegible] আগাবে, [illegible] করবে। গোবর ছেটার সঙ্গে [illegible] [illegible] বলতে এ-[illegible] বা [illegible] মাংস [illegible] [illegible] সেটাও করে নেবে তাতে কুস্তি ছোট [illegible] হবে না [illegible] করলাম, তারা বলেছিলেন হাসপাতালে গেলে হয় [illegible] দরকার হলে বাবার ওখানে থেকে বলেছিলেন। [illegible] হল না। তারা বলেন দিন বাদে গেছে। তবু দিন [illegible] পুষ্টিমানের [illegible]। [illegible] বা [illegible] থেকে [illegible] ডাক্তারবাবুদের কাছে [illegible], বাড়ির কাছে [illegible] হবে। তারা [illegible] করে দিলে [illegible] [illegible] হাসপাতালে [illegible] করে [illegible] হাসপাতাল [illegible] ও [illegible] না। তখন [illegible] বলেন, [illegible]। [illegible] গোবর [illegible] হতে [illegible] দিন [illegible] সেখানে। [illegible] হাসপাতালে [illegible] কথা হয় [illegible] তাকে [illegible] থেকে [illegible] [illegible] পুষ্টিমানের।

তবু পুষ্টিমানের [illegible] বাদে ২০০৩ এর জানুয়ারিতে তখনো তার আর [illegible] না।

[illegible] দিয়েছেন [illegible] ও করলেন। দিলেন। এভাবে [illegible] আর পুষ্টিমানের [illegible] বাদে [illegible] খাবার পর [illegible] না। এবং গোবর [illegible] থেকে [illegible]। [illegible] খাবার পর [illegible] গেল এবং [illegible] দিন বাদে বাদে [illegible]। [illegible] খাবার পর দিনকে [illegible] সঙ্গে [illegible] খাবার পর [illegible] থেকে। [illegible] দিলেন, বলেছিলেন [illegible] করে [illegible] গেল [illegible] হত। দিন [illegible] বাদে [illegible] গেলে ওখা [illegible] না। এবার [illegible] গোবর [illegible] দিয়ে [illegible]। কিন্তু [illegible] দিন। এবার তার [illegible] দিলেন না [illegible] দিলেন গোবরের [illegible] দিয়ে [illegible] দিয়ে [illegible] বা [illegible] দিয়ে [illegible], না হলে [illegible] হবে। বলেছিলেন, [illegible] না, [illegible]। [illegible] হলে [illegible]। এবার ডাক্তারবাবুদের কাছে [illegible] গেলেন। ওখা থেকে [illegible] করে [illegible] বলেন [illegible] দিলেন। [illegible] দিন [illegible]। [illegible] কাজ [illegible] হবে। [illegible] হবে। [illegible] তেল এবং দুধ দিলেন। বলে দিলেন এবার

না করার অন্য কারণ কবিরাজের কথা অনুযায়ী 'এটা ফুলবে এবং তাতে জোড়ের (তি হবে। বরং যা ফোলার ফুলে যাক দুদিন বাদে এসো'। দুদিন বাদে সকালে গেলে সেই আগের প্রত্রি(য়া। এবার কবিরাজ নিয়েছিলেন তিনশো পঁচিশ টাকা। বর্তমানে রোগীর বাঁ-পায়ে জোর একটু কম। দৌড়তে পারেন না। পা-টি সামান্য ছোটো হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে সাইকেলে উঠতে হয়। হাঁটু অবশ্য পুরো ভাঁজ করতে পারেন। দুমাস আগে তিনি জহরলাল নেহ(হাসপাতালে গেছিলেন প্রতিবন্ধী শংসাপত্রের জন্য। ওরা আমাকে হাঁটাল, দেখল, বলল ঠিকই আছে। আমি সার্টিফিকেট পেলাম না।' তিনি বর্তমানে রাস্তার পাশে পান বিড়ির দোকান দিয়েছেন। সঙ্গে টেলিফোন বুথ। প্রতিবন্ধী শংসাপত্র পেলে ট্রেনে টিকিট লাগত না। টেলিফোন বুথে বিল অর্ধেক হত। সেটা হল না। বর্তমানে তিনি স্থানীয় অনেক হাড়ের রোগীকে কবিরাজের ঠিকানা দেন। তারা উপকৃত হন। রোগীর কাছ থেকেই আমরা তার অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি।

এবার আমরা তপন সরকারের কথা বলব। তপনের বয়স সাতাশ বছর। থাকেন মদনপুরের তেঘড়ি গ্রামে। দাদার সঙ্গে মদনপুর, পাইকারি বাজার থেকে সবজি কিনে বিধাননগর মুচি বাজারে বেচেন সকাল বেলা। কাজ সেরে বেলা এগারোটা-বারোটার মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসেন। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্যালপিং কৃষ(নগর লোকালে ফিরছিলেন। দরজার পাশেই ফুটবোর্ডের উপর বাবু হয়ে বসে ছিলেন। দমদম বেলঘরিয়ার মধ্যে ব্রিজ তৈরির রড বেরিয়েছিল। সেই রডের ধাক্কা খেয়ে ডান হাঁটু খুলে পা হাঁটু বরাবর ভাঁজ হয়ে উলটে যায় এবং পায়ের হাড় থাই-এর নীচে ঢুকে যায়। সেখান থেকে সোজা ব্যারাকপুর বি. এন. বসু ব্লক হাসপাতালে ভর্তি হন। তিন দিন ছিলেন। সেখানে এক্স-রে করা হয়। ডাক্ত(ার পা সেট করার চেষ্টা করেন, হয় নি। পরে অন্য কোনো হাসপাতাল কর্মচারী 'কম্পাউন্ডার' গায়ের জোরে সেট করে প-াস্টার করে দেয়। প-াস্টার বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়েছিল। 'ডিউটি সময়ের পরে' করতে হয় বলে তাকে দুশো টাকা দিতে হয়। ওখানে ঠিক মতো চিকিৎসা হচ্ছিল না বলে তিন দিন পরে বাড়ি চলে আসেন। সে সময় রোগীর স্ত্রী পোয়াতি, দুজনের দেখাশোনার অসুবিধা হবে বলে রোগীর দাদা তাকে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা করার সিদ্ধান্ত নেন। কল্যাণীতে সত্তর টাকা 'ভিজিট' দিয়ে হাড়ের ডাক্ত(ার দেখান। প-াস্টার রয়েছে সে অবস্থায় তিনি ফের এক্স-রে করতে বললেন। পনেরো দিনের ওষুধ দিলেন। এর পর এক্স-রে রিপোর্ট নিয়ে গেলে তিনি বললেন 'বি. এন. বসুর সেই ডাক্ত(ারকেই দেখান।' বি. এন. বসুর ডাক্ত(ারের কাছে গেলে তিনি পাত্তাই দেন নি। তখন রাগে-দুঃখে মদনপুর এসে সেখানকার এক পাশ করা ডাক্ত(ারের কাছে গিয়ে একশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে প-াস্টার কেটে ফেললেন। প-াস্টার কেটে পায়ের জোর একদম রইল না। আগে পা নাড়াতে পারতেন ঘোরাতে পারতেন এখন আর পারছিলেন না। তখন কল্যাণীতে অন্য একজন হাড়ের ডাক্ত(ার দেখান। তিনি পা নাড়াতে বারণ করলেন, অ্যাংক্লেট পরিয়ে দিলেন, ত্রে(প ব্যান্ডেজ বেঁধে নিতে বললেন। 'বাড়ি এসে সেগুলো করে নিলাম। এই ডাক্ত(ারের ভিজিট পঞ্চাশ-একশো টাকার মতো ছিল'। পনেরো দিন বাদে যেতে বলেছিলেন। বাড়িতে পর্যায়ত্র(মে ঠান্ডা-গরম জলে পা ডোবাতে বলেছিলেন। ওষুধও দিয়েছিলেন খাবার জন্য। পনেরো দিন বাদে গেলে ডাক্ত(ার পা ঝুলিয়ে দেন। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল। তিনি ত্রিমাত্রিক সি. টি. স্ক্যান (থ্রি ডাইমেনশনাল সি. টি. স্ক্যান) করতে বললেন এবার। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সেটা করা হল কলকাতা গিয়ে। পনেরো দিন বাদে রিপোর্ট বাড়ি আসে কুরিয়ারে। এই রিপোর্ট নিয়ে আগের ডাক্ত(ার যার কাছে যেতে বলেছেন সেই তৃতীয় হাড়ের ডাক্ত(ারের কাছে গেলেন, তার বাড়িতে। সেখানে দু-তিনজন ধরে রোগীকে হাঁটান। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল। তিনি বললেন, 'অপারেশন করতে পারি কিন্তু পা বাদ যাবার সম্ভবনাই বেশি।' একথা আগের হাড়ের ডাক্ত(াররাও বলেছিলেন, তিনি অপারেশনের তারিখ বলে দিলেন। তিরিশ হাজার টাকা লাগবে। তপনবাবুরা কুড়ি হাজার টাকা জোগাড়ও করেছিলেন। এসময় ছোটো ভাই বললেন, 'পা যখন বাদ দিতে হবে একবার কবিরাজ দেখা, অনেকের তো ওখানে ভালো হয় দেখছি।' এদের পাশেই একজনের পায়ের গোড়ালি নাকি কবিরাজ কী করে দিয়েছেন। এতদিন এদের মনে হয়েছিল। 'এই সমস্যা কী কবিরাজ কী করতে পারবে!' রোগীকে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা, কবিরাজ বাড়িতে এলেন। যদিও যার নামে মূল চিকিৎসা কেন্দ্র চলে তিনি আসেন নি। সম্ভবত তার এক ছেলে বয়স বছর পঁয়ত্রিশের মতো এসেছিল একটি সাতাশ-আটাশ বছর বয়সের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। বলা ছিল দুশো পঞ্চাশ গ্রাম সেদ্ধ চালের

ভাত বেশ ভালো করে সেদ্ধ করে, সাতটা পেঁয়াজ, পঁচিশ গ্রাম নুন আর কিছুটা সরষের তেল জোগাড় করে রাখতে। কবিরাজ এলেন সকাল ছ'টার মধ্যে। চার পাঁচজন আমাকে ধরল। সঙ্গের লোকটি পা দিয়ে আমার ডান পায়ের থাই চেপে হাত দিয়ে হাঁটুর উপরে থাই-এর দিকে চেপে ধরল। কবিরাজ গোড়ালি ধরে টান মারল। টানের চোটে ডান পা যেন বাঁ পায়ের থেকেও লম্বা হয়ে গেল। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল। তারপর হাঁটুর কাছে পা ভাঁজ করে আবার সোজা করলেন, ফের ভাঁজ করলেন তবে পুরো থাই-এর সঙ্গে পা-কে মেশান নি। তারপর ডানদিক বাঁদিক করে বসিয়ে দিলেন। ভাঁজ করার সময় বেশি যন্ত্রণা হচ্ছিল।' পুরো কাজটি কবিরাজ 'এক্স-রে' সি.টি ছবি দেখে দেখে করে।' কবিরাজ বলেছিলেন, হাঁটু বরাবর পা ভাঁজ করে থাই-এর সঙ্গে মিশিয়ে দিলে হয়তো আরো ভালো হত কিন্তু তাতে ঝুঁকি ছিল বলে করেন নি। কাজ সারতে মিনিট কুড়ি লাগে। এই চিকিৎসাটি হল দুর্ঘটনার তিন-সাড়ে-তিন মাস বাদে। সেট করার পর সামান্য সরষের তেল দিয়ে লতার বাঁধন, তার উপর ভাত কাপড় জড়িয়ে দেওয়া এই প্রক্রিয়াগুলি যথারীতি ছিল। কবিরাজ একটা মালিশ নিয়ে এসেছিলেন। আর সাতটি পেঁয়াজ, কিছুটা নুন এবং থানকুনি পাতা না পেলে ত্যালাকুচোর পাতা বেটে মলম বানিয়ে তার দেওয়া মালিশ এবং এই মলম চেপে মালিশ করতে বলেছিলেন দিনে দু-তিন বার। 'আমরা এক মাস বাদে গিয়ে ফের মালিশ নিয়ে আসি। মোট চল্লিশ দিন মতো মালিশ করতে হয়। কবিরাজ বলেছিলেন ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা বাদে ভাত কাপড়ের বাঁধন খুলে হাঁটতে।' রোগী কিছু ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন কিন্তু হাঁটেন নি। দাঁড়িয়ে থাকার সময় বাড়াতে বাড়াতে তিন-চার দিন বাদে হাঁটা শুরু করলেন। এবং দেড় দুমাসের মধ্যে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। 'মালাই চাকি ফেটে ফেটে গিয়েছিল'। বর্তমানে হাঁটু নব্বই ডিগ্রি মতো ভাঁজ হয়। কবিরাজ তিন-চার দিন বাদেই পুরো প্যাডেল করে সাইকেল চালাতে বলেছিলেন। কিন্তু যখন হাঁটুতে অনেক বিষ ফোঁড়ার মতো হয়ে গিয়েছিল বলে মালিশও ভালো করা যায় নি, সাইকেলও পুরো প্যাডেল করে চালাতে পারেন নি। 'না হলে হয়তো পা আরো বেশি ভাঁজ করতে পারতাম'। পা যাতে নাড়াতে না পারেন সেট করার পর দুপাশে ইঁট দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন চব্বিশ ঘণ্টার জন্য। 'দৌড়াতে পারি না আগের মতো। আস্তে দৌড়োই। কাজ আগের মতোই করতে পারি তবে আগে একশো কিলো মাল মাথায় নিতে পারতাম এখন ষাট কিলোর বেশি পারি না। সাইকেল চালাই কিন্তু ডান পায়ে পুরো প্যাডেল ঘোরাতে পারি না। তপনের বাড়ি গিয়ে তপন, তপনের দাদা এবং বাড়ির অন্য লোকেদের কাছে আমরা তপনের কথা শুনেছি নভেম্বর ২ তারিখে। তপনের দাদার কথা অনুযায়ী কবিরাজের কাছে যাওয়ার আগেই তাদের একুশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল।

আমাদের তৃতীয় রোগী সাহাবুদ্দিন মণ্ডল। বয়স পঁয়তাল্লিশ। গ্রামে কলতলা, পো. মদনপুর, নদীয়া। তার কাছ থেকে আমরা এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি ২০০৪-এর ১ মে তারিখে। আটাশে ফাল্গুন (মার্চ এর মাঝামাঝি) হ্যান্ড ট্রাক্টরে তার বাঁ হাতের সরু হাড়টি (আলনা) ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মদনপুরের ডাক্তারের কাছে যান। সেখানে হাত সেলাই করে কয়েকটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। এক ঘণ্টা ছিলেন। খরচ চারশো টাকা। ডাক্তার বলেন, এখানে এই চিকিৎসা হবে না। হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে যেতে হবে। এঁরা নার্সিংহোমেই গেলেন। 'হাসপাতাল সরকারি জায়গা, সেখানে দেরি হবে'। বাইরে থেকে সত্তর টাকা দিয়ে নিজেরাই এক্স-রে করিয়ে নিয়েছিলেন। হাড় ভেঙেছে। নার্সিংহোম বলল, 'সেলাই কাটা যাবে না। ঘা শুকোলে সেলাই কেটে অপারেশন করতে হবে। এখন ভর্তি থাকতে হবে।' কল্যাণীর একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে গেলেন। ডাক্তার কনুই-এর আগে থেকে কবজির উপর পর্যন্ত একটি, কবজির ওপর থেকে হাতের পাতা অব্দি একটি এবং বুকের একটি এক্স-রে করালেন। রোগী ও তার সঙ্গের লোকেদের সন্দেহ হলেও নিশ্চয়ই 'ডাক্তারি লাইনে'-এর দরকার আছে বিশ্বাসে চুপ করে রইলেন। মঙ্গলবার অপারেশন হবে। সেদিনই অর্থাৎ আটাশে ফাল্গুন শুক্রবার সাহাবুদ্দিন নার্সিংহোমে ভর্তি হলেন। এঁরাই বাইরে থেকে পাঁচশো পাঁচ টাকা দিয়ে ইনজেকশন কিনে দিলেন। মঙ্গলবার ডাক্তার দেখে বললেন, 'ঘা শুকায়নি, আজ অপারেশন হবে না। শুক্রবার বিকেল পাঁচটার পরে হবে।' শুক্রবার বললেন, 'ঘা এখনো শুকায়নি দু-তিন দিন বাদে অপারেশন হবে।' সন্দেহ হওয়াতে এরা শুক্রবার নার্সিংহোম থেকে চলে এলেন। সেখানে খরচা হল পাঁচ হাজার সাতশো টাকা। নার্সিংহোম অবশ্য সাতহাজার টাকা চেয়েছিল। বাড়ি আসার সপ্তাহখানেক বাদে ঘা শুকোলে মদনপুরের সেই ডাক্তারের কাছেই সেলাই কাটালেন। মদনপুরে

শুনলেন খেজুরিয়া স্টেশনের কাছে থাকেন এমন একজন কবিরাজের কথা। মদনপুরের দুজনের চিকিৎসা করেছেন তিনি। তারা ভালো হয়ে কাজ করছে। একজনের গোড়ালির উপরের হাড় ভেঙেছিল, আর একজনের পায়ের এবং থাইয়ের হাড় ভেঙেছিল। খেজুরিয়া গেলেন শুক্র(বার ভোরে কবিরাজ খয়রার হালসানার কাছে, সম্ভবত হাড় ভাঙার সপ্তাহ দুয়েক বাদে।

খয়রার হালসানা বৃদ্ধ হয়েছেন, এখন কাজ বিশেষ করেন না—তবে তার নামেই চলে। তার দুই ছেলে বর্তমানে এই কাজ করে। তারা এক্স-রে রিপোর্ট দেখল। বলল স(কাঠিটা ভেঙেছে। হাতের দুপাশে দুজন ধরে টানল। কবিরাজ দুহাত দিয়ে টিপে টিপে ভাঙা হাড় সেট করল। লতা জড়ালেন চার ইঞ্চির মতো ভাঙা জায়গার উপর দিয়ে। তারপর ভাত কচলে কাদা করে লেপে দিলেন এর উপর দিয়ে। তার উপর পাতলা সুতি কাপড় জড়িয়ে বেঁধে দিলেন। ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা বাদে খুলতে হবে। বললেন দুসপ্তাহ বাদে যেতে। এর মধ্যে সকালে দুবার সাদা মালিশ বিকেলে দুবার থানকুনি পাতা, মটমটির পাতা, পেঁয়াজ ন'খানা, লবণ পঁচিশ গ্রাম একত্রে জল ছাড়া রস তৈরি করে সম পরিমাণ সরষের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি সবুজ মালিশ পাঁচ মিনিট করে মালিশ করতে হবে। অন্য সময় বাঁশের চটি দিয়ে করা কাঠামো হাতের উপর জড়িয়ে বেঁধে রাখতে হবে। দুরকম মালিশই কবিরাজ দিয়ে দিয়েছিলেন। দুসপ্তাহ বাদে গেলে বললেন, সকালের সাদা মালিশ আর লাগবে না। বিকেলের সবুজ মালিশ ফের দু সপ্তাহ চলবে। আর সকালে মৌরি, পেঁয়াজ, আদা, ওখান থেকে দেওয়া গাছের শিকড় বেটে দুচামচ মনসা পাতার রসের সঙ্গে মিশিয়ে লাগাতে হবে, চার ঘণ্টা রাখতে হবে, পনেরো দিন। দ্বিতীয় বার নিলেন দশ টাকা। সেট করার পরদিন খুলে দেখে ছিলেন ভাঙাটা আর বোঝা যাচ্ছে না। 'জুড়ে গেছে, খচ খচ শব্দ নেই। হাত নাড়ালে উঁচু হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে না।' একথা তার কাছে শুনে লিখছি সেট করার ঊনত্রিশ দিন পরে। সেট করার আগে এই হাতে যে জোর পেতেন এ সময় অবশ্য সে জোর পাচ্ছিলেন না। হাত সামান্য ফোলাও ছিল। কিছুদিন পরেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে তখন তিনি পুরো সুস্থ। পুরো সেরে উঠতে দু-তিন মাস লেগেছিল।

যে তিনটি ঘটনার কথা উপরে লেখা হল পাঠক চাইলে তাদের যে কারো সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলতে পারেন। 'আধুনিক চিকিৎসায় যে সমস্যার নিরাময় নেই লোকায়তিক পারম্পরিক চিকিৎসায় কত সহজেই তা নিরাময়যোগ্য' এমন কোনো কথা বলতে চাওয়ার উদ্দেশ্যে এই অভিজ্ঞতাগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বরং লোকায়তিক পরম্পরা যে এমন অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে এগুলি তার কিছু উদাহরণ মাত্র। আমরা অনেক সময় 'মূল স্রোত'-এর চিকিৎসায় বি(াসী লোকেদের কাছে শুনি লোকায়তিক চিকিৎসার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা। কিভাবে হাড়জোড়া কবিরাজরা সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলে, কত মেহনত করে তাদের সে ভুল শোধরাতে হয়—অনেক সময় শোধরানোও যায় না। বর্তমান (ে ত্র তিনটিতে আমরা দেখলাম তিনটি মানুষকে যারা প্রথমে সরকারি এবং বেসরকারি আধুনিক চিকিৎসা করিয়েছেন কখনও সাধ্যের অতিরিক্ত(পয়সা খরচ করেছেন, কখনও অঙ্গহানির আশংকায়, কখনও হতাশ হয়ে লোকায়তিক চিকিৎসার দারস্থ হয়েছেন এবং সামান্য পয়সার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন লাভ করেছেন। আলাদা আলাদাভাবে যোগাযোগ হলেও প্রতিটি রোগীই ঘটনাচক্রে(একই জায়গা থেকে চিকিৎসা করিয়েছেন। সেটা আমরা বুঝতে পারি কোথাও চিকিৎসকের ফোন নম্বর, কোথাও নাম এবং একটি (ে ত্রে তাদের বিজ্ঞাপন তথা ব্যবস্থাপত্র দেখে। তবে এরকম চিকিৎসা বহু জায়গায় চালু আছে বলে শুনেছি। যদিও সর্বজনীন তদন্ত করা সম্ভব হয়নি। আধুনিক চিকিৎসা অনেক মানুষকে সারিয়ে তোলে সেটা আমরা জানি। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবসার অবহেলা এবং ভন্ডামি অনেক সময় মানুষকে সর্বস্বান্ত করেও দেয় তাও আমরা জানি। যদিও এগুলি আমাদের কাছে 'বিচ্যুতি' মাত্র! আজ যদি যথাযথ সমী(া হত আমরা হয়তো জানতে পারতাম আধুনিক এবং পারম্পরিক চিকিৎসার তুলনামূলক অবস্থানের কথা—নিরাময়ে এবং ব্যয়ে, চিকিৎসা ব্যবস্থার অ্যাকসেসিবিলিটি এবং অসভ্যতায়, চিকিৎসা কর্মীদের আন্ত-সম্পর্কের হায়ারার্কিতে, চিকিৎসাবিদ্যা শি(ার সহজতা এবং জটিলতায় হয়তো চমকেও যেতাম। কিন্তু 'গবেষণা' এবং 'পেপার'-এর বাইরেও অনেক সত্য থাকে। যদিও তা থাকে মানুষের অভিজ্ঞতায়, যেমন 'বার্থ সার্টিফিকেট' লেখা হয় নি এমন অনেক মানুষ মরে গেছেন।

পারম্পরিক চিকিৎসার উপকরণ সামান্য এবং সহজলভ্য,

চিকিৎসা পদ্ধতি সরল ও স্বচ্ছ এবং চিকিৎসক এক প্রকার ঘরের মানুষ। আধুনিক ‘মূলস্রোত’-এর চিকিৎসায় পদ্ধতিগত জটিলতা, কেতা, আড়ম্বর মানুষকে বিভ্রান্ত করে। একটি গ্রিক শব্দ তিনটি ল্যাটিন শব্দ উচ্চারণ করেন ডাত্ত(ারবাবু। টেবিলে রাখা মোটা ইংরেজি বই দেখে লোকে ভাবে ডাত্ত(ারবাবু কত পণ্ডিত! আর প্রাইভেট প্র্যাকটিস এবং নানা রকম কমিশনের টাকাতেই ডাত্ত(ারবাবু এয়ারকণ্ডিশন্ড গাড়ি চড়েন। বিমানে করে মরিশাসে গিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখে আসেন।

একটি ছেলের কথা শুনেছিলাম সে মুর্শিদাবাদের গ্রামের ছেলে। বেশ ক-বছর কলকাতায় আছে, গাড়ি চালায়। একশিরার সমস্যার জন্য তাকে যে যা বলে সে করে, কিন্তু হাসপাতালে সে যাবে না কারণ ওখানে গেলে অজ্ঞান করে অপারেশন করার সময় কিডনি চুরি করে নেবে। আমরা মূলস্রোতের মানুষরা যেমন লোকায়তিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে ‘বি(াস’ করি না, অনেক গ্রামীণ মানুষ তেমনি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে ভয় করে। (মতার আকর্ষণে গ্রামীণ মানুষ ত্র(মশ ‘আধুনিক’ হচ্ছে কিন্তু (মতার দম্ভে আধুনিক মানুষ লোকায়তিক পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করে। আজ যারা চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করছেন কিছুটা হলেও তাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন প্রথাগত লোকায়তিক পদ্ধতি সম্পর্কে। তাহলে হয়তো লোকসমাজ সম্পর্কে তাদের শ্রদ্ধা বাড়বে। এবং চাইলে আরো ভালোভাবে তারা মানুষকে সাহায্য করতে পারবে। □

কুশ পা রোগীরা বর্তমানে কেমন আছে

জানুয়ারি-ডিসেম্বর দুহাজার চার সালে *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* পত্রিকায় ‘চিকিৎসার লোকায়তিক ধারা-কুশ পা চিকিৎসা’ এই নামে একটি লেখা বেরিয়েছিল। সেখানে রিঙ্কা, মহিমা, ভরত, লক্ষ্মণ সহ আরো কয়েকজনের কুশ পা চিকিৎসা কিভাবে হয়েছে বলা হয়েছিল। কুশ পা সমস্যা যাদের থাকে তারা পায়ের পাতা ফেলে হাঁটতে পারে না। বরং তাদের পায়ের চেটো ভাঁজ হয়ে থাকে এবং চেটোর উপরিতল মাটিতে ফেলে ফেলে হাঁটে। চেটোর উপরের সেই অংশ যার উপর ভর দিয়ে তারা হাঁটে তা পায়ের তলার মতোই শত্ত(হয়ে যায়। চেটো খুলে ছড়িয়ে দিলে সেই শত্ত(অংশ দেখতে হয় অনেকটা আধখানা টেনিস বল বা ত্রি(কেট বল মাপের। আমরা বলেছিলাম, কিভাবে কবিরাজের চিকিৎসায় ধীরে ধীরে তাদের কুশ পা স্বাভাবিক হচ্ছিল। দু হাজার চার সালের মাঝামাঝি তাদের পায়ের চিকিৎসা শু(হয়। ইদানিং গিয়ে দেখেছি রিঙ্কা এবং মহিমার চলাফেরার মধ্যে কোনো জড়তাই প্রায় নেই। দুজনেরই কুশ পাটি অন্য পায়ের থেকে সামান্য ছোটো। ভরতের চলার সামান্য জড়তা আছে যদিও তাই নিয়েই যে খেলাধুলা করছে। লক্ষ্মণ-এর জড়তা আর একটু বেশি তবে প্রত্যেকেই পুরো পা ফেলে চলাফেরা কাজকর্ম করছে এবং সকলেরই জড়তা ত্র(মশ কমে আসছে। □

ব্যতিত্র(মী কিছু পুস্তক পুস্তিকা পত্রিকা

নিউক্লিয়ার বোমানয় □ রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের ঘোষণা □ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শি(া
পরিবেশ দূষণ   পরিচিতি ও পরিমাপ □ পরিবেশ আইন-কানুন □ হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান
□ বিজ্ঞান সমাজ মানুষ □ পরিবেশবিদ্যা পরিচয়

পাওয়া যাবে দুহাজার সাত-এর কলকাতা বইমেলায় বিওবি-র স্টলে ও অন্যত্র।

বিওবি-তে আপনাদের মতামত, চিঠিপত্র, লেখা ইত্যাদির জন্য ডাকযোগে এবং/অথবা ব্যত্তি(গতভাবে যোগাযোগ ক(ন। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় (সাড়ে ছটা-সাড়ে আটটা)
২/১এ আশুতোষ শীল লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

গণ উদ্যোগ

শ্রীরামপুর শিল্পাঞ্চলে প্রায় ছ'বছর ধরে কাজ করে চলেছে 'গণ উদ্যোগ'। দলমত নির্বিশেষে এবং অরাজনৈতিকভাবে চলতে চায় 'গণ উদ্যোগ'। সংস্থার একজন সত্রি(য় কর্মীর এই প্রতিবেদন ও পর্যালোচনা আমাদের খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। এরকম আরও বহু উদ্যোগ আছে, তাঁদের কাছে আবেদন রইল প্রতিবেদন, আলোচনা পাঠানোর জন্য—স. ম.

এ যুগে সাধারণ মানুষের সংগঠিত উদ্যোগ খুব কম। শুধু পুজোপার্বণ জাতীয় উৎসবে কিছু মানুষ স্বতো-উদ্যোগ নেন, আর ক্লাব বা খেলাধুলা নিয়ে কিছু ব্যক্তি(-উদ্যোগ চোখে পড়ে। এছাড়া পরিবেশ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, নাগরিক । অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের সংগঠিত সত্রি(য় ভূমিকা প্রায় নেই। এই নিষ্(িয়তার সুযোগটাকে কাজে লাগায় রাজনৈতিক দলগুলি। তাদের থাকে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ। তাই তাদের কর্মসূচি বা ভাবনা চিন্তার মূল ল(্যও একই পথে চলে।

বর্তমান পরিকাঠামোয় স্থানীয় উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণের দায়িত্ব পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের। বাস্তবে আমরা দেখছি আমলা-নির্ভর জনবিচ্ছিন্ন বিমূর্ত কিছু সরকারি উন্নয়ন, যা অধিকাংশ (েত্রেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বিহীন। অন্যদিকে জনমুখী বিকল্প বেসরকারি উন্নয়ন ধারণার অভাব।

শি(া, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি পরিসেবাগুলি সরকার ত্র(মাগত সংকুচিত করে আনছে। রাষ্ট্রের কল্যাণকামী চরিত্রই বদলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কিছু শিল্প, বড় কারখানা বা বিভিন্ন কারণে পরিবেশ দূষণের হার ত্র(মবর্ধমান। আছে জনবসতির বা নগরায়নের চাপ। পাশাপাশি সুস্থভাবে জীবন-ধারণের মতো জীবিকার অভাবও তীব্র হচ্ছে।

তবু বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ নাগরিক সমস্যার প্রতিকারে সংগঠিত মানুষের প্রতিরোধ বেশ কিছুটা সুরাহা করতে সমর্থ হয়েছে। এই সব ভাবনার ওপর দাঁড়িয়েই গড়ে উঠেছে একটি আঞ্চলিক সংগঠন 'গণ উদ্যোগ'। এটি জনমুখী উন্নয়ন, বাসযোগ্য পরিবেশ, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য র(ার্থে শ্রীরামপুর শিল্পাঞ্চল-কেন্দ্রিক একটি সংগঠন। উত্তরপাড়া থেকে শ্রীরামপুর এই অঞ্চলই মূলত কাজের ভিত্তি এবং সদস্যদের প্রায় সকলেই এই অঞ্চলেরই। প্রায় বছর ছয়েক গড়ে উঠা এই সংগঠনের খাতায় নাম আছে প্রায় শ-দেড়েক মানুষের। সরকারি বা বেসরকারি কোনো সংস্থার কাছ থেকে কোনো অর্থ সাহায্য নেওয়া হয় না। সদস্যদের পকেট থেকেই উঠে আসে মূল খরচ, চাঁদা সংগ্রহও চলতে পারে।

মঞ্চের প্রকৃতি বোঝাতে কতগুলি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য। এক, দলমত নির্বিশেষে গড়ে ওঠা এই সংগঠন কোনো রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন হিসাবে কাজ করবে না, বরং একটি আঞ্চলিক সংগঠন হিসাবে নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখবে। দুই, বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া রাজনৈতিক দল বা তার শাখা সংগঠন হিসাবে পরিচিত কোনো গণ সংগঠনের কর্মসূচিতে 'গণ উদ্যোগ' অংশগ্রহণ করবে না। তিন, কাজের পরিধি আপাতত শ্রীরামপুর শিল্পাঞ্চল তবে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রশ্নে বৃহত্তর (েত্রেও সংগঠন তার প্রতিত্রি(য়া জানাবে। চার, সংগঠনের ল(্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ বিভিন্ন গণ সংগঠন যেমন পরিবেশ, সংস্কৃতি, গণবিজ্ঞান, নাগরিক বা মানবাধিকার, ত্রে(তা সুর(া ইত্যাদি অথবা সাধারণ ক্লাব সংগঠন ইত্যাদির সঙ্গে প্রয়োজনভিত্তিক যৌথ কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাঁচ, আঞ্চলিক উন্নয়ন, পরিবেশ, নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার র(ার প্রশ্নে গণ সচেতনতা ও গণ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মঞ্চ দল-মত-নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি(এবং সংগঠনকে সমবেত করার প্রয়াস চালাবে, এই (েত্রে যতদূর সম্ভব সংকীর্ণতা পরিহার করা এবং নিজেদের ধারণ(মতাকে যথাসম্ভব বাড়িয়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। ছয়, পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণের ল(্যে এই মঞ্চ গড়ে উঠছে না। যদিও উন্নয়নের বিকল্প পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণের দায়িত্ব নিতে প্রয়োজনে পৌর বা পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণেও মঞ্চ পিছপা হবে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী সব সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের মতামতের ভিত্তিতে এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ইত্যাদি।

সংগঠনের ল(্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে এক, সার্বিক

সচেতনতা বৃদ্ধি। কারণ ভারতের নাগরিকদের বহু অধিকারই আছে যা সংবিধান ও আইন দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু এ-সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞানতা ও আইনগুলির বাস্তব প্রয়োগ না হওয়া, তার সঙ্গে আমাদের সার্বিক অধিকার বোধের অভাবে আমরা ব্যর্থ হই অর্জিত ও প্রাপ্য অধিকার র(ায়। দুই, স্থানীয় সমস্যাগুলি চিহ্নি(তকরণ ও সমাধানের দাবি করা ও সমাধান খোঁজা। উন্নয়নের বিকল্প পরিকল্পনা রচনা। এজন্য স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলোচনা ও প্রয়োজনে প্রযুক্তি(বিদ ও বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া। তিন, আঞ্চলিকস্তরে (মতার বিকেন্দ্রীকরণের দাবি জানানো এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। যেমন পাড়ায় পাড়ায় সত্রি(য় ওয়ার্ড কমিটি তৈরির দাবি। চার, প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতার দাবি করা। তথ্য জানার অধিকার বা আইনকে সংকুচিত করার বি(দ্ধে লড়াই চালানো।

কিছু কাজ ও ছোটো ছোটো সাফল্য

মঞ্চে বিভিন্ন মতের মানুষই আসেন। বিগত প্রতি বছর একটি করে কেন্দ্রীয় সমাবেশ হয়েছে সারাদিন বা দুদিন ধরে। কয়েকটি আঞ্চলিক শাখা আছে। সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় 'গণ উদ্যোগ' নামে। মাত্র তিন থেকে পাঁচটাকা মূল্যে মোট সাতটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি সেমিনার হয়েছে শি(া-ব্যবস্থা, জলকর, বিকল্প উন্নয়ন, বিদ্যুৎ মাসুল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে। পলিথিন ক্যারি-ব্যাগের বি(দ্ধে সচেতনতা বাড়াতে প্রচার চালানো হয়েছে। বি৻ পরিবেশ দিবসে অন্য সংগঠনের সঙ্গে পোস্টার প্রদশর্নী ভ্রাম্যমাণ প্রচার ইত্যাদি চলেছে। স্থানীয় মানুষের বিভিন্ন সংগঠিত দাবি বা প্রতিবাদের পাশে থাকে সংগঠন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উত্তরপাড়া মাখলা অঞ্চলে পানীয় জলের আন্দোলন। স্থানীয় মানুষদের সংগঠিত এই আন্দোলনের ওপর ছিল না কোনো রাজনৈতিক দলের ছাতা। স্থানীয় মানুষজনদের নিয়ে তৈরি হয় মাখলাপুর নাগরিক পানীয় জল আন্দোলন প্রস্তুতি কমিটি। 'গণ উদোগ' এতে সত্রি(য় ভূমিকা নেয় ও জোরালো প্রচার চালায়। পানীয় জলের দাবিতে ট্যাক্স বয়কট ব্যাপক সাড়া পায়। পৌরসভা, জন-প্রতিনিধি, মন্ত্রী বিভিন্ন স্তরে চলে আলোচনা ও চিঠি। গত পৌর নির্বাচনের আগে আসে পৌরপ্রধানের প্রতিশ্রুতি। যথারীতি ভোটের পর তা আর পালন হয় নি। ফলে গত বিধানসভা নির্বাচনের মুখে শু(হয় অনশন ও অবস্থান আন্দোলন। শু(তেই প্রশাসনের দিক থেকে বহুপা(ক আলোচনার লিখিত প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। সংবাদপত্রে একাধিকবার আন্দোলনের খবর ছাপা হয়। অবশেষে সরকার এই দাবি মেনে ৩৪ ল(টাকা অনুমোদন করে। প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। কিন্তু এই সমাধান আংশিক অঞ্চলের কাজে আসবে তাই পূর্ণ সমাধানের দাবিতে আন্দোলন এখনো জারী আছে। তবে আংশিক হলেও, বহু অপপ্রচার ও রাজনৈতিক দলের চাপ ও অসহযোগের জবাব দিয়েছে এই সাফল্য। প্রমাণ করেছে, কোনো রাজনৈতিক দলের আনুগত্য ছাড়াও মানুষ দাবি আদায় করতে পারে।

স্থানীয় জলা বা পুকুর বোজানোর বি(দ্ধে আন্দোলনের পাশে থাকে সংগঠন। মানুষের কোনো আন্দোলন সঠিক পথে এগোলে স্বার্থান্বেষীদের স্বার্থে আঘাত লাগে, নেমে আসে আত্র(মণ। দুবছর আগে সংগঠনের তৎকালীন সম্পাদক তুহীন মুখার্জির বি(দ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি খুনের মামলা করেন রিষড়া পৌরসভার তরফে পৌর প্রধান। পরবর্তীকালে লিখিতভাবে ভুল স্বীকার করে পৌরসভা। তবু আইনি জটিলতার জন্য মামলা এখনো চলছে।

স্থানীয় ৩ নং (টে অস্বাভাবিক বাসভাড়া নিয়ে প্রচার ও আরটিও-র কাছে দরবার করা হয়। সম্প্রতি সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণের বি(দ্ধে সংগঠন তীব্র প্রতিবাদ করছে। সর্বশক্তি(নিয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একের পর এক পথসভা চালানো হচ্ছে যৌথ উদ্যোগে বা এককভাবে। একাধিক প্রচারপত্র বিলি এবং পোস্টার সাঁটা হচ্ছে। কৃষিজমি বাঁচাও কমিটি ও অন্যান্যদের সঙ্গে যৌথভাবে এলাকায় মিছিল করা হয়েছে। হয়েছে আরো অনেক ছোটোখাটো কাজ।

ঘাটতি ও সমস্যা

বহু ঘাটতি আছে তবে এ-বিষয়ে আমার দেখা অন্যান্য এরকম সংগঠনের চিত্রটা প্রায় একই। দুর্বলতাগুলি সকলেরই খুব পরিচিত। যেমন সত্রি(য় সদস্য সংখ্যা সেই হারে বাড়ছে না। ফলে সামনের দুচারজনের ওপর কাজের চাপ ও নির্ভরশীলতা এখনো খুব বেশি। পরিচিত গণ্ডির বাইরে অপরিচিত বা

[পরের পাতায় K

খুন হলেন রাশিয়ান সাংবাদিকআন্না পলিতকোভসস্কায়া

'আমি স্থির নিশ্চিত যে, একজন রাশিয়ান সাংবাদিকের কাজ হিসাবে আমার এই কাজের সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি নেওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি থেমে যেতে পারি না কারণ এটা আমার কর্তব্য। আমি মনে করি, একজন ডাক্ত(ারের কর্তব্য রোগীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখা, একজন গায়কের কর্তব্য গান গাওয়া। একজন সাংবাদিকের কাজ সে বাস্তবে যা দেখছে তা নিয়ে লিখে যাওয়া। এটা আমার কর্তব্য।'

বছর দুয়েক আগে বিবিসি-কে দেওয়া এক সা(াৎকারে এ-কথাই বলেছিলেন নির্ভীক সাংবাদিক আন্না পলিতকোভসস্কায়া। গত ৭ অক্টোবর ২০০৬ *নভোয়া গেজেটা*-র এই সাংবাদিককে খুন করা হল। বহুবার খুন ও ধর্ষণের হুমকি পাওয়া ৪৮ বছর বয়স্ক, দুই সন্তানের জননী পলিতকোভ-সস্কায়াকে তাঁর ফ্ল্যাটের সামনেই 'মাকারভ ৯ মিমি' পিস্তল দিয়ে গুলি করে হত্যা করে এক ভাড়াটে খুনি। আন্না পলিতকোভসস্কায়া হলেন ত্রয়োদশ সাংবাদিক যিনি পুতিন জমানায় খুন হলেন। এর কয়েকদিন পরে যে পদ্ধতিতে খুন হলেন প্রাক্ত(ন কেজিবি গুপ্তচর আলেক্সেই লিত্‌ভিনেনকো তা সারা পৃথিবী জুড়ে সোরগোল ফেলে দিয়েছে। এই সব ঘটনাই যেন একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আন্না খুন হবার পর রাশিয়ান ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট-এর সাধারণ সম্পাদক ইগর ইয়াকোভেঙ্কো বলেছেন, 'এটা নিশ্চিত যে তাঁকে খুন হতে হল তাঁর পেশাগত কাজের জন্যই।' পুতিন ও চেচ্‌নিয়ার 'শক্তি(মান পু(ষ' রামজান কাদিরফের জন্মদিনের সময়ে এই খুন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এটা ওদের জন্মদিনের উপহার।

গত একদশক ধরে আন্না চেচনিয়ায় চলতে থাকা যুদ্ধ নিয়ে তদন্তমূলক প্রতিবেদন রচনা করে গেছেন। রাশিয়ার প্রধান বিরোধী সাময়িকপত্র *নভোয়া গেজেটা*-য় তাঁর প্রতিবেদনগুলো বি্বের কাছে প্রকাশ করেছে চেচনিয়ার অবর্ণনীয় অত্যাচার, খুন, ধর্ষণ ও দুর্নীতির কাহিনী। তিনি ৫০ বার যুদ্ধবিধ্বস্ত চেচনিয়ায় গিয়েছিলেন। তাঁকে রাশিয়ার স্পেশাল ফোর্স চেচনিয়া সংক্র(ান্ত প্রতিবেদনের জন্য আটক করে, এবং খুন ও ধর্ষণের হুমকি দেয়। ২০০১ সালে তিনি পালিয়ে যান অস্ট্রিয়ায়। ২০০৪ সালে যখন তিনি বেসলান-এর জঙ্গি অবরোধ নিয়ে প্রতিবেদন লেখার জন্য সেখানে যান তখনও তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল।

দ্য নেশন পত্রিকার সম্পাদক ক্যাটরিনা ভাডেন হিউকেল লিখেছেন, গত এক দশক ধরে চেচেন যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা আর দুর্নীতির ওপর তাঁর নির্ভীক প্রতিবেদনগুলো তাঁকে রাশিয়ার সাহসীতম সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সন্ত্রাসদমনে 'বুশ-ব্লেয়ার ছক'-এর অছিলায় পুতিন চেচনিয়ার ওপর যে অত্যাচার চালান তাতে সন্ত্রাসবাদীরা নির্মূল হবার বদলে বরং আরও শক্তি(শালী হয়ে ওঠে। আন্না শুধু যে (শ বাহিনীর কুকর্মের কথা তুলে ধরেছেন তা নয়, চেচনিয়ার মুসলিম মৌলবাদীরা সামিল বাসায়েভ-এর নেতৃত্বে ২০০৪ সালে বেসলানে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের ওপর যে গণহত্যা সংঘটিত করেছিল তার বি(দ্ধেও কলম ধরেছিলেন। আন্না পলিতকোভসস্কায়া রাশিয়ার বর্তমান জমানা, চেচনিয়ার যুদ্ধ বিষয়ে কয়েকটি বই লিখেছেন *পুতিনস্ রাশিয়া(আ স্মল কর্নার অফ হেল* ইত্যাদি।

এই নির্ভীক সাংবাদিকের মৃত্যু সারা বি্বের সাংবাদিকদের নিজের বিবেকের কাছে প্র্ন করে দেখতে বলছে—তিনি সাংবাদিকের কর্তব্য পালন করছেন তো?

শ.প.ন

গণ উদ্যোগ [৫৫ পাতার পর]

এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে আশানুরূপ যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। এই বিরাট এলাকার অনেক মানুষের কাছে সংগঠনের নাম এখনো পৌঁছয়নি। পত্রিকা প্রকাশ অনিয়মিত, সব বিক্রি(ও হয় না। সংগঠনে নারীদের এবং ত(ণ প্রজন্মের সংখ্যা খুবই কম, যেটা খুব প্রয়োজন। আর আছে অর্থের সমস্যা। একটি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলাও অবশ্য প্রয়োজন। নিজস্ব কোনো কার্যালয় এখনো নেই, তাই উত্তরপাড়া দ্বারকানাথ কোটানিশ স্মৃতির(া কমিটির সহযোগিতায় কাজ চালানো হচ্ছে।

তবু ব্যর্থতা আর সাফল্যের মঞ্চে সংগঠন বৃহত্তর সমাজের উপকারের স্বার্থে 'গণ উদ্যোগ' কাজ করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।

তন্ময় চক্র(বর্তী

পৃথিবী-প্রাণ-পরমাণু

পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশিষ্ট দৈনিক পত্রিকায় (*আবাপ*, ২০.১২.২০০৬) পথিক গুহর প্রতিবেন 'খরচ বিপদ দুটোই কমেছে, দূরদৃষ্টির নাম পরমাণু বিদ্যুৎ' এর প্রে(িতে লেখা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন 'একটা ভারী পরমাণু ভেঙে (ফিশন) যেমন এনারজি মেলে, তেমনি একাধিক হাল্কা পরমাণু জুড়েও (ফিউশন) তা পাওয়া যেতে পারে। সূর্যে বা অন্য ন(ত্রে এভাবেই বিশাল পরিমাণ তাপ সৃষ্টি হয়।' ৯ কোটি ৩০ ল(মাইল দূরের সূর্যের উৎপন্ন মোট তাপ ও আলোক শক্তি(র ৫০০ কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগ পৌঁছায় পৃথিবীতে। এই গৌণ শক্তি(র উপর ভিত্তি করেই আবহাওয়া, জৈব-রাসায়নিক বিবর্তন ও পরে প্রাণের আবির্ভাব। গবেষণা বা বিদ্যুৎ তৈরি যাই হোক, পৃথিবীপৃষ্ঠে একটির পর একটি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর তৈরির পরো(অর্থই হল সূর্যের কেন্দ্র (তাপমাত্রা দেড় কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) থেকে অতি উত্তপ্ত খণ্ড তুলে এনে সূর্যের দশ ল(ভাগের ৩ ভাগ ভরবিশিষ্ট, সৌরমণ্ডলীয় ম(ভূমির মাঝে একমেবাদ্বিতীয়ম ম(দ্যান পৃথিবী নামক নিরীহ, নাতিশীতোষ(গ্রহের উদরে প্রতিস্থাপন। যা সহ্য করার মতন 'ইমিউনিটি'ই পৃথিবীর নেই।

আর যাই হোক, পৃথিবীটা তো আর সূর্য নয়। পৃথিবী চলে নিউটোনিয়ান মেকানিক্সে, সূর্য চলে নিউক্লিয়ার মেকানিক্সে। সূর্যে আছে হরেক রকমের তেজস্(িয় বিকিরণ আর তেজোদীপ্ত, ছন্নছাড়া পরমাণু কণাদের দুরন্ত গতির ছোটাছুটি বা কেওটিজম (chaotism)। হিউম্যানিজমের গন্ধ...ই সেখানে নেই। পরমাণু-চুল্লির নিরাপত্তার নিরিখে আইনস্টাইনের একটি উক্তি(র দার্শনিক সত্যতা মেলানো যেতে পারে,'One Thing I have learnt in a long life, that all our science measured against reality is primitive and childlike.'

সূর্য থেকে ৬ কোটি ৭০ ল(মাইল দূরেও তাপদগ্ধ শুক্র(গ্রহে (২৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় যেখানে সীসের মতো ধাতুও গলে যায়) প্রাণের স্পন্দন যেমন জেগে ওঠেনি, তেমনি সূর্য থেকে ১৪ কোটি মাইল দূরে মঙ্গল গ্রহেও অধিক শীতলতায় ও পরিমিত অক্সিজেনের অভাবে নিম্নশ্রেণির প্রাণ সৃষ্টি হয়েও (?) থেমে গেছে।

পৃথিবী তার প্রাণ সৃষ্টির 'প্রতিজ্ঞায় চৌম্বক বলয়ের বাহাদুরিতে সূর্যের দুষ্ট বিকিরণকে ঠেলে দিয়েছে দুই মে(তে। ওজোনস্তরের অবয়ব তৈরি করে অতিবেগনি রশ্মিকে (খে দিয়েছে উর্ধ্বাকাশে। পৃথিবী-পরিবেশ এতটাই সংবেদনশীল, যে তার গড় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি কমলে যেমন বরফযুগ এসে যেতে পারে, ২ ডিগ্রি বাড়লেও পাহাড়ের বরফ গলে সমুদ্র উপচে যেতে পারে। আধুনিক আবহাওয়া বিজ্ঞানের পরিভাষায় এটাই হল 'বাটারফ্লাই এফেক্ট'। নোবেলজয়ী জৈব-রসায়নবিদ্ সালভাদোর লুডিয়ার কথায় 'life's condition is determined by the space-time mosaic of the environment'.

১৯৭৪ সালে আমেরিকায় নিউ মেক্সিকো রাজ্যের আলবুকার্ক অঞ্চলে সান্ডিয়া ন্যাশানল ল্যাবরেটরি, প্রতিফলকের (হেলিওস্ট্যাট) সাহায্যে তাপ কেন্দ্রীভূত করে 'সোলার থার্মাল টেস্ট ফেসিলিটি' নামে প্রথম সৌরতাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরী(া চালায়। ১৯৮২ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ম(ভূমিতে ১০ মেগাওয়াট (মতার একটি 'সোলার পাওয়ার টাওয়ার' চালু হয়। তারপর একের পর এক আরো উচ্চশক্তি(র সৌরবিদ্যুৎ এখন পৃথিবী জুড়ে। ভারতবর্ষসহ পশ্চিমএশিয়া, গোটা আফ্রিকা মহাদেশ ও আমেরিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সূর্য 'উদার হস্তে' তাপ দান করে। সৌরশক্তি(নিয়ে একটা কথা চালু আছে—'the sun pays the bill', অর্থাৎ সামান্য বেশি খরচ দিয়ে একবার তৈরি করে ফেললে, সারাজীবন জ্বালানি খরচ 'জিরো'। 'ফিউশন প্রক্রি(য়ায় পরমাণু বিদ্যুৎ' যদি 'হতে পারে 'ক্লিন এনারজি' তবে সৌরশক্তি(হচ্ছে ক্লিনেস্ট। ক্লিন-ক্লিনার-ক্লিনেস্ট। সমী(ায় দেখা গেছে পৃথিবীর সমস্ত ম(ভূমির মাত্র এক শতাংশ অঞ্চলে যে সৌরতাপ পাওয়া যায়, তা বর্তমান পৃথিবীর ফসিলফুয়েল-জাত তাপ-বিদ্যুতের সমতুল্য।

নিখিলেশ পাল
বর্ধমান

রাষ্ট্রস-ঙ্ঘ হু-গা সা-ভজ

-ভ-নজু-য়লার -প্রসি-ডন্ট হু-গা সা-ভজ প্রায়ই নানান চমক দি-য় থা-কন। তার একটি ছিল গত -স-প্টম্ব-রর ২০ তারি-খ রাষ্ট্রস-ঙ্ঘর সাধারণ অধি-বশ-নর দ্বিতীয় দি-ন -দওয়া তাঁর বক্তৃতা। বক্তৃতা ম-ঞ্চ উ-ঠ নাটকীয় ভঙ্গি-ত একটি বই উঁচু-ত তু-ল ধ-র নাড়া-ত নাড়া-ত বল-লন, 'যাঁরা এই বইটি না প-ড়-ছন, বিনীতভা-ব বলব বইটি প-ড় -দখ-বন'। বইটি হল -নায়াম চমস্কির *Hegemony or Survival : The Imperialist Strategy of United States*। বল-লন, 'আমার ই-চ্ছ কর-ছ বইটি আপনা-দর প-ড় -শানাই। কিন্তু অত সময় -নই। তাই প-ড় -নবার পরামর্শ দিলাম। চমৎকার বই এটি। -গাটা বিশ শতক ধ-র দুনিয়াজু-ড় কী ঘ-ট-ছ, এখন কী ঘট-ছ এবং আগামী দি-ন আমা-দর ওপর কী বিপদ ঘনি-য় আস-ছ তার বিবরণ পাওয়া যা-ব এই বই-ত। বইটি বি-শষ ক-র পড়া দরকার মার্কিন যুক্তরা-জ্যর ভাই-বা-ন-দর। কারণ বিপদ -তা তা-দর -দার-গাড়া-তই।'

এর আ-গর দিনই ওই একই ম-ঞ্চ বক্তৃতা দি-য় -গ-ছন মার্কিন -প্রসি-ডন্ট জর্জ বুশ। তা-ক ইঙ্গিত ক-র সা-ভজ মঞ্চটি -দখি-য় বল-লন, 'গতকাল এই ম-ঞ্চ দাঁড়ি-য়ই বক্তৃতা দি-য় -গ-ছন এক '-ডভিল'। এখনও তার দুর্গন্ধ (সালফা-রর গন্ধ) যায় নি। তিনি -যভা-ব কথাবার্তা ব-ল -গ-ছন তা-ত ম-ন হ-য়-ছ -গাটা দুনিয়াটা তাঁর -কনা খাসতালুক । বক্তৃতার পু-রা বয়ানটি একজন ম-না-রাগ বি-শষ-জ্ঞর কা-ছ পাঠা-ল হয়।'

বুশ তাঁর বক্তৃতায় ব-লছি-লন -য, তিনি -যদি-কই তাকান -কবল সন্ত্রাসবাদী-দর -দ-খন। সা-ভজ -সই প্রসঙ্গ -ট-ন ব-লন, 'আস-ল উনি আমা-দর র-ঙর দি-ক তাকি-য়ই বু-ঝ যান আমরা সব সন্ত্রাসবাদী। বলিভিয়ার -প্রসি-ডন্ট এভা -মারা-লস-কও একজন সন্ত্রাসবাদী ব-ল ম-ন হয় তাঁর। আস-ল সাম্রাজ্যবাদীরাই সন্ত্রাসবাদী। আমরা নই। মানুষ জাগ-ছ, -সটা-কই সন্ত্রাসবাদ ব-ল ম-ন হ-চ্ছ তাঁর।'

-প্রসি-ডন্ট বুশ ব-লছি-লন তিনি নাকি এখা-ন এ-স-ছন বিশ্ববাসীর মু-খামুখি হ-য় শান্তি ও গণত-ন্ত্রর কথা বল-ত। -সই প্রসঙ্গ -ট-ন সা-ভজ ব-ল-ছন, 'তাহ-ল আফগানিস্তা-ন, ইরা-ক, -লবান-ন, প্যা-লস্টাই-ন তাঁরা কী ক-র-ছন ? সবই শান্তির জন্য ? গত একশ বছর ধ-র দক্ষিণ আ-মরিকায় যা ক-র-ছন সব শান্তি আর গণত-ন্ত্রর জন্য ?'

এরপর তিনি আক্রমণ শানি-য়-ছন রাষ্ট্রস-ঙ্ঘর বর্তমান কাঠা-মাটির দি-ক। ব-ল-ছন 'ওয়ার্থ-লস' এই কাঠা-মা। বক্তৃতা ছাড়া -কা-না কা-জর কাজ হ-চ্ছ না। বদ-ল -ফল-ত হ-ব এর -খাল--নাল্-চ।

তাঁর এই গরম বক্তৃতায় ঘাব-ড়-ছন অ-ন-কই। অ-ন-ক বল-ছন এজন্যই সিকিরিউটি কাউনসি-ল অস্থায়ী সদস্য নির্বাচ-নর লড়াই-ত তাঁর সমর্থিত -দ-শর পরাজয় ঘ-ট-ছ। সম্ভবত তাঁর প-ক্ষ দাঁড়ায়নি কিছু বন্ধু -দশও।

র. চ.

□□

কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীন মত -পাষ-ণর জায়গা নয়

বিজ্ঞান আ-ন্দাল-নর স-ঙ্গ যুক্ত সক-লই এম. পি. পর-মশ্ব-রণর নাম জা-নন হয়-তা । তিনি -করল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষ-দর (সং-ক্ষ-প -কএসএসপি) অন্যতম প্রধান সংগঠক । এছাড়াও অন্য অ-নক সর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠা-নর স-ঙ্গ যুক্ত তিনি । -পশায় ছি-লন নিউক্লিয়ার সা-য়ন্টিস্ট । উচ্চ শিক্ষা-র্থ -সাভি-য়ত রাশিয়া গি-য়ছি-লন ১৯৬২ সা-ল । তিন বছর ছি-লন -সখা-ন । -দ-শ ফি-র আর গ-বষণাগা-র ফি-র যাননি । শিক্ষা প্রসা-রর কা-জ যুক্ত হ-বন ঠিক ক-র -কএসএসপি--ত -যাগ -দন ।

-সাভি-য়ত রাশিয়া -দ-খ এ-স এবং দুনিয়াজু-ড় সমাজতান্ত্রিক শিবি-রর ব্যর্থতা -দ-খ কালক্র-ম তাঁর ম-ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষ-য় কিছু -মৌলিক প্রশ্ন -দখা -দয় । তাঁর এই ভাবনা সবার স-ঙ্গ ভাগ ক-র -নবার ই-চ্ছ হয় তাঁর। তাই ১৯৯৮-এ বিহা-রর নালন্দায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া পিপলস্ সা-য়ন্স কং-গ্র-স 'Towards the

Perspective of a Fourth World' না-ম একটি -লখা -দন আ-লাচনার সূত্রপা-তর জন্য ।

২০০৩ সা-ল তাঁর -সই ১৯৯৮ সা-লর -লখাটি নি-য় হঠাৎ সমা-লাচনার ঝড় ও-ঠ -কর-লর কাগজপ-ত্র। তাঁর '-ফার্থ ওয়ার্লড'-এর ধারণাটি আক্রম-ণর লক্ষ্য হয়। এই ব্যাপা-র সিপিআইএম, সিপিআই উভয় দ-লর -নতারাই তাঁর বিরু-দ্ধ -কামর -বঁ-ধ লা-গন । অব-শ-ষ ২০০৪ সা-ল, সম্ভবত 'অ-মার্কসিস্ট ম-নাভাব' -পাষ-ণর কার-ণ, তাঁ-ক সিপিআইএম পার্টি -থ-ক বহিষ্কার করা হয়। -কা-না রকম ওয়ার্নিং বা চার্জশিট বা আ-লাচনা ছাড়াই ! পাঁচবছর আ-গর প্রায় ভু-ল যাওয়া একটি -লখার জিগির তু-ল, -সটা নি-য় দিনক-য়ক হইহট্ট-গাল ক-র, হঠাৎ এই পদ-ক্ষ-প স্তম্ভিত হ-য় গি-য়ছি-লন তিনি। এর পর তিনি -সই -ছাট্ট -লখাটি-ক প্রথ-ম মলায়ালি ভাষায় এবং প-র তার ইং-রজি অনুবাদ পুস্তিকাকা-র প্রকাশ ক-রন (*Another World Possible : Thoughts About A Fourth World*) । পুস্তিকাটির -বশ ক-য়কটি সংস্করণ হ-য় -গ-ছ । এখন ইন্টার-ন-টও পাওয়া যায় । চাই-ল *বিওবি*-র ও-য়বসাইট -থ-কও প-ড় নি-ত পা-রন । (http://www.geocities.com/bob_swf/motamot/11-9-06-fourth-world.pdf/)

কিন্তু কী র-য়-ছ এই -লখা-ত -যজন্য এমন প্রবীণ ও একনিষ্ঠ একজন পার্টি কর্মী-ক দল -থ-ক বহিস্কৃত হ-ত হল ? তাঁর অপরাধ তিনি বাঁধাধরা পথ -ছ-ড় নি-জর ম-তা ক-র সমাজতান্ত্রিক -দশগুলির ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান কর-ত -চ-য়ছি-লন এবং কী হওয়া উচিত ছিল বা এখন কী করা উচিত -স কথা ভাব-ত -চ-য়-ছন। আর তা-তই -গাল -ব-ধ-ছ।

তিনি -সাভি-য়ত রাশিয়ার পত-নর জন্য তিনটি কারণ চিহ্নিত ক-র-ছন । প্রথম দুটি কারণ হল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক -ক্ষ-ত্র অতিরিক্তরকম -কন্দ্রিকতার নীতি অবলম্বন করা । আর অন্য কারণটি হল প্রগতি তথা মানুষ ও সমা-জর অগ্রগতি সম্প-র্ক ভ্রান্ত ধারণা নি-য় অগ্রসর হওয়া । এই -শ-ষর কারণটি সম্প-র্ক বল-ত গি-য় ব-ল-ছন সমাজতান্ত্রিক -দশগুলি মানু-ষর আশা আকাঙ্ক্ষার বিষয় ও উৎপাদিকা শক্তি বিকা-শর বিষয়টি পুঁজিবাদী -দশগুলির দৃষ্টিভঙ্গি-তই -দখ-ত -চ-য়-ছ । এঁরা বিশ্বাস ক-র-ছ -য, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার (-রট অফ -গ্রাথ) মা-নই অগ্রগতি । -ভ-ব-ছ উৎপাদন য-থচ্ছ বাড়া-না যায় ও -সই সম্পদ -দ-শর আপামর জনসাধার-ণর ম-ধ্য ছড়ি-য় -দওয়া সম্ভব ।

এই পথ ঠিক নয় ব-ল তিনি ম-ন ক-র-ছন। বদ-ল তিনি নতুন একটি সমা-জর কল্পনা ক-র-ছন, -যটা-ক তিনি চতুর্থ বিশ্ব ব-ল-ছন। -সখা-ন এই ত্রুটিগুলি থাক-ব না। -সখা-ন -খালা-মলা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত থাক-ব । -সখা-ন সক-ল সমানভা-ব এবং অবা-ধ অংশগ্রহণ কর-ব । -সখা-ন বড় বড় -ম-ট্রা-প্যালি-সর বদ-ল গ-ড় উঠ-ব -ছা-টা -ছা-টা কমিউনিটি। -গাটা -দশটা হ-ব এই ধর-নর কমিউনিটির সমন্বয় । প্রতিটি কমিউনিটি উৎপাদ-নর ব্যাপা-র স্বয়ংসম্পূর্ণ হ-য় ওঠার -চষ্টা চালা-ব। নিত্য ব্যবহার্য জিনিস নি-জর এলাকা-তই তৈরি করার -চষ্টা কর-ব । স্থানীয় সম্প-দর ব্যবহার ও বন্ট-নর ব্যাপা-র প্রধানত স্থানীয় মানু-ষর মতামত অগ্রাধিকার পা-ব । -মাট কথা সব ধর-নর নিয়ন্ত্র-ণর ব্যাপারটা ওপর -থ-ক চাপি-য় -দবার বদ-ল নীচ -থ-কই গ-ড় উঠুক, এমনটাই -চ-য়-ছন তিনি।

-বাঝাই যা-চ্ছ, দীর্ঘকাল গণবিজ্ঞা-নর কা-জক-র্ম যুক্ত থাকার মধ্য দি-য় তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি গ-ড় উ-ঠ-ছ -যটা প্রথাগত মার্কসবাদী চিন্তাভাবনা -থ-ক আলাদা । -যখা-ন ই-কালজির ভাবনা গুরুত্ব -প-য়-ছ -বশি । -যটা এখন দুনিয়াব্যাপী অ-নক -সাশাল মুভ-ম-ন্টরও কথা । আমা-দর -দ-শ এই ব্যাপারটি নি-য় এমন বিশ-দ আর -কা-না মতামত লিখিত আকা-র আ-ছ কিনা জানা -নই । -সদিক -থ-ক আ-লাচনার সূত্রপাত হি-স-ব -লখাটি গুরুত্বপূর্ণ। র. চ.

◻◻

তথ্য জানার অধিকার-ক কা-জ লাগা-চ্ছ 'পরিবর্তন' তথ্য জানার অধিকার আইনি স্বীকৃতি -প-য়-ছ। কিন্তু আমরা এর ব্যবহার বি-শষ কর-ত পারিনি। এ ব্যাপা-র আমরা দিল্লীর শ্রী অরবিন্দ -কজরিওয়া-লর কাছ -থ-ক শিক্ষা নি-ত পারি। তাঁর উ-দ্যা-গ গ-ড় উ-ঠ-ছ 'পরিবর্তন'

না-মর সংস্থা। ইতিম-ধ্যই এই সংগঠন ব্যাপক সাড়া জাগি-য়-ছ জনমান-স। সরকারি অফি-স দুর্নীতি -ঠকা-ত এই আই-নর সাহায্য নি-চ্ছ এই সংগঠন। ২০০০ সা-ল প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন তাঁ-দর কা-জর স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৬ সা-লর রামন ম্যাগ-স-স পুরস্কার লাভ ক-র-ছ।

শ্রী অরবিন্দ -কজরিওয়াল হ-লন একজন ট্যাক্স অফিসার। অফি-সর দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মী ও অফিসার-দর হা-ত সাধারণ মানুষ নিত্যদিন কীভা-ব হয়রান হন -সসব তিনি নি-জ কাছ -থ-ক -দ-খ-ছন। তিনি ঠিক ক-রন, এর বিরু-দ্ধ কিছু কর-ত হ-ব। গ-ড় -তা-লন 'পরিবর্তন' না-মর সংস্থা। সাধারণ মানু-ষর হয়রানি কমাবার জন্য প্রথ-ম তাঁরা অফি-স নিয়মকানুন সরল করার জন্য ওপরওলার কা-ছ কিছু প্রস্তাব রা-খন। এ-ত কাজ না হওয়ায় আদাল-ত একটি জনস্বার্থ মামলা দা-য়র ক-রন। 'পরিবর্তন'-এর বন্ধুরা মি-ল চিফ কমিশনা-রর অফি-সর সাম-ন ধরনা -দন। এক সময় চিফ কমিশনার বাধ্য হন কিছু পদ-ক্ষপ নি-ত ।

পরিবর্ত-নর সদস্যরা দিল্লীর নিম্নবিত্ত এলাকা সুন্দরনগ-র কাজ শুরু ক-র-ছন। তাঁরা -দ-খ-ছন -য, -য-হতু -সখা-ন নিম্নআ-য়র -লা-কর বাস -সজন্য -সখানকার উন্নয়-নর জন্য বরাদ্দ অ-র্থ কখনই ঠিকম-তা কাজ হয় না। তাঁরা প্রথ-ম ত-থ্যর আধিকার কা-জ লাগি-য় পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্ট-মন্ট -থ-ক ওই এলাকার জন্য বরাদ্দ অর্থ ও কাজক-র্মর বিবরণ সংগ্রহ ক-রন। এই তথ্য -সখানকার মানুষ-দর ম-ধ্য প্রচার ক-রন। কীভা-ব এই অর্থ মাঝপ-থ লুঠপাট হয় -সসব বিবরণ, কীভা-ব নজরদারি ক-র এই দুর্নীতি রদ করা যায় এসমস্ত বিষয় নি-য় পথনাটিকা ইত্যাদির মাধ্য-ম -লা-ক-দর ম-ধ্য প্রচার ক-রন। এই প্রচা-রর ফল ফ-ল। নজরদারির কাজ করার জন্য স্থানীয় মানুষ-দর নি-য় কমিটি গঠিত হয়। এরা নি-জর এলাকার কাজ কড়ায়গণ্ডায় বু-ঝ নি-চ্ছন। আজ -সখা-ন এই কমিটি-ক আগাম না জানি-য় -কা-না কাজ শুরু করা হয় না ।

সুন্দরনগ-রর -রশনিং ব্যবস্থারও কিছুটা হাল বদল হ-য়-ছ আজ। -দাকান ও -রশনিং দপ্ত-রর কর্মী-দর -যাগসাজ-স -রশ-নর জন্য বরাদ্দ জিনিসপত্র -দাকা-ন -ঢাকার আ-গই পাচার হ-য় -যত। 'পরিবর্তন' এই বিষ-য় তথ্য সংগ্র-হর কাজ শুরু ক-র। এজন্য তা-দর ওপর হামলাও হয়। তারপর এলাকার মানুষ এক-জাট হ-য় প্রতিবাদ ক-র। প্রতিবা-দ একমাস '-রশন বয়কট' ক-রন। অব-শ-ষ -রশন দপ্তর বাধ্য হয় -সখানকার -রশন সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়মিত কর-ত ।

-দ-শর স-র্বাচ্চ স্ত-রর দুর্নীতি নি-য় প্রচার মাধ্য-ম হইচই কম হয় না। কিন্তু ওই অবধিই। -সগুলির পরিণতি কী হয় আমরা সবাই -জ-ন -গছি। ফ-ল ওই খবরগুলির বি-নাদনমূল্য ছাড়া আর কিছুই -নই আজ। -য-হতু ওই সব ঘটনা আমা-দর সরাসরি আঘাত ক-র না তাই উ-পক্ষা কর-ত পারছি। কিন্তু অফিস-আদাল-তর নিত্যদি-নর দুর্নীতি ও হয়রানি আমা-দর সরাসরি আঘাত ক-র। বি-শষ ক-র গরিব মানুষজন-দর। ফ-ল এই ধর-নর উ-দ্যাগ তা-দর জীব-ন কিছুটা স্বস্তি দি-ত পা-র। 'পরিবর্ত-ন'র প-থ আরও -বশি মানুষ এগি-য় আসুক চাই ।

র. চ.

□□

বিজ্ঞা-নর স্বর্গভূমি মার্কিন যুক্তরা-জ্য বিজ্ঞানীর অপকীর্তি

সম্প্রতি *দি নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় -তমন একজন বহু উ-র্ধ্ব উ-ঠ যাওয়া বিজ্ঞানীর ধপাস্ হওয়ার বিবরণ প্রকাশিত হ-য়-ছ। -ভরমন্ট বিশ্ববিদ্যাল-য়র অধ্যাপক এরিক -পা-য়লম্যান কিছুদিন আ-গও দুনিয়াজু-ড় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হি-স-ব পরিচিত ছি-লন। তাঁর গ-বষণার বিষয় ছিল মহিলা-দর শারীরবৃত্তীয় কিছু গণ্ড-গাল নি-য়। বহু মহিলার শরী-রর ওপর বছর দ-শক ধ-র পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি-লন। পরীক্ষালব্ধ ফল বি-শ্লষণ ক-র তিনি -য তত্ত্ব খাড়া ক-রছি-লন তা প্রবন্ধ আকা-র প্রকাশিত হ-য়-ছ। বিজ্ঞানীমহ-ল তা প্রশংসিত হ-য়-ছ। খুব নাম-ডাক হ-য়-ছ তাঁর। বিশ্ববিদ্যাল-য় তাঁর মাই-ন ক্র-ম স-র্বাচ্চ স্ত-র -পৌ-ছ-ছ। পৃথিবীর নানান -দ-শর বিজ্ঞান-সভায় বক্তৃতা -দবার ডাক পাচ্ছি-লন। এর পর তাঁর আর গ-বষণার টাকার অভাব ছিল না। লক্ষ লক্ষ ডলা-রর প্র-জক্ট চলছিল তাঁর অধী-ন। জনা প-ন-রা গ-বষণার ছাত্রছাত্রী কাজ করছিল সব সময়। এমন সময় গত ২০০০ সা-ল

তাঁর কা-ছ এ-স জুটল এক ছাত্র। নাম ডি-ন-না।

স্যা-রর পু-রা-না কা-জর তথ্য-সারণি নি-য় নাড়াচাড়া কর-ত গি-য় -বশ কিছু অসঙ্গতি -চা-খ প-ড় তার। কিন্তু সাহস ক-র কিছু বল-ত পারছিল না। তখন এখা-ন কাজ ক-র যাওয়া পু-রা-না এক গ-বষ-কর কা-ছ ভ-য় ভ-য় জানায় বিষয়টি। -স ব-ল -য, তারও এই অসঙ্গতি -চা-খ প-ড়ছিল। কিন্তু ভ-য় কিছু ব-লনি। কারণ এই অধ্যাপক প্রচণ্ড প্রভাবশালী -লাক। এঁ-ক চটা-ল ভবিষ্যৎ ঝরঝ-র ক-র দি-ত পা-রন। ডি-ন-না এবার একটু ভরসা পায়। অসঙ্গতি -কবল -স একা -দ-খনি। অ-ন্যরাও -দ-খ-ছ। তখন সাহ-স ভর ক-র স্যার-ক জানায় তার স-ন্দ-হর কথা। কিন্তু তিনি আমল -দন না -স কথায়। ব-লন সব ঠিক আ-ছ।

কিন্তু ডি-ন-নার অশান্ত মন তা-ত দ-ম নি। এক সময় -স বিশ্ববিদ্যাল-য়র ওপর মহ-ল ব্যাপারটা জানায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদ-ন্তর নি-র্দশ -দয়। তারপর বহু -খাঁজখবর ক-র তথ্য-প্রমাণ -ঘঁ-ট প্রমাণিত হয় -য, ওই অধ্যাপক ইচ্ছাকৃতভা-ব সংখ্যা-ত-থ্যর বি-শ্লষ-ণ কারচুপি ক-রছি-লন। বিষয়টি অব-শ-ষ আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং ওই অধ্যাপক প্রতারণার দা-য় অভিযুক্ত হন। আদালত ক-ক্ষ দাঁড়ি-য় তিনি নি-জর অপরাধ স্বীকার ক-র-ছন এবং জানান -য, তিনি এর জন্য অনুতপ্ত। এই অপরা-ধর শাস্তি পাঁচ বছ-রর হাজতবাস।

র. চ.

□□

চীন ব-ল-ছ অরুণাচল প্র-দশ ও-দর

ন-ভম্বর মা-স চী-নর -প্রসি-ডন্ট রাষ্ট্রীয় সফ-র ভার-ত এ-সছি-লন। এই খবর কাগ-জ -বর হবার প-র প-র দু-টা ঘটনা ঘ-টছিল। এক, তিব্ব-তর স্বাধীনতার দাবি-ত আ-ন্দালনকারী -তনজিন সুন্ডু-র ওপর ধর্মশালা ত্যাগ ক-র বাই-র না -ব-রাবার নি-ষধাজ্ঞা জারি, এবং দুই, ভার-ত চীনা দূতাবাস -থ-ক সংবাদমাধ্য-মর জন্য একটি খবর প্রচারিত হ-য়ছিল -য, 'অরুণাচল চী-নর অংশ'। প্রথম খবরটি প-ড় -কউ খুব বিচলিত -বাধ ক-র-ছন এমন ম-ন হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় খবরটি প-ড় ভারত সরকার -থ-ক শুরু ক-র তামাম ভারতবাসী স্তম্ভিত।

এমন একটি সম-য় এভা-ব উশ্কানি -দবার উ-দ্দশ্য? সবারই ভাবনা -সটা। কিন্তু প্রতিক্রিয়া জানা-নার ব্যাপা-র ইতস্তত ভাব। সাম-ন -প্রসি-ডন্ট সা-হ-বর সফর। উনি কী ম-ন কর-বন এই -ভ-ব, -কামল স্ব-র প্রতিবাদ ধ্বনিত হ-য়ছিল ভার-তর বি-দশ দপ্তর -থ-ক। -মইনল্যান্ড চায়না -থ-ক এর প্রতিধ্বনিও -শানা গি-য়ছিল। না, এটা এমন কিছু নয়।—জাস্ট এ স্লিপ। -ফর সবাই চুপচাপ। -যন কিছু হয়নি।

-তনজিন সুন্ডুর ওপর নি-ষধাজ্ঞা জারি করা হ-য়ছিল চীন সরকার-ক খুশি করার জন্য। খুশি -য তারা হয়নি জানি-য় দি-য়ছিল এইভা-ব। এটা -য খুশি করার জন্যই করা, -সটা ও-দর বুঝ-ত অসুবি-ধ হয়নি। আস-ল -যটা করা দরকার ছিল -সটা হল ও-ক ফায়ারিং -স্কায়া-ড দাঁড় করি-য় খতম ক-র -দওয়া। তাহ-ল আমা-দর প্রধানমন্ত্রীজি হয়-তা চীনা -প্রসি-ড-ন্টর পিঠ চাপড়ানি -প-ত পার-তন।

তিব্বত সমস্যাটা চী-নর প-ক্ষ কাঁটা হ-য় র-য়-ছ। তিব্বত আয়ত-ন -গাটা চী-নর এক-চতুর্থাং-শরও -বশি। -সই অঞ্চলটি তারা প্রায় -জার ক-রই অধিকার ক-র র-য়-ছ। অতী-ত তিব্বত একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। ইতিহাস তাই ব-ল। দুনিয়ার -লাকও তাই জানত। এখন ভু-ল -গ-ছ। কারণ চীন এখন বৃহৎ শক্তি। -সই বৃহৎ শক্তির 'আভ্যন্তরীণ ব্যাপার' নি-য় কিছু তিব্বতী (৮৫ হাজা-রর ম-তা) ভার-তর মাটি-ত ব-স -বয়াদপি কর-ব, -সটা সমাজতান্ত্রিক চী-নর না-পসন্দ্। এই বাণীটিই -পৌঁ-ছ দি-ত -চ-য়-ছন চী-নর রাষ্ট্রপ্রধান। ভারত-ক -ভ-ব -দখ-ত হ-ব, অধুনা শক্তিধর চী-নর করুণা লাভ -শ্রয়, নাকি হাভা-ত তিব্বতী-দর লাই -দওয়া লা-ভর।

ভার-তর আ-গর প্রধানমন্ত্রী -বজিং গি-য় তিব্বত -য চী-নর অবি-চ্ছদ্য অংশ, জানি-য় দি-য় এ-সছি-লন। তা হ-ল এর প-রও কিছু তিব্বতী ভার-তর মাটি-ত ব-স কিভা-ব স্বাধীন তিব্ব-তর দাবি নি-য় আ-ন্দালন চালি-য় -য-ত পা-র -সটাই -বজিং-এর প্রশ্ন। অর্থনৈতিক স্বা-র্থর খাতি-র এবার হয়-তা -সই আ-ন্দাল-নর ওপর সত্যি সত্যি খড়গ -ন-ম আস-ব। কিন্তু তার আ-গ স্বাধীনতা প্রিয় -য -কা-না মানুষই জান-ত চাই-ত পা-র ছিন্নমূল ওই

তিব্বতী-দর বক্তব্যটা ঠিক কী?

পৃথিবীর নানান -দ-শর স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ-দর উ-দ্যা-গ গ-ড় উ-ঠ-ছ '-ফ্রেন্ডস অফ টি-বট' না-ম সংস্থা। আমা-দর -দ-শও এর একটি শাখা র-য়-ছ। তা-দর প্রচারিত কাগজপত্র এবং ও-য়বসাইট -ঘঁ-ট -য-সমস্ত তথ্য -দখা যা-চ্ছ, তা-ত তিব্বতী-দর দাবি উড়ি-য় -দওয়া শক্ত ব-ল ম-ন হয়। (http://www.friendsoftibet.org)

এ-দর বক্তব্য সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভা-ব চীন এবং তিব্বত দুটি ভিন্ন -দশ। ভিন্ন তা-দর জাতি-গাষ্ঠী, ভিন্ন তা-দর ভাষা ও ভাষার উৎস। ইতিহা-সর -কা-না এক প-র্ব দুটি -দশই মাঞ্চু-দর অধীনস্থ হয়। -সই ছিং রাজবংশ বহুদিন রাজত্ব ক-র। তারপর একসময় -সই রাজবং-শর পত-নর পর -ফর দুটি -দশ আলাদা হ-য় যাওয়ার কথা হয়। এবং হ-য়ছিলও তাই। কিন্তু চী-নর সমাজতান্ত্রিক বিপ্ল-বর পর নানান -কৌশ-ল তিব্ব-তর ওপর তা-দর অধিকার কা-য়ম ক-র। তিব্ব-তর মানু-ষর প্রতি-রাধ আ-ন্দালন নির্মমভা-ব দমন করা হয়। হাজার বছর ধ-র তিব্ব-তর মানুষ লামা ধর্মগুরু-দর শাসনাধী-ন বসবাস ক-র এ-স-ছ। -সই 'পিছি-য় পড়া ধর্মীয় অনুশাসন' -থ-ক তিব্বতী মানুষ-দর মুক্ত কর-ত ১৯৫০ সা-ল চীনা বাহিনী তিব্ব-ত প্র-বশ ক-র। তিব্বত-ক স্বয়ংশাসিত এলাকা হি-স-ব মর্যাদা -দওয়া হ-ব ব-ল তখনকার ম-তা প্রতিশ্রুতি -দওয়া হয়। কিন্তু ১৯৫৯ সা-ল চী-নর সৈন্যবাহিনী ঝাঁপি-য় প-ড় তিব্ব-তর ওপর। ধ্বংস করা হয় -বৌদ্ধ মঠগুলি। নিহত হয় হাজার খা-নক তিব্বতী। বন্দি হন আরও বহু হাজার। ধর্মগুরু দালাই লামা পালি-য় এ-স ভার-ত আশ্রয় -নন। স-ঙ্গ আ-স হাজার হাজার তিব্বতবাসী। ভার-তর মাটি-ত -সই আশ্রয়শিবি-রর নাম আজ ধর্মশালা। কালক্র-ম -সখা-ন প্রতিষ্ঠিত হ-য়-ছ নির্বাসিত তিব্বত সরকার। তা-দর জনসংখ্যা আজ ৮৫ হাজা-রর -বশি। অবর্ণনীয় দুরবস্থার মধ্য দি-য় -ক-ট-ছ -সখানকার মানু-ষর জীবন। তারপর নি-জ-দর অধ্যবসায় এবং দুনিয়ার শান্তিপ্রিয় মানুষ-দর বদান্যতায় আজ -সখা-ন গ-ড় উ-ঠ-ছ একটি শান্ত সুন্দর জনপদ। গণতান্ত্রিক নীতি-তই পরিচালিত হয় -সখানকার সরকার। আ-ছ তা-দর স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, সরাসরি নির্বাচিত আইনসভা ইত্যাদি। -সখা-ন গ-ড় উ-ঠ-ছ বিভিন্ন স্ত-রর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ওখানকার প্রায় নব্বই শতাংশ তিব্বতী -ছ-ল-ম-য় -কা-না না -কা-না স্ত-রর শিক্ষা প্রতিষ্ঠা-ন পড়াশু-না ক-র।

বর্ডা-রর অপর পা-রর কাহিনি অন্য রকম। -সখা-ন বিগত পঞ্চা-শর -বশি বছর ধ-র চ-ল-ছ তিব্বতী জনসাধার-ণর আত্মনিয়ন্ত্র-ণর অধিকা-রর ওপর নির্মম অত্যাচার। অ্যাম-নস্টি ইন্টারন্যাশনা-লর তথ্য -থ-ক জানা যা-চ্ছ, -য এ পর্যন্ত প্রায় ১২ লক্ষ তিব্বতী নানা সম-য় নানাভা-ব প্রাণ হারি-য়-ছন এ-দর হা-ত। এই সংখ্যাটি তিব্ব-তর -মাট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। এখন তিব্ব-ত তিব্বতীরা সংখ্যালঘু। ৬ হাজা-রর ম-তা -বৌদ্ধবিহার এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হ-য়-ছ। বন্দি তিব্বতীরা চীনা কারখানায় সস্তা মজুর হি-স-ব খা-ট। তা-দর উৎপাদিত সস্তা দ্রব্যসামগ্রী ছড়ি-য় প-ড়-ছ দুনিয়াব্যাপী।

-গাটা তিব্বত-ক একটি উপনি-ব-শর ম-তা ব্যবহার করা হ-য়-ছ। অবা-ধ লুঠপাট করা হ-য়-ছ প্রাকৃতিক সম্পদ। গ-বষণায় -দখা -গ-ছ -য, ১৯৮৫ সা-লর ম-ধ্যই চীনা কতৃপক্ষ প্রায় ৫৪০০ -কাটি ডলার (২৪,৩০,০০,০০,০০০ টাকা) মূ-ল্যর কাঠ তিব্ব-তর জঙ্গল -থ-ক -ক-ট নি-য় -গ-ছ। এক আম-দা অঞ্চ-লই ১৯৫৫ সাল -থ-ক ৫ -কাটি গাছ -ক-ট -নওয়ায় জঙ্গ-লর ৭০ শতাংশ ফাঁকা হ-য় -গ-ছ। বনসম্পদ ধ্বংস হ-য় যাওয়া-ত এই অঞ্চ-ল উৎপন্ন নদীগুলি-ত ব্যাপকহা-র পলি জম-ছ। তার ফল ভুগ-ছ চীনসহ প্রতি-বশী -দশগুলিও। তার ওপর তিব্বত-ক করা হ-য়-ছ নানান ধর-নর বর্জ্য-আবর্জনা জমি-য় রাখার এলাকা হি-স-ব। তার ম-ধ্য নিউক্লিয়ার আবর্জনাও আ-ছ। 'পৃথিবীর ছাদ' না-ম পরিচিত শান্ত সুন্দর তিব্বত আজ পরি-বশ বিপর্য-য়র সম্মুখীন।

১৯৪৭ সা-লও পৃথিবীর বিভিন্ন -দ-শর -চা-খ তিব্বত একটি স্বাধীন রাজ্য হি-স-ব বি-বচিত ছিল। তার একটি নিদর্শন সম্প্রতি নির্বাসিত তিব্বত সরকা-রর হা-ত এ-স-ছ। নিদর্শনটি হল তৎকালীন তিব্বত সরকা-রর ইস্যু করা একটি পাশ-পার্ট। যা-ত বিভিন্ন -দ-শর ভিসা অফি-সর সিল মারা র-য়-ছ। এই -দশগুলির ম-ধ্য আ-ছ ভারত, মার্কিন যুক্তরাজ্য, ব্রি-টন, সুইজারল্যান্ড, এবং ফ্রান্স। পাস-পার্টটি ইস্যু করা হ-য়ছিল আকাবপা না-ম তিব্বত

সরকা-রর অর্থ সচি-বর না-ম। যা-ক একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদ-লর প্রধান হি-স-ব পাঠা-না হ-য়ছিল ওইসব -দ-শ। স্বীকার কর-তই হ-ব, -যসব -দ-শর সিল র-য়-ছ ওই পাস-পা-র্ট, তাঁরা তখন তিব্বত-ক স্বাধীন রাজ্য হি-স-বই গণ্য করত। এখন আর -সটা স্বীকার করা শক্ত। আস-ল ক্ষমতাই -শষ কথা।আজ যদি চীন ব-ল অরুণাচল প্র-দশ চী-নর অংশ, -সটা -ম-ন -নবার -লা-করও অভাব হ-ব না। কারণ সবাই -ম-ন নি-য়-ছ, চীন এখন 'বৃহৎ শক্তি'।

র. চ.

□□

ভারত-মার্কিন নিউক্লিয়ার চুক্তি

ভারত-মার্কিন নিউক্লিয়ার চুক্তি মার্কিন -স-ন-ট উত-র -গল। আশা করা যায় কিছু দি-নর ম-ধ্যই কার্যকর হ-ব চুক্তি। কিন্তু কী আ-ছ এই চুক্তি-ত -যজন্য দু-দ-শর শতখা-নক আমলা-রাজনীতিবিদ্ এত-শত ঘন্টা ধ-র এত তর্ক-বিতর্ক চালি-য় যা-চ্ছন?

সরকারিভা-ব যা বলা হ-চ্ছ তা এক কথায় হাস্যকর। আমা-দর সরকার বল-ছ, -দ-শর বিদ্যুৎ সমস্যা -মটা-নার জন্য এই চুক্তি। আমা-দর -দ-শর -মাট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ২.৭ শতাংশ আ-স নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ -থ-ক। আর পরিকল্পিত সব নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট যথাসম-য় বসা-না -গ-লও আগামী ২০৩০ সা-ল নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ -মাট বিদ্যু-তর ৬.৬ শতাং-শর -বশি হ-ব না। এই পরিমাণ নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ দি-য় -গাটা -দ-শর বিদ্যুৎ সমস্যা -মটা-বন এরা ? অথচ অজুহাত হি-স-ব এই যুক্তিই -দখা-না হ-চ্ছ! এবং এই পরমাণু জ্বালানি ও প্রযুক্তি আমদানির জন্য ব্যয় হ-ব লক্ষ -কাটি টাকা। অথচ শিল্প -ক্ষ-ত্র এবং গৃহস্থ-ব্যবহা-রর -ক্ষ-ত্র বিদ্যু-তর অপচয় -রাধ কর-ত পার-ল এখনই উৎপাদিত বিদ্যু-তর প্রায় ২৫ শতাংশ পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা যায়। এই পরিমাণটা আমা-দর -দ-শর এখন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (২৬.৪ শতাংশ) ক্ষমতার প্রায় সমান। এর জন্য কিন্তু -কা-না উ-দ্যাগ বা তাগিদ -নই -কা-না তর-ফই। -কন -নই ? আস-ল -যখা-ন বড় অ-ঙ্কর অ-র্থর -লন-দন -নই, -স-ব্যাপা-র প্রশাস-নর আগ্রহ না থাকারই কথা।

প্রশ্ন হল, মার্কিন প্রশাসনই বা এই নি-য় এত বাকবিতন্ডা কর-ছ -কন ? কর-ছ কারণ -সখা-নও র-য়-ছ স্বা-র্থর প্রশ্ন। সাম-ন যাই বলুন, আড়া-ল র-য়-ছ নানান ব্যবসায়ী ও শিল্প-কারখানার মালিক-দর চাপাচাপি। -সসব আড়াল করার জন্য অর্থহীন ও মি-থ্য কথা ব-ল চ-ল-ছন -সখানকার প্রশাস-নর -লাকজনও। -যমন এর সপ-ক্ষ যুক্তি দি-ত গি-য় -স -দ-শর বি-দশ সচিব ক-ন্ডা-লজা রাইস ব-ল-ছন (*ওয়াশিংটন -পাস্ট*, ১৩ মার্চ ২০০৬), 'নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর পরিমাণ বাড়া-ত পার-ল ভার-তর -ত-লর ওপর নির্ভরতা কম-ব। -যটা আন্তর্জাতিক বাজা-র -ত-লর ওপর চাপ কমা-ত সাহায্য কর-ব।' -যন ভার-তর -ত-লর চাহিদার জন্যই পৃথিবী-ত -ত-লর আকাল। ভদ্রমহিলা -বাধহয় জা-নন না -য, ভার-ত বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর -ক্ষ-ত্র -ত-লর ব্যবহার খুবই সামান্য। -মাট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ১ শতাংশ জ্বালানি -ত-লর ওপর নির্ভরশীল।

মার্কিন যুক্তরা-জ্য নিউক্লিয়ার ইন্ডাস্ট্রির দিনকাল খুব খারাপ যা-চ্ছ। -সখা-ন যন্ত্রপাতির খরচ এবং আই-নর জটিলতার কার-ণ নিউক্লিয়ার বিদ্যু-তর ব্যবসা আর লাভজনক নয়। -সজন্য দীর্ঘদিন -কউ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট বসা-ত এগি-য় আস-ছ না, এমন কী সরকা-রর তর-ফ নানান সুবিধাদি -দবার প্রতিশ্রুতি স-ত্ত্বও। ফ-ল নিউক্লিয়ার যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী -কাম্পানিগু-লার ভাঁ-ড় মা ভবানী অবস্থা । তা-দর বাঁচা-নার জন্যই এগি-য় এ-স-ছ -স -দ-শর সরকার। এবং ভারত সরকারও। বিনিম-য় ১৯৭৪ সা-ল ভারত সরকা-রর 'নিউক্লিয়ার ডিভাইস' পরীক্ষার অপরা-ধর শাস্তি মকুব করা হ-চ্ছ। নিউক্লিয়ার সহ সমস্ত উচ্চ-প্রযুক্তি রপ্তানির ওপর -য বাধা-নি-ষধ ছিল মার্কিন সরকার তা তু-ল নি-ত রাজি হ-য়-ছ। এর ফ-ল 'শক্তিশালী ভারত' গড়ার স্বপ্ন -দখি-য় নি-জ-দর আ-খর -গাছা-ত চান যারা তারা খুশি ।

র. চ.

□□

হুইচ্ এনার্জি ?

আগামীদি-ন জ্বালানি তথা শক্তি-সমস্যার সমাধান কি-স ? ভাব-ছ সবাই । গ্রা-মর গৃহবধূ -থ-ক মার্কিন -প্রসি-ডন্ট

জর্জ বুশ বা আমা-দর প্রধানমন্ত্রী মন-মাহন সিং অবধি । তাই দৈনিক কাগজ খুল-লই -দখা যা-চ্ছ, দুনিয়ার তাবৎ রাষ্ট্রপ্রধা-নরা -দ-শ -দ-শ ঘু-র 'এনার্জি সামিট' ক-র -বড়া-চ্ছন । -সখা-ন তাঁ-দর কী ক-থাপকথন হ-চ্ছ ঈশ্বর জা-ন । কিন্তু কার্যত কী কর-ছন -সটা আমরা -দখ-ত পাচ্ছি । দুনিয়ার -তল-গ্যাস-সমৃদ্ধ ভূখণ্ডগুলির ওপর নানান কায়দায় দখলদারির পরিকল্পনা ফাঁদ-ছন । -কাথাও সন্ত্রাস দম-নর না-ম হাজির হ-চ্ছন, -কাথাও গণত-ন্ত্রর ধ্বজা পুঁত-ত ।

সব লক্ষণ -দ-খ -বাঝা যা-চ্ছ -য, সব রাষ্ট্রপ্রধা-নরাই বুঝ-ত পার-ছন বিপর্যয় আসন্ন । -ভাগবাদী সভ্যতার -য দানব গ-ড় উ-ঠ-ছ তার খি-দ -মটা-ত -য পরিমাণ প্রাকৃতিক জ্বালানি ও অন্যান্য সম্পদ মজুত থাকা দরকার তা -নই। মজুত ভাণ্ডার শুকি-য় আস-ছ দ্রুত । অথচ দানবটি-ক বল-বন -য, -তামার খি-দ কমাও, -সও সম্ভব নয় । এ -তা -কবল -য খা-চ্ছ তার খাওয়া বন্ধ করার সমস্যা নয় । সমস্যা -তা -ভা-গর রসদ -যাগা-চ্ছ -য প্রভুরা তা-দর নি-য় । তারা বল-ব, এই -ভা-গর উপাদান উৎপাদন ও পরি-বশ-নর জন্য -য বিপুল বিনি-য়াগ ও আ-য়াজন হ-য়-ছ তার কী হ-ব ? সত্যিই -তা, তা-দর কী হ-ব ? ফ-ল -ফরার পথ বন্ধ। জ্বালানির ভাণ্ডার ঘ-র মজুত না থাক-ল, লুঠ ক-র হ-লও -জাগাড় কর-ত হ-ব । -স কার্যক্রমই চল-ছ এখন । তা-ত কী বিপর্যয় এড়া-না যা-ব ? নিশ্চয়ই না । বড়-জার তা-ক খানিক পি-ছা-না যা-ব ।

এই পি-ছা-নার একটি পথ হল জ্বালানি -তল বা গ্যা-সর ওপর চাপ কমা-নার জন্য বাতিল হ-য় যাওয়া নিউক্লিয়ার বিদ্যুত-ক ফিরি-য় আনা । আপাতত নি-জ-দর -দ-শ চালু না কর-ত পার-লও অন্য -দশ যা-ত এই প-থ হাঁ-ট তার জন্য সওয়াল করা । ক্ষমতাশালী-দর সওয়াল মা-ন আ-দশ । এ-দর লক্ষ্য এখন -ত-লর ভাণ্ডা-রর ওপর ভাগীদা-রর সংখ্যা কমা-না । -যটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র -খালাখুলিভা-ব বল-ছ এবং কর-ছ । যা-ত নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট অবা-ধ রপ্তানি করা যায় তার ব্যবস্থা কর-ছ । ব্রি-ট-নর -স -জার -নই । -সখা-ন আর নিউক্লিয়ার প্লান্ট বসা-না হ-ব না বলা হ-য়ছিল একসময় । -স সিদ্ধান্ত বদল ক-র-ছ । -ফর নিউক্লিয়ার প্লান্ট বসা-না হ-ব -ঘাষণা ক-র-ছ ।

ব্রি-ট-নর ইনস্টিটিউট অফ সা-য়ন্স ইন -সাসাইটি -দ-শর শক্তি-সমস্যার বিষয়টি খতি-য় -দ-খ একটি প্রস্তাব তৈরির পরিকল্পনা নি-য়ছিল । এজন্য বি-শষজ্ঞ-দর নি-য় একটি কমিটি তৈরি ক-রছিল । -সই কমিটি সব দিক পর্যা-লাচনা ক-র একটি দলিল প্রকাশ ক-র-ছন । তার শি-রানাম দি-য়-ছন 'হুইচ এনার্জি?'। সমস্ত রকম শক্তির উৎ-সর কথা, তা-দর ভা-লা-ম-ন্দর কথা, তা-দর স্থায়ি-ত্বর কথা ও তা-দর সামাজিক প্রভা-বর কথা বি-বচনা ক-র কমিটি তাঁ-দর রায় দি-য়-ছন এবং মানুষ-ক ভাব-ত ব-ল-ছন, তাঁরা -কান্ প-থ যা-বন । এই রি-পা-র্টর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এঁ-দর ও-য়বসাই-ট -দখ-ত পা-রন ।

(http://www.i-sis.org.uk ISIS_energy_review_exec_sum.pdf)

খনিজ গ্যাস ও -ত-লর ভাণ্ডার দ্রুত শুকি-য় আস-ছ । কয়লার আয়ু তার -থ-ক একটু -বশি হ-লও ভাণ্ডার অসীম নয় । বদ-ল নিউক্লিয়ার শক্তির কথা উঠ-লও তার নানান অসুবি-ধর দিকগু-লা নি-য় বিশ-দ আ-লাচনা ক-র-ছন । বাতা-স কারবন ডাইঅক্সাইড-এর পরিমাণ কমাবার অজুহা-ত নিউক্লিয়ার পাওয়া-রর -যৌক্তিকতা-কও খণ্ডন ক-র-ছন । বা-য়াফু-য়ল ব্যবহা-রর কুফল নি-য় সাবধানবাণী শুনি-য়-ছন । সব দিক বি-বচনা ক-র তাঁ-দর ম-ত, এখুনি বিকল্প শক্তির উৎ-সর কথা ভাবা ছাড়া আর গতি -নই ।

কিন্তু বিকল্প শক্তির উৎস ব্যবহার ক-র -তা চালু উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব নয় । তাহ-ল এখনকার বিপুল শক্তিক্ষয়ী উৎপাদন ব্যবস্থা নির্ভর সামাজিক ব্যবস্থারই পরিবর্তন দরকার । -সকথাও বল-ত হ-য়-ছ তাঁ-দর । বিরাট বিরাট শহর আর তার ক্ষুধা -মটা-নার জন্য হাজার হাজার মাইল দূর প্রান্তর -থ-ক পণ্য ব-য় আনা, এমন ব্যবস্থা চল-ত পা-র না । আগামী দি-ন স্থানীয়ভা-ব উৎপাদন ও অল্প-শক্তি নির্ভর ব্যবস্থার পরিকল্পনা ছাড়া গত্যন্তর থাক-ব না । অর্থাৎ শক্তির -যাগানই আগামীদি-নর সমাজ সংগঠ-নর প্রকৃতি নির্ধারণ ক-র -দ-ব !

র. চ.